# পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1688, Saturday, July 11, 2026 *FREE* www.parichoy.com

ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরব, দলের নেতাদের সঙ্গে আদালতে আত্মসমর্পণ করব
- শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

## আরো আছে...

■ মার্কিন কর্মকর্তা বললেন ইরানের সঙ্গে ‘কারিগরি আলোচনা’ চালিয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র - ৫ম পাতায়

■ ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসের বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে ট্রাম্প-মামদানির ভিন্ন দর্শন- ৫ম পাতায়

■ নেতানিয়াহুর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া চমৎকার, ও জানে ‘আসল বস কে’: ট্রাম্প- ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ওয়াশিংটন পোস্টের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের ৩.৮ বিলিয়ন ডলারের মানহানির মামলা খারিজ - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ইরান চুক্তির আওতায় হরমুজ প্রণালি হবে ‘টোলমুক্ত’, বিশ্বনেতাদের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্পের দাবি -৭ম পাতায়

■ উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ঋণের চাপ ও রপ্তানি সংকট: কোন পথে বাংলাদেশের অর্থনীতি? -১০ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে টপকে যেভাবে বাংলাদেশের শীর্ষ বিনিয়োগকারী, বেসরকারি ঋণদাতা হয়ে উঠল চীন -৮ম পাতায়

# আবারও ইরান যুদ্ধ শুরু করে রাজনৈতিক সংকটেই নিজেকে সঁপে দিলেন ট্রাম্প

## - দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

# সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি আর্জেন্টিনা

বিস্তারিত ১৩ পৃষ্ঠায়

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-8834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

# কে কি বললেন

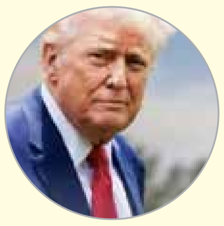

● ‘নিকৃষ্ট’ ইরানিরা আমাকে খুন করতে চাইছে, আমি ওদের ১ নাম্বার টার্গেট - **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● কিয়েভ যত চেষ্টাই করুক না কেন, মস্কোকে দমাতে বা টলাতে পারবে না। - ইউক্রেন বাহিনীর হামলার মুখে রাশিয়ার নীতি বা অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আসবে না, তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট **ভ্লাদিমির পুতিন**

● আগামী পাঁচ বছরে চাঁদ ও মঙ্গলে ‘হাজার হাজার’ মানুষ পাঠাবে স্পেসএক্স - স্পেসএক্সের প্রধান নির্বাহী **ইলন মাস্ক**

● ‘তারা হয়তো আমাকে সাজা দিয়ে নির্বাচনে লড়ার অযোগ্য ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু আওয়ামী লীগকে কেন তারা নিষিদ্ধ করবে? আমরা যদি খারাপ কিছু করে থাকি, তবে তার ফয়সালা জনগণকেই করতে দেওয়া হোক।’- জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা**

● চেতনা বিক্রির ব্যবসা ভালো নয়। জুলাইয়ের চেতনা যারা বিক্রি করছে, তাদের পরিণতি ভবিষ্যতে দেখা যাবে বলে মন্তব্য করে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **সালাহউদ্দিন আহমদ**

● আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বন্ধু নই, বিএনপির একজন সাধারণ কর্মী - স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী **মীর শাহে আলম**

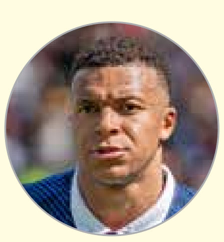

● চ্যাম্পিয়ন না হওয়া পর্যন্ত থামছি না - ফ্রান্সের ক্যাপ্টেন **কিলিয়ান এমবাপ্পে**

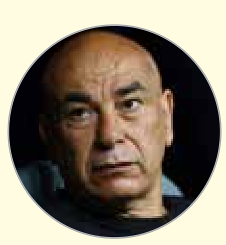

● ব্যবসার জন্য মেসিকে বিশ্বকাপে রাখতে চায় ফিফা - আর্জেন্টিনার কাছে হেরে ক্ষিপ্ত মিশরের **কোচ হাসান**

# আবারও ইরান যুদ্ধ শুরু করে রাজনৈতিক সংকটেই নিজেকে সঁপে দিলেন ট্রাম্প - দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট

**পরিচয় ডেস্ক:** ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি শেষ বলে গত বুধবার (০৯ জুলাই) ঘোষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অথচ এই ঘোষণা তাকে এবং তার প্রশাসনকে আবারও একটি চেনা সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আর চার মাসেরও কম সময় বাকি থাকতে তিনি এমন এক অজনপ্রিয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন, যা থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় তিনি দেখছেন না।

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রিপাবলিকানরা কিছুটা আশাবাদী হয়েছিলেন। গত ফেব্রুয়ারির শেষদিকে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এটি ছিল সর্বশেষ একটি যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা, যা অন্তত কিছুদিন কার্যকর ছিল। এর আগের উদ্যোগগুলো এই পর্যায়েও আসতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটিও ভেঙে গেল সংঘাতের জেরে।

কিন্তু, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে ফেরার রাজনৈতিক মূল্যও চুকাতে হতে পারে ট্রাম্প ও তার রিপাবলিকান দলকে। এজন্য রিপাবলিকান নেতারা আগেই সতর্ক করে হোয়াইট হাউসকে জানিয়েছিলেন, *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

## ট্রাম্প বললেন যুদ্ধবিরতি ‘শেষ’

# মার্কিন কর্মকর্তা বললেন ইরানের সঙ্গে ‘কারিগরি আলোচনা’ চালিয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র

**পরিচয় ডেস্ক:** ইরানের সঙ্গে সাম্প্রতিক পাল্টাপাল্টি হামলার পরও কারিগরি পর্যায়ের আলোচনা চালিয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র। একই সঙ্গে সংঘাতের কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার প্রতিশ্রুতিও বহাল রয়েছে বলে বৃহস্পতিবার (০৯ জুলাই) যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তার বরাতে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এমএস নাউ।

যুক্তরাষ্ট্রের ওই কর্মকর্তা বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজে ইরানের হামলাকে তিনি সন্ত্রাসী *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

# যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের পর খেলাপি ঋণের হারে বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ

**পরিচয় ডেস্ক:** যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের পর বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণ (নন-পারফর্মিং লোনএনপিএল)-এর হার বাংলাদেশে। দেশের ব্যাংক খাতের মোট ঋণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই এখন খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত।

সার্ক দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশের খেলাপি ঋণের হার সর্বোচ্চ। ঋণ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং ঋণ আদায়ে ব্যর্থতা নিয়ে এতে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

সর্বশেষ ব্যাংকিং তথ্য অনুযায়ী, ৩৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ খেলাপি ঋণের হার নিয়ে বৈশ্বিক তালিকার শীর্ষে রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন। চলমান যুদ্ধের কারণে দেশটির অর্থনীতিতে সৃষ্ট ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব এতে প্রতিফলিত হয়েছে। এরপরই ৩২ দশমিক ২৬ শতাংশ খেলাপি ঋণ নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পর রয়েছে চাদ ৩১ দশমিক ৫১ শতাংশ এবং গিনি ৩১ দশমিক ১৫ শতাংশ।

রোববার অর্থ মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমানো নিয়ে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ সেশনে বিষয়টি আলোচনায় আসে। এতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্থ বিভাগের সচিব।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ৩১ হাজার কোটি টাকার বেশি বেড়ে ৫ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের চিত্র সবচেয়ে উদ্বেগজনক। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের খেলাপি ঋণের হার প্রায় ৬ থেকে ১৫ গুণ বেশি।

ভারতে খেলাপি *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

# ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসের বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে ট্রাম্প-মামদানির ভিন্ন দর্শন

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপন ঘিরে দেশজুড়ে ছিল জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন। কিন্তু এই ঐতিহাসিক মাইলফলক রাজনৈতিকভাবে একেবারেই ভিন্ন দুই বার্তা সামনে নিয়ে এসেছে।

গত শুক্রবার সাউথ ডাকোটার মাউন্ট রাশমোরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে ‘কমিউনিজমের হুমকি’

থেকে রক্ষার আহ্বান জানান। শনিবার ওয়াশিংটনে দেওয়া বক্তব্যেও দেখা যায় একই সুর।

অপর দিকে, গত শুক্রবার নিউইয়র্ক সিটি হলে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন এমন মানুষদের উপস্থিতিতে দেওয়া ভাষণে মেয়র জোহরান মামদানি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসকে ‘অভিবাসীদের অবদানের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

# ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরব, দলের নেতাদের সঙ্গে আদালতে আত্মসমর্পণ করব

## রয়টার্সের সাথে সাক্ষাৎকারে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

**পরিচয় ডেস্ক:** ২০২৪ এর আগষ্টে গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনা বলেছেন, আগামী ডিসেম্বরেই দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করার পরিকল্পনা করছেন তিনি। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ দাবি করেন।

জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর

শেখা হাসিনা এখন ভারতে নির্বাসিত আছেন। দেশে তার দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ, মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে তিনি মৃত্যুদণ্ডের সাজা পেয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে রয়টার্সকে তিনি এ কথা বললেন।

দুই বছর আগে গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশ ছেড়ে পালানো হাসিনা বলেন, তিনি ও আওয়ামী লীগের *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

*সম্পাদক: নাজমুল আহসান*
*Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan*
*37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA*
*Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835*
*Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com*

# নেতানিয়াহুর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া চমৎকার, ও জানে 'আসল বস কে': ট্রাম্প

**পরিচয় ডেস্ক:** শনিবার অ্যাক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, হোয়াইট হাউসে তার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলন থেকে ট্রাম্প ফেরার পর আগামী সপ্তাহেই অনুষ্ঠিত হতে পারে এই বৈঠক।

এক সংক্ষিপ্ত টেলিফোন সাক্ষাৎকারে নিজেকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প বলেন, আমাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা চমৎকার। ও [নেতানিয়াহু] ভালো করেই জানে, আসল বস কে। ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে সেই নাটকীয় বৈঠকের পর এটাই দুই নেতার প্রথম সাক্ষাৎ হতে চলেছে। সেই বৈঠকেই ইরানের বিরুদ্ধে যৌথ যুদ্ধ ঘোষণার পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিলেন নেতানিয়াহু।

এক ইসরায়েলি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহেই এই সফর হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ, ৭ ও ৮ জুলাই তুরস্কে অনুষ্ঠেয় ন্যাটো সম্মেলনে যোগ দিতে দেশ ছাড়বেন ট্রাম্প।

ওই কর্মকর্তা বলেন, বৈঠকটি তার পরের সপ্তাহে হতে পারে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার ট্রাম্পকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নেতানিয়াহু। নেতানিয়াহুর কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানায়, আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতার অন্যতম যুক্তরাষ্ট্র। দুই দেশের নিবিড় সম্পর্ককে ইসরায়েল গভীরভাবে মূল্যায়ন করে। খুব শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রে এক বৈঠকে মিলিত হতে সম্মত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

ফেব্রুয়ারির সেই বৈঠকের পর থেকে গত কয়েক মাসে নেতানিয়াহুকে নিয়ে ট্রাম্প শিবিরের মোহভঙ্গ হয়েছে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে তাদের মধ্যে এখন সংশয় দানা বেঁধেছে।

একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের অনেকেই মনে করেন, সব বিষয়েই ভুল ছিলেন বিবি (নেতানিয়াহু)।

গত মাসে লেবাননে ইসরায়েলের আগ্রাসন বৃদ্ধির কড়া সমালোচনা করে নেতানিয়াহুর ওপর ফেটে পড়েন ট্রাম্প। এক ফোনালাপে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে উন্মাদ আখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতারও অভিযোগ তোলেন তিনি।

এই উত্তেজনা রিপাবলিকান শিবিরের ভেতরেও ইসরায়েল ও যুদ্ধ নিয়ে বিভেদ আরও গভীর করেছে। টাকার কার্লসনের মতো মাগা (মেইক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন) শিবিরের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের অভিযোগ, ট্রাম্প আসলে নেতানিয়াহুর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

যুদ্ধ ও অন্যান্য আঞ্চলিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে গত দুই মাসে ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যগুলো আলাদা হয়ে গেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থও।

নেতানিয়াহুর আপত্তি ও সংশয় থাকা সত্ত্বেও, গত মাসে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে এবং নতুন করে পারমাণবিক সংলাপের দরজা খুলতে সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) সই করেছেন ট্রাম্প। *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

## আমি ভেবেছিলাম মানুষ তাকে ঘৃণা করে খামেনির জানাজায় ইরানিদের শোক দেখে 'স্তম্ভিত' ট্রাম্প

**পরিচয় ডেস্ক:** ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির জানাজায় সাধারণ মানুষের শোক ও কান্না দেখে স্তম্ভিত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমনটা জানান। সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন,ওআমি মনে করেছিলাম ইরানের মানুষ তাকে ঘৃণা করে। সাংবাদিক *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

## ফ্লোরিডার পাম বিচ বিমানবন্দরের নাম বদলে 'ট্রাম্প বিমানবন্দর'

**পরিচয় ডেস্ক:** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে নামকরণ হতে যাচ্ছে ফ্লোরিডার একটি বিমানবন্দরের। ফ্লোরিডা

অঙ্গরাজ্যের কংগ্রেসে ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত একটি বিল পাস হয়েছে। শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। এক কালের আবাসন ব্যবসায়ী ট্রাম্প রাজনীতিতে আসার *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

## ওয়াশিংটন পোস্টের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের ৩.৮ বিলিয়ন ডলারের মানহানির মামলা খারিজ

**পরিচয় ডেস্ক:** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জন ট্রাম্পের সঙ্গে গণমাধ্যমের বৈরি সম্পর্কের বিষয়টি নতুন নয়। বিভিন্ন সময়ে নিউইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, সিবিএস ও এবিসির মতো সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে জড়িয়েছেন ট্রাম্প।

তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার 'অভিযোগ' হালে পানি পায়নি। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ওয়াশিংটন পোস্টের বিরুদ্ধে ঠুকে দেওয়া একটি মামলা। বুধবার এই তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপ নামের প্রতিষ্ঠান ২০২৩ সালে ওয়াশিংটন পোস্টের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করে।

ওই গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'ট্রাস্ট লিংকড টু অ্যা পর্ন-ফ্রেন্ডলি ব্যাংক কুড গেইন আ স্টেইক ইন ট্রাম্পস ট্রুথ সোশাল' নামের একটি প্রতিবেদন নিয়ে আপত্তি তোলেন ট্রাম্প।

সম্প্রতি ফ্লোরিডার যুক্তরাষ্ট্রের জেলা বিচারক টমাস বারবার এই মামলা খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি মত দেন, 'ওয়াশিংটন পোস্ট ট্রাম্পের মানহানি হয় এমন বক্তব্য প্রকাশ করেছে- এমন দাবির বিপরীতে গ্রহণযোগ্য ও স্পষ্ট কোনো প্রমাণ জুরিদের সামনে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে ট্রাম্প মিডিয়া।'

মামলাটির 'সামারি জাজমেন্ট' পর্যায়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যুক্তরাষ্ট্রের জেলা বিচারক টমাস বারবার।

এই পর্যায়ে বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা করে পূর্ণাঙ্গ বিচার শুরুর আগেই সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

দ্য পোস্টের আইনজীবীরা যুক্তি দেন, ট্রাম্প মিডিয়া 'প্রকৃত অসৎ উদ্দেশ্য' প্রমাণ করতে পারেনি। কোনো সুপরিচিত ব্যক্তিকে মানহানির মামলায় জিততে হলে এটি প্রমাণ করা বাধ্যতামূলক।

এ ক্ষেত্রে বাদীকে প্রমাণ করতে হয়, বিবাদী জানত যে প্রকাশিত দাবিটি মিথ্যা অথবা সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কোনো চেষ্টা করেনি।

উল্লেখিত প্রতিবেদনটি নিয়ে কাজ করেন দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক ড্রু হারওয়েল। *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

## গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ডেনমার্কের জন্য নয়: ট্রাম্প

**পরিচয় ডেস্ক:** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও দাবি করেছেন, গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ডেনমার্কের জন্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন।

আলোচনায় রুটে বলেন, তিনি ট্রাম্পের অসন্তোষের কারণ বুঝতে পারেন।

তবে তার দাবি, এসব ঘটনা 'বিচ্ছিন্ন' এবং ইউরোপের অনেক দেশই যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করছে। ট্রাম্প আগে যেসব দেশের সমালোচনা করেছিলেন, বিশেষ করে জার্মানি ও ফ্রান্সের *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

# ‘নিকৃষ্ট’ ইরানিরা আমাকে খুন করতে চাইছে, আমি ওদের ১ নাম্বার টার্গেট: ট্রাম্প

**পরিচয় ডেস্ক:** ইরান তাকে হত্যার চেষ্টা করছে এবং তিনি দেশটির ‘১ নম্বর টার্গেট’ বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আঙ্কারায় ন্যাটো সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এমন এক সময়ে তিনি এই মন্তব্য করলেন যখন তেহরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যত ভেস্তে গেছে। ট্রাম্প পাচ মাস আগে তার শুরু করা ইরান যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল তেহরানের শীর্ষ নেতৃত্বের বেশির ভাগকেই হত্যা করেছে। তিনি বলেন, তাদের একদল নেতা ছিল, তারা নেই। এরপর আরেক দল এল, তারাও শেষ। এখন আরেক দল আছে, তারাও হয়তো থাকবে না। কে জানে? আর আমিও হয়তো থাকব না, কারণ আমি তাদের এক নম্বর লক্ষ্যবস্তু।

ইরানি নেতাদের ‘নিকৃষ্ট’ হিসেবে অভিহিত করে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি এক নম্বর লক্ষ্যবস্তু কারণ তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রকৃতির। গত ৪৭ বছর ধরে তারা এভাবেই চলছে। তবে আমি দেশের জন্য যা সঠিক তা-ই করছি।

তেহরানের বর্তমান নেতৃত্ব সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, তারা কিছুটা পাগলাটে। তবে তিনি এও জানিয়েছিলেন, যুদ্ধবিরতি আলোচনার সময় ইরানি প্রতিনিধিদলে ‘চমৎকার কিছু মানুষ’ ছিল।

ট্রাম্প মনে করেন, বর্তমান নেতারা আগের নিহত নেতাদের চেয়ে কিছুটা যৌক্তিক। তিনি বলেন, ইরানের লেভেল ওয়ানের নেতারা খতম। লেভেল টু-ও শেষ। এখন চলছে লেভেল থ্রি। আমার ধারণা, এই নেতারা আগের নেতাদের চেয়ে কিছুটা বেশি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন।

যদিও গত দুই সপ্তাহের ঘটনাপ্রবাহ- বিশেষ করে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে ইরানি হামলা- তাদের যৌক্তিকতা নিয়ে ট্রাম্পের মনে সন্দেহ তৈরি করেছে। এই উত্তেজনার ফলে যুক্তরাষ্ট্র আবারও বিমান হামলা শুরু করেছে এবং ট্রাম্প যুদ্ধের পরিধি আরও বাড়ানোর হুমকি দিয়েছেন।

**হত্যার ষড়যন্ত্রের ইতিহাস**

২০১৯ সালের শেষদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ইসলামি রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) নেতা জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার নির্দেশ দেন, তখন থেকেই ইরানি নেতারা ট্রাম্প এবং তার পূর্ববর্তী প্রশাসনের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হত্যার পরিকল্পনা করে আসছিলেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্প তার নিজস্ব বিমান ট্রাম্প ফোর্স ওয়ান-এর পরিবর্তে বন্ধু স্টিভ উইটকফের বিমানে যাতায়াত করতেন। সে সময় মার্কিন গোয়েন্দাদের আশঙ্কা ছিল, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ইরানি এজেন্টদের হাতে ক্ষেপণাস্ত্র থাকতে পারে।

গত মার্চ মাসে নিউইয়র্কের একটি আদালত আসিফ মার্চেন্ট নামের এক ব্যক্তিকে ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়া এবং সন্ত্রাসবাদের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেন। দেশটির বিচার বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আসিফ স্বীকার করেছেন যে ট্রাম্পকে হত্যার ছক সাজাতে আইআরজিসি তাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিল।

হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার আশঙ্কা কেন করেছিলেন- এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের পদকে একটি ‘বিপজ্জনক পেশা’ হিসেবে অভিহিত করেন।

তবে ট্রাম্প এও বলেন, তিনি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে চিন্তিত নন। তার ভাষায়, ‘আমি সত্যিই পরোয়া করি না, কারণ আমি আমার কাজ করছি। আশা করি আমি আগের যেকোনো প্রেসিডেন্টের চেয়ে ভালো করছি।’

টিকটক প্রসঙ্গে মজা করে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি টিকটক তালিকার শীর্ষে থাকতে বেশি পছন্দ করি। কিন্তু এখন আমি হত্যার তালিকারও এক নম্বরে আছি।’

## যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বাগত জানাবে চীন জানালেন চীন মুখপাত্র

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের চীন সফরের আহ্বান জানানো হয়েছে। নিজ চোখে বাস্তব, বহুমাত্রিক ও আধুনিক চীনকে দেখার পাশাপাশি দু'দেশের জনগণের বন্ধুত্ব আরও জোরদারে ভূমিকা রাখার আহ্বানও জানিয়েছে দেশটি।

বুধবার (৯ জুলাই) সংবাদ সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং এ কথা বলেন।

তিনি জানান, গেল ২৮ জুন থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত চীনে অনুষ্ঠিত ‘বন্ড উইথ কুলিয়াং: ২০২৬ চীন-যুক্তরাষ্ট্র যুব বেসবল প্রদর্শনী ও ক্রীড়া উৎসব’ সফলভাবে শেষ হয়েছে। মাও নিং বলেন, শতবর্ষের পুরনো কুলিয়াংয়ের বন্ধুত্বের গল্প এখন বিনিময়ের মাধ্যমে আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে।

চীন-যুক্তরাষ্ট্র যুব ক্রীড়া উৎসব, ফ্লাইং টাইগার্স যুব নেতৃত্ব সংলাপ এবং পান্ডাম্যাক্সিং চীন-যুক্তরাষ্ট্র যুব বিনিময় কর্মসূচি-এসব আয়োজন প্রমাণ করে যে, মতপার্থক্য থাকলেও দু'দেশের মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা সম্ভব বলেও মনে করেন মাও নিং।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং আরও জানান, ২০২৩ সালের নভেম্বরে পাঁচ বছরে ৫০ হাজার তরুণ মার্কিন নাগরিককে চীনে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের আড়াই বছর আগেই সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫০ হাজারের বেশি মার্কিন তরুণ চীন সফর করেছেন। পাশাপাশি, চলতি বছরের প্রথমার্ধে চীনে প্রবেশকারী মার্কিন দর্শনার্থীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

## ইরানের হামলার ভয়ে পুরোনো এয়ার ফোর্স ওয়ানেই তুরস্ক ছাড়লেন ট্রাম্প, ব্রিটেনে পৌঁছে উঠলেন নতুন জেটে

**পরিচয় ডেস্ক:** ন্যাটো সম্মেলনে যোগ দিতে কাতারের উপহার দেওয়া নতুন সংস্কার করা উড়োজাহাজেই গত মঙ্গলবার তুরস্ক গিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এটি ছিল নতুন উড়োজাহাজটির প্রথম আন্তর্জাতিক সফর। তবে বুধবার রাতে তুরস্ক ছাড়ার সময় তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে সেই উড়োজাহাজ ব্যবহার করেননি। এর পরিবর্তে তিনি পুরোনো ‘এয়ার ফোর্স ওয়ানে’ যুক্তরাজ্যের উদ্দেশে রওনা হন। পরে ইংল্যান্ডের মিলডেনহল ঘাঁটিতে নেমে তিনি আবার নতুন উড়োজাহাজে উঠে ওয়াশিংটনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের মতে, ইরানের সঙ্গে পুনরায় সংঘাত শুরু হওয়ায় নিরাপত্তাজনিত সতর্কতা হিসেবে এই পরিবর্তন আনা হয় এবং সিক্রেট সার্ভিসের জোরালো পরামর্শেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

*বাকি অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

## ইরানের কাছ থেকে হরমুজে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা না চালানোর প্রতিশ্রুতি চায় যুক্তরাষ্ট্র

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্র চায় ইরান প্রকাশ্যে এই ঘোষণা দিক যে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। সেই সঙ্গে ইরানের কাছ থেকে এই জলপথ দিয়ে চলাচল করা বাণিজ্যিক জাহাজে গুলি চালানো বন্ধের প্রতিশ্রুতিও চায় যুক্তরাষ্ট্র।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে মার্কিন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, তেহরান ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড

ট্রাম্পের উপদেষ্টাদের জানিয়েছে যে জাহাজে গুলি চালানোর ঘটনা ছিল একটি ভুল। তবে ইরানের দাবি, এর জন্য দায়ী ছিল তাদের ভেতরের একটি নিয়ন্ত্রণহীন বা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী। ট্রাম্প বলেছেন, হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে এ সপ্তাহে হওয়া হামলা-পাল্টা হামলা সত্ত্বেও উভয় পক্ষ আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে। তবে হোয়াইট হাউসের মতে, এই সংঘর্ষ যুদ্ধবিরতি

*বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

# হাইকোর্টের রায় বহাল, বাংলাদেশের সংবিধানে ফিরছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও গণভোট ব্যবস্থা

**পরিচয় ডেস্ক:** বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলসহ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে আনা কয়েকটি বিষয় অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ।

বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সকালে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচজন বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন।

এর আগে, বুধবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলসহ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে আনা কয়েকটি বিষয় অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি শেষ হয়। টানা তিন দিন শুনানি শেষে রায়ের জন্য আজ দিন ধার্য করা হয়।

রায়ের পর অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল খারিজ করে রায় ঘোষণা করেছেন আপিল বিভাগ। ফলে হাইকোর্টের রায় বহাল থাকছে। তিনি বলেন, হাইকোর্ট ডিভিশনের রায় বহাল। অর্থাৎ সংবিধানের ৭খ অনুচ্ছেদ বাতিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহাল, গণভোট পুনর্বহাল এবং মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রিম কোর্টের কাছেই থাকবে বলে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন; সেগুলো বহাল থাকলো।

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, এছাড়াও হাইকোর্ট রায়ে বলেছিলেন, পঞ্চদশ সংশোধনীতে অন্যান্য যত পরিবর্তন আনা হয়েছিল সেই বিষয়ে জাতীয় সংসদ সিদ্ধান্ত নিবে। এটিও বহাল থাকলো।

তিনি বলেন, রায়ের ফলে সংবিধানে ফিরলো গণভোট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। আপিল বিভাগ বলেছেন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনা বাকি পরিবর্তনগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার এখন জাতীয় সংসদের। ২০১১ সালের ৩০ জুন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জাতীয় সংসদে পাস হয় সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী। একই বছরের ৩ জুলাই এতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি মেলে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। একই সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সংরক্ষিত নারী *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

## বাংলাদেশে কারখানা স্থাপনে ওয়ান পেইজ-লাইসেন্স পাবেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা: সিসিসিআই সভাপতি

**পরিচয় ডেস্ক:** চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিসিসিআই) সভাপতি আমিরুল হক জানিয়েছেন, বাংলাদেশে পরিকল্পিত ফ্রি ট্রেড জোন (এফটিজেড) বা মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলগুলোতে একটি সহজীকৃত এক পাতার লাইসেন্স ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) চট্টগ্রামের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সিসিসিআই কনফারেন্স হলে ইতালীয় টেক্সটাইল প্রযুক্তি বিষয়ক একটি কর্মশালা এবং বিজনেস-টু-বিজনেস (বিটুবি) বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আমিরুল হক বলেন, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকার এই সহজীকৃত লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া চালু করতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা চট্টগ্রাম এবং মাতারবাড়ীর ফ্রি ট্রেড জোনগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ওয়ান পেইজ লাইসেন্স দেওয়ার পরিকল্পনা করছি। সরকার ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে রাজি হয়েছে। এই লাইসেন্স ব্যবহার করেই কোম্পানিগুলো নিবন্ধিত হতে ও তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

## জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়ানোর আহ্বান

### বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের

**পরিচয় ডেস্ক:** নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ডিপার্টমেন্ট অব অপারেশনাল সাপোর্টের (ডিওএস) আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল অতুল খারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। এসময় তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী ও পুলিশ সদস্যদের অধিকতর মোতায়েন, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের জন্য আরও নেতৃত্বস্থানীয় পদে নিয়োগ এবং বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট পাঠানোর ক্ষেত্রে জোরালো জাতিসংঘ সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশি সামরিক ও পুলিশ কন্টিনজেন্টগুলোর পরিচালনাগত সহযোগিতা, আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা প্রতিপূরণ দ্রুতকরণ, পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন, ওনারী, শান্তি ও নিরাপত্তা (ডব্লিউ পিএস) এজেন্ডা এবং হাইতিতে বাংলাদেশের বিশেষায়িত পুলিশ কন্টিনজেন্ট মোতায়েনের প্রস্তুতিসহ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকের শুরুতে পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পর মন্ত্রী শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েনকৃত বাংলাদেশি সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর প্রতিপূরণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সহজতর করার ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট অব অপারেশনাল সাপোর্ট এর ধারাবাহিক ও কার্যকর সহায়তার জন্য আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। একই সাথে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য ডিওএস-এর পরিবেশ বিভাগকেও ধন্যবাদ জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা অন্যতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা মিশনগুলোর কার্বন ফুটপ্রিন্ট বা পরিবেশগত ক্ষতি হ্রাস করতে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সৌর প্যানেল স্থাপন করেছে। এই খাতে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

## ছয় মাসে সীমান্তে বিএসএফের হাতে ১০ বাংলাদেশি নিহত

### মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

**পরিচয় ডেস্ক:** ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) সংশ্লিষ্ট অন্তত ২১টি সহিংসতার ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে এসব ঘটনায় ১০ বাংলাদেশি নিহত, ১০ জন আহত এবং একজন অপহরণ বা আটক হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর সংকলিত প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিহত ১০ জনের মধ্যে সাতজন বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে নিহত হন। বাকি তিনজন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যান।

এ ছাড়া সীমান্ত সহিংসতার বিভিন্ন ঘটনায় ১০ জন আহত *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

## ৪২ বছরের ইতিহাসে চট্টগ্রামে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি

**পরিচয় ডেস্ক:** টানা ভারী বর্ষণে ফের ডুবে আছে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম। জলাবদ্ধতায় ভোগান্তিতে পড়েছে নগরীবাসী। টানা বর্ষণ, পাহাড়ি ঢল ও কর্ণফুলী নদীর জোয়ারের প্রভাবে শুধু নগরী নয়, পুরো চট্টগ্রামে জনজীবন প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন সড়ক জলাবদ্ধতায় তলিয়ে যাওয়ায় যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। টানা ভারী বর্ষণে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

# প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
# Probashi Sirajgonj Zila Samity USA Inc

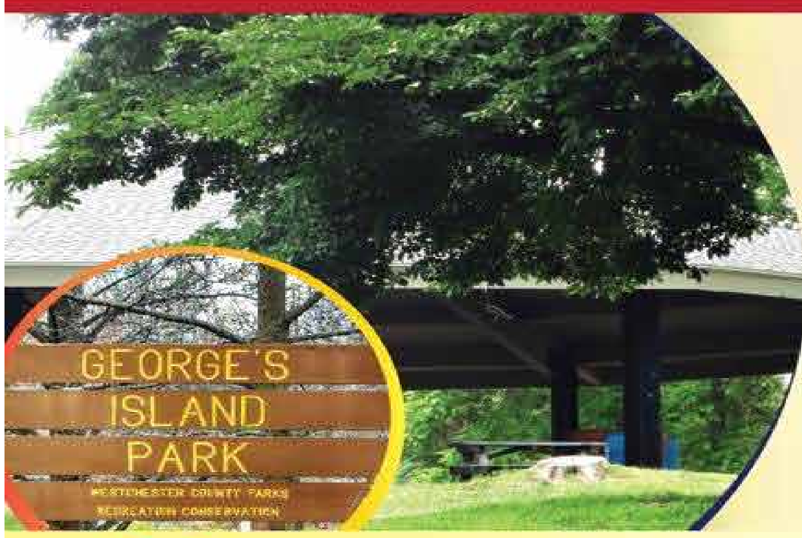


## বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

**২৫ জুলাই ২০২৬, শনিবার**

**Location:**
**George's Island Park**
(Pavilion B)
Dutch St, Montrose, NY 10548

### প্রধান অতিথি

**আকাশ রহমান**
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও
আশা হোম কেয়ার
আশা সোশ্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার

### গেষ্ট অব অনার

**KIM & ASSOCIATES P.C**
Kwangsoo Kim, Esp
Attorney At Law
Eng. Mohammad A. Khalek
Cell: 917-667-7324

### বিশেষ অতিথি

মোহাম্মদ আল-আমিন, ইরশাদুল হক রোকনী, মোঃ সাইফুল বারী সফি
মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল ও আব্দুর রউফ লেবু।

বিশেষ আকর্ষণঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলা

**র‍্যাফেল ড্রঃ আকর্ষণীয় পুরস্কার**

সোনার গহনা, এয়ার টিকেটসহ আরো ২৫টি আকর্ষণীয় পুরস্কার

**বাস ছাড়ার স্থানঃ**

| | |
|---|---|
| জ্যাকসন হাইটস | ঃ সকাল ৮.০০টা, ৭৩ স্ট্রিট, ব্রডওয়ে। |
| জ্যামাইকা | ঃ সকাল ৯:০০ টা, ১৬৯ স্ট্রিট হিলসাইড এভিনিউ |
| ব্রুকস | ঃ সকাল ৮.৩০ মিনিট, সেন্ট পিটারস্ স্ট্রিট + ফ্রিজবি এভিনিউ |

আস্‌সালামু আলাইকুম,

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক -এর বার্ষিক বনভোজন আগামী ২৫ জুলাই, শনিবার প্রকৃতির নির্মল পরিবেশ ও সৌন্দর্য বেষ্টিত লেকের পাড়ে "জর্জ আইল্যান্ড পার্ক (প্যাভিলিয়ন-বি)"-এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

উক্ত বার্ষিক বনভোজনে আপনি/আপনারা স্বপরিবারে অংশগ্রহণ করে আমাদের আয়োজনকে সফল করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

**চাঁদার পরিমাণঃ**
পরিবার ঃ ১৫০ ডলার (৪জন)
অতিরিক্ত জনপ্রতি ৩০ ডলার
(বাবা/মা-শ্বশুর/শাশুড়ি ফ্রি)
একক ঃ ৫০ ডলার

### আমন্ত্রণে

আহ্বায়ক
**মোঃ এনাম এলাহী তরফদার (আরিফ)**
646-371-8618

প্রধান সমন্বয়কারী
**হাসান বিন নোমান (রাসেল)**
917-701-4050
**খান হোসেন (বিপু)**
646-322-7980

সদস্য সচিব
**মোঃ জাকারিয়া সরকার**
917-476-2056

যুগ্ম আহ্বায়ক
মোঃ জহুরুল ইসলাম (সুজন)
বেনজামিন ইবনে হামিদ (অনু)
দেবব্রত সাহা (দেবু)

পৃষ্ঠপোষক
আহাম্মদ শরিফ খান (মৌসুমী)
এস. এম. নাদের (উজ্জ্বল)

যুগ্ম সদস্য সচিব
ফারুক হোসেন (রনি)
মোঃ আব্দুল মোমেন (মানিক)
মোঃ জহিরুল ইসলাম (টিপু)

**উপদেষ্টা মণ্ডলী:** আলী আনোয়ার এজাজ, মোঃ মমিনুর রহমান (মমিন), আব্দুর রব (টেনিস), ড. হারুনুর রশীদ, গণেশ নাথ চৌধুরী, উত্তম কুমার সাহা, রুহুল আমিন সরকার, রাশেদ মান্নান ফয়সাল, মনোয়ারুল ইসলাম ও ফারুক হোসেন।

**সম্মানিত সহযোগী:** ইহতিশামুল হক রোকনী, রেজাউল বারী রেজা, সেলিম রেজা।

**সার্বিক সহযোগিতায়:** মোঃ মহিউল ইসলাম মনি, মোহাম্মদ কাশেম, মোঃ এস. ইসলাম (শফি), রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু, মোঃ রুবেল হাসান (মুন্সী), মাহমুদ সরকার, মুন্সী জুলফিকার উদ্দিন (রুবাইয়া), মোঃ রিধা ইসলাম, উম্মে সালমা পাতা, মোঃ আব্দুল হালিম, লতিফ সরকার, মোঃ জালাল উদ্দিন, জুলফিকার আলী ভুট্টু, মুন্না মাহবুব, মোঃ এনামুল হক (রাফি), মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান (প্রিন্স) ও শহিদুজ্জামান মামুন।

### শুভেচ্ছান্তে

**সাইফুল ইসলাম**
সভাপতি
929-720-3735

**মোঃ মাহমুদুল হাসান মার্ক**
সাধারণ সম্পাদক
718-406-6974

প্রচারেঃ প্রচার সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম খান শফিক (347-278-3759) কর্তৃক প্রচারিত।

# উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ঋণের চাপ ও রপ্তানি সংকট: কোন পথে বাংলাদেশের অর্থনীতি?

**ফারজানা সাজনিন অর্চি:** গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয় অর্জন করে সরকার গঠন করেছে বিএনপি। ক্ষমতায় আসার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক নানা চাপের সম্মুখীন হচ্ছে বিএনপি সরকার। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ, রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মন্থর গতি, বাণিজ্য ঘাটতি এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ- সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতি এখন একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০২৫ সালে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি ছিল দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ছিল ৮ দশমিক ৯ শতাংশ। সেই সঙ্গে জাতিসংঘ জানিয়েছে, ২০২৬ সালে বাংলাদেশে গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমতে পারে। কিন্তু তখনো বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ থাকবে।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান এমনি অনুন্নত আর তার সঙ্গে

মূল্যস্ফীতির যদি এই হার বজায় থাকে, তবে জীবনযাত্রার মান আরও নিচে নেমে যাবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। এতে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের শ্রেণির ওপর চাপ বাড়বে। গত ৩ বছর ধরে মূল্যস্ফীতি বেশি থাকায় নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারগুলো দৈনন্দিন খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছে।

সম্প্রতি নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সেবার ফি বাড়ানো হয়েছে। এতে নতুন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা, অন্যদিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে বাড়ছে বৈদেশিক ঋণের বোঝা এবং তা পরিশোধের চাপ। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে মোট বিদেশি ঋণের পরিমাণ ৭৮ দশমিক ২২ বিলিয়ন বা ৭ হাজার ৮২২ কোটি মার্কিন ডলার *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

## চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ২৫০ ঝুঁকিপূর্ণ আমদানি কনটেইনার ‘গায়েব’

**পরিচয় ডেস্ক:** দেশের অন্যতম কঠোর কার্গো ক্লিয়ারেন্স ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম বন্দরে কাস্টমস অপরাধের সন্দেহে চিহ্নিত অন্তত ২৫০টি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ আমদানি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে টপকে যেভাবে বাংলাদেশের শীর্ষ বিনিয়োগকারী, বেসরকারি ঋণদাতা হয়ে উঠল চীন

**পরিচয় ডেস্ক:** ২০১৬ সালের আগে বাংলাদেশে শীর্ষ ১০ বিনিয়োগকারী দেশের তালিকাতেও ছিল না চীন। তবে ওই বছর চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ঢাকা সফরের পর পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়; তিনি সে সময় বাংলাদেশে প্রায় ৪ হাজার কোটি (৪০ বিলিয়ন) ডলারের বিনিয়োগ ও অর্থায়নের বড় প্রতিশ্রুতি দেন। সেই ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় সফরের পর গত এক দশকে বড় বড় জ্বালানি ও অবকাঠামো প্রকল্পে ব্যাপক অর্থায়নের মাধ্যমে, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে ছাড়িয়ে অন্যতম প্রধান বিনিয়োগকারী দেশ হিসেবে

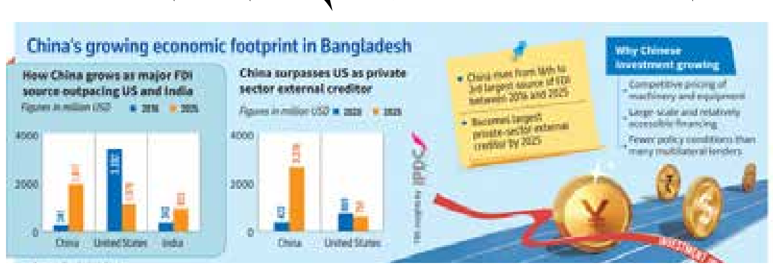


আবির্ভূত হয়েছে চীন। যদিও প্রতিশ্রুত বিনিয়োগের অর্থছাড়ের গতি প্রথমদিকের প্রত্যাশা অনুযায়ী অতটা দ্রুত ছিল না, তবুও চীনা পুঁজির বিশাল পরিমাণ দেশটিকে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) উৎসে পরিণত করেছে। একই সঙ্গে পদ্মাসেতুর রেল সংযোগের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

### বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি

## জুনে কমে দাঁড়িয়েছে ৯.১৬% এক বছরের গড় ৮.৬৮ শতাংশ

**পরিচয় ডেস্ক:** দেশের বাজারে পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে কিছুটা স্বস্তির খবর দিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। প্রতিষ্ঠানটির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সদ্য সমাপ্ত জুন *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

## ২০২৫ সালে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ ১.৮ বিলিয়ন ডলার

### অবস্থান উগান্ডা-ঘানার পেছনে: আঙ্কটাড

**পরিচয় ডেস্ক:** দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি এবং আধা ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি জিডিপি থাকা সত্ত্বেও সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণে উগান্ডা ও ঘানার মতো আফ্রিকার ছোট অর্থনীতির দেশগুলোর তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

## ৫ বছরের মন্দা কাটিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশের মোটরসাইকেল বাজার

**পরিচয় ডেস্ক:** টানা ৫ বছরের মন্দার পর দেশের মোটরসাইকেল শিল্প আবারও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ২০২০ সালে ৬ লাখ ২৫ হাজারের বেশি ইউনিটের যে বাজার ছিল, করোনা মহামারি ও দীর্ঘদিনের উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে তা নেমে এসেছিল মাত্র ৩ লাখ ৯২ হাজার ৬১০ ইউনিটে। তবে সর্বশেষ শিল্পসংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

## আগের সরকারের রেখে যাওয়া পাহাড় পরিমাণ ঋণের বোঝা থেকে উত্তরণ খুব কঠিন

### বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুক

**পরিচয় ডেস্ক:** বিগত সরকারের রেখে যাওয়ার বিদ্যুৎ খাতের পাহাড় পরিমাণ ঋণের বোঝা থেকে উত্তরণ খুব কঠিন হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।

তিনি বলেন, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে মোকাবিলা করতে না পারলে বিগত সরকারের রেখে যাওয়ার বিদ্যুৎ খাতের পাহাড় পরিমাণ ঋণের বোঝা থেকে উত্তরণ খুব কঠিন হবে।

আজ সোমবার (৬ জুলাই) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) কঞ্জুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) আয়োজিত জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০২৬-২০৩০) শীর্ষক নাগরিক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন,ওবিদ্যুৎ বা জ্বালানির একটা খরচ আছে। আমার দায়িত্ব নাগরিক যাতে কিনতে পারে সেটা নিশ্চিত করা। এটা *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউ,এস,এ ইন্‌ক
দোহার-নবাবগঞ্জ-কেরানীগঞ্জ-সাভার-ধামরাই উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত
SUNDAY, JULY 19, 2026
Heckscher State Park
Field number 3,
1 Heckscher State Parkway, East Islip, NY 11730
বিশেষ আকর্ষন
পিকনিক স্পটে বড় পর্দায় বিশ্বকাপ ফুটবল সরাসরি দেখানো হবে
FIFA WORLD CUP 2026
বার্ষিক বনভোজন ২০২৬
সম্মানিত সুধী,
আসছে ১৯ জুলাই ২০২৬ রোজ রবিবার ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউ,এস,এ ইন্‌ক এর বার্ষিক বনভোজন লং আইল্যান্ডের হেকশেয়ার স্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আপনি/আপনারা আমন্ত্রিত।
আমন্ত্রণে
আহ্বায়ক
আমির আফতাব
৬৩১-৫৩৯-১৭৬০
প্রধান সমন্বয়কারী
বি.এইচ.সাইফুর
সদস্য সচিব
মোহাম্মদ আলী সবুজ
৭১৮-৪০৭-৯০৮৪
যুগ্ম আহ্বায়ক
দেওয়ান কাউসার
মোস্তফা কামাল মুকুল
সমন্বয়কারী
কবির খান
সাইফুল ইসলাম সুমন
যুগ্ম সদস্য সচিব
রবিউল আলম
মো: সেলিম খান
অনুষ্ঠান পরিচালনায় : সাইফুর রহমান টুটুল, মোঃ দেলোয়ার হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক : নূর আমিন
সার্বিক নির্দেশনায়: সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ
গিয়াস আহমেদ (প্রধান উপদেষ্টা), মো: আমান উল্লাহ আমান, শেখ সালাউদ্দিন আহমেদ খোকন, বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: আজাদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার ফারুক হোসেন, হাবিব জোয়ার্দার, আলাউদ্দিন আহমেদ, সোহেব হোসেন খান, মিঠু সেলিম, কাউসার আলমীর, এ,কে,এম তারেক।
বাস ছাড়ার সময় ও স্থান :
সকাল ৮:০০ ঘটিকায়
72nd & Broadway Corner, Jackson Height
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়: কার্যকরি পরিষদ ২০২৫-২০২৬
সভাপতি
দুলাল বেহেদু
সাধারণ সম্পাদক
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
দুলাল বেহেদু
সভাপতি
৬৪৬-৩৭৩-৭২৯২
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
সাধারণ সম্পাদক
৯২৯-৪৬২-২৩৩২
প্রচার সম্পাদক: মো: রফিকুল ইসলাম (৩৪৭) ৪৮১-৭৫৩৫ কর্তৃক প্রচারিত

# বালোগানের নিষেধাজ্ঞা স্থগিতেও কাজ হলো না, যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়াম

**পরিচয় ডেস্ক:** বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর লড়াইয়ে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে জয় তুলে নিয়েছে বেলজিয়াম। মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড ইস্যুতে ম্যাচের আগে থেকেই ছিল বিতর্ক। নাটকীয়ভাবে লাল কার্ডের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় আজ মাঠেও নেমেছিলেন তিনি। তবে ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত চার্লস ক্যাটেলারের জোড়া গোলে যুক্তরাষ্ট্রকে ৪-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখল রুডি গার্সিয়ার শীষ্যরা।

মঙ্গলবার সিয়াটল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে বেলজিয়াম। এর ফলও পেয়ে যায় দ্রুত। ১০ মিনিটে নিকোলা রাসকিনের নিচু ক্রস থেকে কাছ থেকে বল জালে পাঠিয়ে দলকে এগিয়ে দেন চার্লস ডি ক্যাটেলার। ৩১ মিনিটে সমতায় ফেরে যুক্তরাষ্ট্র। টানা দ্বিতীয় ম্যাচের মতো ফ্রি-কিক থেকে গোল করেন মালিক টিলম্যান। তার শট বেলজিয়ামের হান্স ফানাকেনের গায়ে লেগে দিক বদলে জালে জড়িয়ে যায়। তবে সমতা বেশিক্ষণ টেকেনি। মাত্র দুই মিনিট পরই আবারও এগিয়ে যায় বেলজিয়াম। এবার টিম রিমকে পরাস্ত করে হেডে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ডি ক্যাটেলার। ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় বেলজিয়াম।

বিরতির পর ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেয় তারা। যুক্তরাষ্ট্রের গোলরক্ষক ম্যাট ফ্রিজের ভুল ক্লিয়ারেন্সের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ফাঁকা জালে বল জড়িয়ে দেন হান্স ফানাকেন। বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

# অশ্রুসিক্ত নয়নে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন নেইমার

**পরিচয় ডেস্ক:** নরওয়ের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ব্রাজিলের বিদায়ের পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন সেলেসাও তারকা নেইমার। রোববার টুর্নামেন্টের শেষ ষোলো থেকে বিদায়ের পর অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি জানান, ব্রাজিলের হয়ে ক্যারিয়ারের এখানেই ইতি টানছেন তিনি।

নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ২-১ ব্যবধানে হেরেছে ব্রাজিল। বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

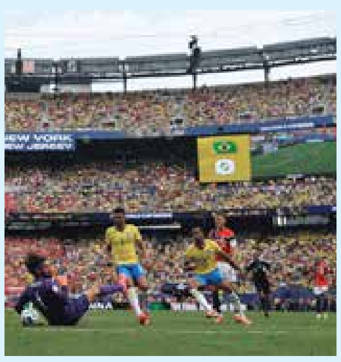

# সেলেসাওদের বিদায় করে কোয়ার্টার ফাইনালে ভাইকিংরা

**পরিচয় ডেস্ক:** আর্লিং হলান্ডের জাদুতে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে ছিটকে দিল নরওয়ে। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে জন্ম নিল অন্যতম বড় অঘটন।

শুরু থেকেই ম্যাচ ছিল হাড্ডাহাড্ডি। খেলার একেবারে শেষ দিকে অনবদ্য হেডে নরওয়েকে এগিয়ে দেন হালান্ড। তারপর পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে জোরালো নিচু শটে ব্রাজিলের গোলরক্ষক অ্যালিসনকে পরাস্ত করে দলের জয় নিশ্চিত করেন তিনি।

এই জোড়া গোলের সুবাদে গোল্ডেন বুট জেতার দৌড়ে লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপেকে ছুঁয়ে ফেললেন নরওয়ের এই তারকা স্ট্রাইকার। তিনজনেরই নামের পাশে এখন সাতটি করে গোল।

ম্যাচের প্রথমার্ধে পেনাল্টি পেয়েছিল ব্রাজিল। কিন্তু ব্রুনো গিমারেসের সেই স্পট কিক রুখে দেন নরওয়ের গোলরক্ষক ওরিয়ান নিল্যান্ড। তবে অতিরিক্ত সময়ে আরও একটি পেনাল্টি পায় ব্রাজিল। সেখান থেকে গোল করতে ভুল করেননি নেমার। যদিও সেই গোল কেবল ব্যবধান কমানোর কাজে এসেছে। ১৯৯০ সালের পর এত আগে কখনও বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

# বিশ্বকাপ না জেতার আক্ষেপ উড়িয়ে দিলেন রোনালদো; বললেন, ‘ইউরো শিরোপাও সমান গুরুত্বপূর্ণ’

**পরিচয় ডেস্ক:** ক্যারিয়ারে বিশ্বকাপ জিততে না পারার বিষয়টিকে বড় ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। পর্তুগিজ তারকার মতে, ২০১৬ সালে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের অর্জনও বিশ্বকাপের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

সোমবার স্পেনের কাছে শেষ ষোলোতে ১-০ গোলে হেরে ২০২৬ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয় পর্তুগাল। যোগ করা সময়ে মিকেল মেরিনোর একমাত্র গোলে হেরে টুর্নামেন্ট শেষ করে রোনালদোর দল। ম্যাচের পর ৪১ বছর বয়সী এই তারকা নিশ্চিত করেন, এটিই ছিল তার ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচ। ছয়বার বিশ্বকাপে খেলেও শিরোপার বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

# রোমাঞ্চকর ম্যাচে মেক্সিকোর দুর্গ জয় করে কোয়ার্টার ফাইনালে ১০ জনের ইংল্যান্ড

**পরিচয় ডেস্ক:** লাল কার্ড, দুই পেনাল্টি আর টানটান উত্তেজনায় ভরা এক রুদ্ধশ্বাস লড়াই শেষে স্বাগতিক মেক্সিকোকে ৩-২ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ইংল্যান্ড।

সোমবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় মেক্সিকোর ঐতিহাসিক আজতেকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দুটি গোল করে ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক জুড বেলিংহাম। পেনাল্টি থেকে অন্য গোলটি করেন অধিনায়ক হ্যারি কেইন। মেক্সিকোর হয়ে গোল দুটি করেন হুলিয়ান কিনোনেস ও রাউল হিমেনেজ।

ম্যাচের শুরু থেকেই ইংল্যান্ডকে চাপে রাখে মেক্সিকো। একের পর এক আক্রমণে বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

# ২০৩০ বিশ্বকাপে সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলো ছয় দেশ

**পরিচয় ডেস্ক:** ২০২৬ বিশ্বকাপের উত্তেজনা এখনো শেষ হয়নি। কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব চললেও এরই মধ্যে দৃষ্টি ঘুরতে শুরু করেছে পরবর্তী আসরের দিকে। কারণ, ২০৩০ সালে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপ শুধু আরেকটি টুর্নামেন্ট নয়, এটি হবে ফুটবল বিশ্বকাপের শতবর্ষের আয়োজন। আর সেই ঐতিহাসিক আসরে স্বাগতিক হওয়ার সুবাদে ইতোমধ্যে সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে ছয়টি দেশ স্পেন, পর্তুগাল, মরক্কো, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ে।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে এবারই প্রথম তিনটি মহাদেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হবে আসরটি। মূল আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ইউরোপের স্পেন ও পর্তুগাল এবং আফ্রিকার মরক্কো। তবে ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপের আয়োজক উরুগুয়েকে সম্মান জানিয়ে শতবর্ষ উদ্যাপনের অংশ হিসেবে উদ্বোধনী পর্বের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতে। এই বিশেষ ব্যবস্থার ফলে ছয়টি দেশই স্বাগতিকের মর্যাদা পেয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

# সুইজারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা

**পরিচয় ডেস্ক:** বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নির্ধারিত ৯০ মিনিটের ১-১ সমতার পর অতিরিক্ত সময়ের চরম রোমাঞ্চে ১০ জনের সুইজারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেছে আর্জেন্টিনা। আগামী বুধবার কাঙ্ক্ষিত সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ড। নির্ধারিত সময়ের খেলা ১-১ গোল সমতায় শেষ হওয়ার পর ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। ১০ জনের দল নিয়ে সুইজারল্যান্ড যখন বুক চিতিয়ে লড়ছিল, ঠিক তখনই ম্যাচের ১১৪তম মিনিটে ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া এক অনবদ্য দূরপাল্লার শটে গোল করে আর্জেন্টিনাকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন হুলিয়ান আলভারেজ।

এরপর সুইজারল্যান্ড সমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠলে অতিরিক্ত সময়ের একদম শেষ মুহূর্তে, অর্থাৎ ১২১তম মিনিটে লাওতারো মার্টিনেজের চোখধাঁধানো আরেকটি গোলে ৩-১ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করে উল্লাসে মাতে আলবিসেলেস্তেরা। এর আগে নির্ধারিত সময়ের ৭২তম মিনিটে চরম নাটকীয়তার জন্ম হয়। ড্যান এনডোয়ের গোলে সুইজারল্যান্ড ম্যাচে সমতা ফেরানোর মাত্র কয়েক মিনিট পরই ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর)-এর হস্তক্ষেপে সুইস স্ট্রাইকার ব্রিল এমবোলো লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়েন। ডাইভিংয়ের (সিমুলেশন) একটি সম্ভাব্য ঘটনা খতিয়ে দেখতে রেফারি ভিএআর রিভিউয়ের

সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে ভুল খেলোয়াড়কে কার্ড দেওয়ার ঘটনা সংশোধন করাসহ দীর্ঘক্ষণ পর্যালোচনার পর রেফারি হতাশ ও ক্ষুব্ধ এমবোলোকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড (লাল কার্ড) দেখান। এ সময় তিনি মাঠ ছাড়তে অস্বীকৃতি জানালে টিম কর্মকর্তাদের সশরীরে এসে তাকে মাঠ থেকে সরিয়ে নিতে হয়। এর ফলে ম্যাচের বাকি সময় সুইজারল্যান্ডকে ১০ জন নিয়ে লড়তে হয়। ম্যাচের শুরু থেকেই হাই-ইনটেনসিটি প্রেসের মাধ্যমে সুইজারল্যান্ড আধিপত্য বিস্তার করে খেললেও খেলার ধারার বিপরীতে ১০ম মিনিটে প্রথম গোল পেয়েছিল আর্জেন্টিনাই। লিওনেল মেসির নিখুঁত কর্নার কিকে শূন্যে লাফিয়ে উঠে দুর্দান্ত হেডে বল জালে পাঠান অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার।

প্রথমার্ধে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা সুইজারল্যান্ড অবশেষে ৬৭তম মিনিটে সমতা ফেরায়। অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার রিকার্ডো রদ্রিগেজের সঙ্গে দারুণ কম্বিনেশনে পাস খেলে আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে পরাস্ত করেন সুইস উইঙ্গার ড্যান এনডোয়ে।

তবে ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পরও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ১-১ সমতা ধরে রাখতে পেরেছিল সুইজারল্যান্ড। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের ১১৪ ও ১২১ মিনিটের জোড়া আঘাতে সুইসদের স্বপ্ন ভেঙে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে আর্জেন্টিনা। সেমিফাইনালে তারা মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ডের, যারা আগে অন্য ম্যাচে নরওয়েকে ২-১ গোলে হারিয়ে শেষ চার নিশ্চিত করেছিল।

## বেলিংহামের জোড়া গোলে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড, বিদায় নরওয়ের

**পরিচয় ডেস্ক:** জুড বেলিংহামের জোড়া গোলে নরওয়েকে ২-১ ব্যবধানে হারাল ইংল্যান্ড। রোববার ভোরে (বাংলাদেশ সময়) ফিফা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের এই জয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইংলিশরা।

খেলার ৩৬ মিনিটে এক গোল নিয়ে এগিয়ে যায় নরওয়ে। মার্টিন ওডেগার্ডের পাস থেকে দুর্দান্ত শটে বল পোস্টে লাগিয়ে জালে জড়ান আন্দ্রেয়াস শেলডেরুপ।

তবে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সমতায় ফেরে ইংল্যান্ড। অ্যান্থনি গর্ডনের বাড়ানো পাসে প্রথম স্পর্শেই নিচু শটে বল জালে পাঠান বেলিংহাম।

দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হলেও কোনো দলই গোলের দেখা পায়নি। আক্রমণের শুরুতে ফাউল হওয়ায় ভিএআরের যাচাইয়ের পর নরওয়ের একটি গোল বাতিল হয়। বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলকে সমতায় রাখেন। ফলে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।

অতিরিক্ত সময়ের ৯৩তম মিনিটে জয়সূচক গোল পায় ইংল্যান্ড। হ্যারি কেইনের হেড ঠেকানোর পর মরগান রজার্সের শটও ফিরিয়ে দেন নরওয়ের বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

## 'আমাকে অসম্মান করবেন না': মাঠে পর্তুগিজ রেফারির সাথে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় মেসির

**পরিচয় ডেস্ক:** ২০২৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচটি যেমন মাঠের লড়াইয়ে রোমাঞ্চ ছড়িয়েছে, তেমনি মাঠের একটি ঘটনাও ম্যাচ শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ভাইরাল হয়ে গেছে। প্রথমার্ধের খেলা চলাকালীন পর্তুগিজ রেফারি জোয়াও পেড্রো পিনহেইরোর ওপর চটে যান আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসি। বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

## আবার ভিএআর বিতর্ক: 'মিসটেকেন আইডেন্টিটি' নিয়মে প্রথম লাল কার্ড পেলেন সুইজারল্যান্ডের এমবোলো

**পরিচয় ডেস্ক:** চলতি বিশ্বকাপে 'মিসটেকেন আইডেন্টিটি' সংক্রান্ত নতুন নিয়মের গ্যাঁড়াকলে পড়ে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে লাল কার্ড পেয়েছেন সুইজারল্যান্ডের ব্রিল এমবোলো। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে ডাইভিং করার দায়ে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় তাকে।

ম্যাচের ৭২ মিনিটে এই নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শুরুতে মনে হয়েছিল আর্জেন্টিনার লিয়ান্দ্রো পারেদেস বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

## ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কি কেঁদেছিলেন? একটি বিতর্কের পেছনে উড়ল লাখ লাখ ডলার

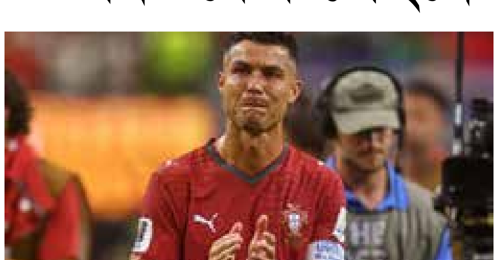

**পরিচয় ডেস্ক:** এবারের বিশ্বকাপে ফুটবল মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কোনো একটি ম্যাচে কাঁদবেন কি না-এই সাধারণ এক প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে বাজি ধরা হয়েছিল লাখ লাখ ডলার। আর সেই কান্নার উত্তর খুঁজতে গিয়ে এখন রীতিমতো গবেষণায় মেতেছেন বাজিকররা।

ভবিষ্যদ্বাণী করার প্ল্যাটফর্ম পলিমার্কেট-এ এই অদ্ভুত বাজিটি ধরা হয়। এই প্ল্যাটফর্মে এর আগেও মার্কিন সরকার ভিনগ্রহীদের অস্তিত্ব স্বীকার করবে কি না, রাশিয়ায় কোনো অভ্যুত্থান হবে কি না, এমনকি পৃথিবী চ্যাপ্টা কি না-এমন সব বিচিত্র বিষয়ে বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

## মিশরের বিপক্ষে জয়ের পর কেন কেঁদেছিলেন মেসি?

**পরিচয় ডেস্ক:** আর্জেন্টিনার বিদায়ের ঘণ্টা বেজে গিয়েছিল প্রায়। ৩৯ বছর বয়সী মহাতারকা লিওনেল মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারেরও শেষ দেখে ফেলেছিলেন অনেকে। তবে মঙ্গলবার রাতে আটলান্টা স্টেডিয়ামে চরম নাটকীয় ও বিতর্কিত ম্যাচে মিসরকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচের শেষে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। সেই চোখের পানিতে আসলে মিশে ছিল এক ধরনের স্বস্তি। সংবাদমাধ্যমকে মেসি বলেছেন, ‘আমার মনে হয়, এটি একটি মুক্তি ছিল, সবার জন্যই একটি স্বস্তি। ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা একটি কুৎসিত মুহূর্ত ছিল।’

প্রথমার্ধে মেসির নেওয়া পেনাল্টি শট মিসরের গোলরক্ষক মোস্তাফা শোবির আটকে দেন দারুণ দক্ষতায়। ওই ঘটনার আগে- বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

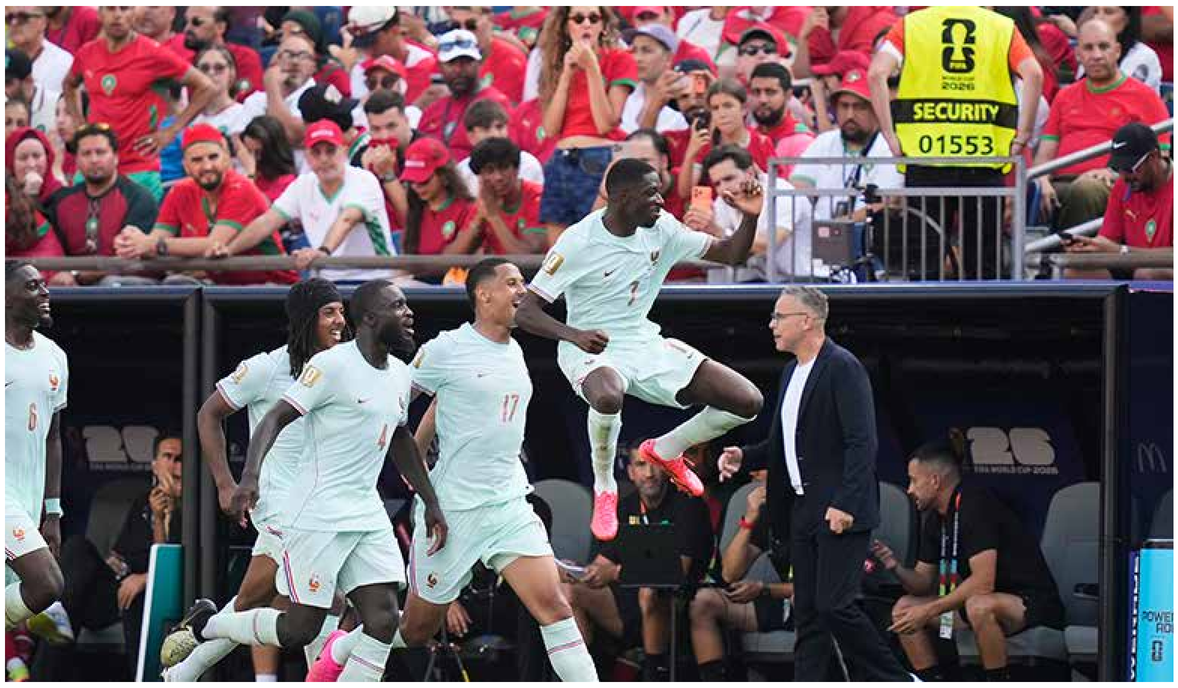

# মরক্কো বাধা পেরিয়ে টানা তৃতীয় সেমিফাইনালে ফ্রান্স

**পরিচয় ডেস্ক:** পেনাল্টি মিসের হতাশা অনেক ফুটবলারের কাঁধ ভারী করে দেয়। কিন্তু কিলিয়ান এমবাপ্পে যেন অন্য ধাতুতে গড়া। সুযোগ নষ্টের আক্ষেপকে বেশিক্ষণ সঙ্গী হতে দেননি। মুহূর্তেই নিজের জাদুকরী পায়ের ছোঁয়ায় লিখলেন নতুন গল্প।

চোখধাঁধানো এক গোল, যা শুধু ফ্রান্সকে এগিয়েই নেয়নি। গ্যালারিজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে উন্মাদনা। অন্য প্রান্তে ছিলেন উসমান দেম্বেলে। বোস্টনের সেই চেনা মাঠে ফিরে আবারও গোলের দেখা পেলেন ফরাসি উইঙ্গার, যে মাঠেই নরওয়ের বিপক্ষে করেছিলেন স্মরণীয় হ্যাটট্রিক। যা এবারের বিশ্বকাপে ফ্রান্সের একমাত্র হ্যাটট্রিক।

দুই তারকার ঝলকানিতে মাত্র ছয় মিনিটের ব্যবধানে দুইবার কেঁপে ওঠে মরক্কোর জাল। মুহূর্তের মধ্যেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ফরাসিদের হাতে। মরক্কো এই ম্যাচে স্রেফ দর্শক হয়েই থাকল। খুঁজেই পাওয়া গেল না তাদেরকে। ফলাফল ফ্রান্স ২। মরক্কো শূন্য। ফ্রান্সের গতি, ছন্দ আর আক্রমণের ধার সামাল দেওয়ার মতো কোনো উত্তর তাদের কাছে ছিল না। একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে শেষ পর্যন্ত দাপুটে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে দিদিয়ের দেশমের শিষ্যরা।

এ যেন শুধু একটি জয় নয়, বরং শিরোপার পথে আরেকটি শক্ত বার্তা। এমবাপ্পের দুরন্ত প্রত্যাবর্তন, দেম্বেলের গোলখরা ভাঙা এবং পুরো দলের নিখুঁত পারফরম্যান্সে মরক্কোকে উড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকাপের প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল ফ্রান্স। তারা সেমিফাইনাল খেলবে স্পেন কিংবা বেলজিয়ামের বিপক্ষে।

খেললও ফ্রান্স, জিতলও ফ্রান্স। আর শিরোপার স্বপ্নটাকেও আরও উজ্জ্বল করে তুলল।

বোস্টনে ম্যাচের শুরু থেকেই ফ্রান্স ছিল চেনা আধিপত্যের সুরে। প্রতাপশালী ফুটবল তাদের ঐশ্বর্য। সেখানেই ধার রেখে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। কিন্তু মরক্কোর রক্ষণ ভাঙতে পারে না শুরুতে। ২৬ মিনিটে আর্শীবাদ হয়ে আসে পেনাল্টি। বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

## নেইমারকে ফুটবল চালিয়ে যেতে বাবার আবেগঘন বার্তা

**পরিচয় ডেস্ক:** বিশ্বকাপ থেকে ব্রাজিলের বিদায়ের পর নেইমার জুনিয়রের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। নরওয়ের বিপক্ষে হারের পর তার একটি মন্তব্যেই জোরালো হয়েছে জাতীয় দল থেকে অবসরের গুঞ্জন। আর সেই মুহূর্তে ছেলেকে ফুটবল না ছাড়ার অনুরোধ জানিয়ে আবেগঘন এক খোলা চিঠি লিখেছেন নেইমারের বাবা।

বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পর ৩৪ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড বলেছিলেন,‘আমি চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখানেই শেষ। আমার এখানকার পথচলা শেষ’

এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ বিষয়ে আর কিছু না বললেও, তার বাবা দীর্ঘ এক বার্তায় ছেলেকে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ার আহ্বান জানান। ছেলেকে উদ্দেশ্য করে তিনি লেখেন,‘বাবা, ফুটবলটা খেলেই যাও। পায়ে বল নিয়ে খেলার আনন্দটা আবার খুঁজে বের করো। মাঠে আবার হাসো। আজ তুমি সুস্থ আছ। ঈশ্বর তোমাকে বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

## বিশ্বকাপের পরই মেজর লীগ সকার (এমএলএস) শাস্তির মুখে পড়তে পারেন মেসি

**পরিচয় ডেস্ক:** বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে আর্জেন্টিনাকে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলেছেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। তবে মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি নতুন করে আলোচনায় এসেছে তার ক্লাব ক্যারিয়ার। আর্জেন্টিনা যদি ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছে যায়, তাহলে আবারও মেজর লিগ সকার (এমএলএস)-এর এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারেন আটবারের ব্যালন ডিঅরজয়ী এই তারকা। বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

## ৯৬ বছরের বিশ্বকাপ ইতিহাসে এমবাপ্পের অনন্য নজির

**পরিচয় ডেস্ক:** ফিফা বিশ্বকাপের প্রায় ৯৬ বছরের ইতিহাসে অসংখ্য ফুটবলার মাঠে নেমেছেন, কিন্তু গোল করার ধারাবাহিকতায় কিলিয়ান এমবাপ্পে নিজেকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়। বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা দুই আসরে

অন্তত ৮টি করে গোল করার কীর্তি গড়ে নতুন নজির স্থাপন করেছেন ফ্রান্সের এই তারকা ফরোয়ার্ড।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত অন্তত একটি ম্যাচ খেলেছেন ৭ হাজার ২৯৫ জন ফুটবলার। অথচ তাদের মধ্যে মাত্র ৯ জন একটি বিশ্বকাপ আসরে ৮ বা তার বেশি গোল করতে সক্ষম বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

## স্পেনের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য স্থগিতের ঘোষণা ট্রাম্পের

**পরিচয় ডেস্ক:** স্পেনের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তিনি। বুধবার (৮ জুলাই) বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ন্যাটো মিত্রদের প্রতিরক্ষা ব্যয় জিডিপির পাঁচ শতাংশে উন্নীত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে স্পেন তার এই পরামর্শ আমলে না নেয়ায় বাণিজ্য স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। এর আগে গত মার্চেও স্পেনের বিরুদ্ধে একইরকম পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এরপরও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল।

সাম্প্রতিক সম্পর্কে প্রতিরক্ষা ব্যয় ছাড়া ইরান ইস্যুতেও দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ শুরু থেকেই ট্রাম্পের এই যুদ্ধের বিরোধিতা করে এসেছেন। এমনকি মিত্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

স্বপ্নের গন্তব্যে
পরিবারকে নিয়ে
উড়ে চলুন
JFK ⇆ DHAKA
ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
www.digitaltraveltour.com
BOOK NOW 718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102

# আমেরিকাই একমাত্র শক্তিশালী বন্ধু নয়, ভারতও আছে! ভান্সকে জবাব ইজরায়েলের নেতানিয়াহুর

**পরিচয় ডেস্ক:** আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স বলেছিলেন, ইজরায়েলের একমাত্র শক্তিশালী বন্ধু দেশ আমেরিকাই। আর কোনও শক্তিশালী দেশই তাদের পাশে নেই। রবিবার ভান্সের সেই দাবি খারিজ করে দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। জানিয়ে দিলেন, এ কথা সঠিক নয়। আরও অনেক শক্তিশালী বন্ধু রয়েছে ইজরায়েলের এবং তার মধ্যে অন্যতম ভারত!

আমেরিকা বাদে শক্তিশালী বন্ধু দেশ হিসাবে একমাত্র ভারতের নামই আলাদা করে উল্লেখ করেছেন নেতানিয়াহু। দাবি, ভারত থেকে অভূতপূর্ব সমর্থন পান তিনি। রবিবার ফক্স নিউজকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহুকে ভান্সের মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ‘‘আমাদের আরও অনেক বন্ধু আছে। যেমন, ভারত নামের একটি ছোট দেশ। ওদের জনসংখ্যা ১৪০ কোটি। আমরা সেখান থেকে অভূতপূর্ব সমর্থন পাই।’’

নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর সব কথা তিনি মেনে নিতে পারবেন না। এ ছাড়া, মার্কিন প্রেসিডেন্ট

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ‘সবচেয়ে ভাল বন্ধু’ বলে উল্লেখ করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। জানিয়েছেন, এ যাবৎকালে ইজরায়েলের যত বন্ধু হোয়াইট হাউসের কুর্সিতে বসেছেন, তাঁদের মধ্যে ট্রাম্পই সেরা।

ভারত থেকে আসা অভূতপূর্ব সমর্থনের প্রতিফলন ফেসবুক-সহ অন্যান্য সমাজমাধ্যম প্ল্যাটফর্মে দেখতে পান নেতানিয়াহু। জানিয়েছেন, তাতে তিনি অভিভূত। সেই সঙ্গে এ-ও মেনে নিয়েছেন, কিছু কিছু দেশে সমাজমাধ্যমে ইজরায়েল-বিরোধিতা এখন ‘ফ্যাশনে’ পরিণত হয়েছে। তবে সেই দেশগুলির নেতারাই ফোন করে বার বার তাঁর নীতিগুলিকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং তাঁর পাশে থেকেছেন, দাবি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর। তাঁর কথায়, ‘‘সম্পর্কগুলো বাইরে থেকে দেখে যেমন মনে হয়, আসলে ঠিক তেমন নয়। আমাদের অনেক অনেক বন্ধু আছে।’’

উল্লেখ্য, ইজরায়েলের সঙ্গে হাত মিলিয়েই যৌথ ভাবে গত ফেব্রুয়ারিতে ইরান আক্রমণ করেছিল আমেরিকা। তাতে মৃত্যু হয় সে দেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের। তার পরেই পশ্চিম *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

## হরমুজে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর সার্ভিস ফি বসাচ্ছে ইরান

### বন্ধুরাষ্ট্রেরা পাবে বিশেষ সুবিধা

**পরিচয় ডেস্ক:** হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর নতুন সার্ভিস ফি বা সেবা মাশুল আরোপ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে ইরান। একই সঙ্গে তেহরান ইঙ্গিত দিয়েছে, সাম্প্রতিক সংঘাতের সময় যেসব দেশ ইরানকে সমর্থন দিয়েছিল, তারা এই ফি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার বা সুবিধা পেতে পারে।

গত শনিবার বেইজিংয়ে ওয়ার্ল্ড পিস ফোরাম (বিশ্ব শান্তি ফোরাম)-এ অংশ নিয়ে চীনে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত আবদোলরেজা রহমানি ফাজলি এই ঘোষণা দেন। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

## অনেক দেশ চুক্তি করতে গোপনে আমাকে ফোন দিচ্ছে: জেডি ভ্যান্সের সমালোচনার জবাবে নেতানিয়াহু

**পরিচয় ডেস্ক:** ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সমালোচনার কড়া জবাব দিয়েছেন। রোববার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন, বিশ্বের অনেক দেশের নেতা তার সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি করার জন্য গোপনে যোগাযোগ করছেন।

গত জুনে হোয়াইট হাউসের এক সংবাদ সম্মেলনে জেডি ভ্যান্স ইসরায়েলের কট্টরপন্থী মন্ত্রীদের কড়া সমালোচনা করেছিলেন। যারা ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে, তাদের উদ্দেশে ভ্যান্স বলেছিলেন,ওআপনাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব কী? ৯০ লাখ মানুষের একটি দেশ আপনাদের। কেবল হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আপনারা সব জাতীয় নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। ওই সম্মেলনে ভ্যান্স যুক্তরাষ্ট্রকে ইসরায়েলের একমাত্র শক্তিশালী মিত্র হিসেবে অভিহিত করেন। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

## তিন বছরের সংকট কাটিয়ে যেভাবে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা ফিরে পেল শ্রীলঙ্কা

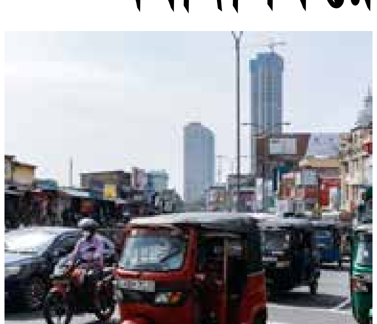

**পরিচয় ডেস্ক:** বিশ্বব্যাংকের ডেভেলপমেন্ট ডেটা গ্রুপ চলতি সপ্তাহে শ্রীলঙ্কাকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করেছে। ২০২৫ সালে দেশটির প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ শতাংশ, যা ওই বছরের জন্য বিশ্বব্যাংকের আগের ৩ দশমিক ৫ শতাংশ পূর্বাভাসের চেয়ে বেশি।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেতে মাথাপিছু জিএনআইয়ের ন্যূনতম সীমা ৪ হাজার ৪৯৬ ডলার। শ্রীলঙ্কা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও আমাদের আরও কিছু বন্ধু আছে, যেমন ভারত নামের ‘ছোট একটা দেশ’: নেতানিয়াহু

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের যুক্তরাষ্ট্রই ইসরায়েলের একমাত্র শক্তিশালী মিত্র মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ভারতের মতো আরও কয়েকটি দেশের সমর্থনও ইসরায়েল পেয়ে থাকে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজ-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেন, আমাদের আরও কিছু বন্ধু আছে, যেমন ভারত নামের ছোট

একটা দেশ। তাদের জনসংখ্যা ১৪০ কোটির বেশি, আর সেখানে আমরা অসাধারণ সমর্থন পাই।

লেবাননে ইসরায়েলের সামরিক অভিযান এবং ইরানকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হওয়া শান্তি চুক্তি ঘিরে ওয়াশিংটন ও তেল আবিবের মধ্যে মতপার্থক্য বাড়তে থাকায় এ মন্তব্য করেন তিনি।

নেতানিয়াহু বলেন, মতভেদ থাকলেও ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্সের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো। তিনি বলেন,ওতার সঙ্গে আমার খুব *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

# ২৫০ বছরে আমেরিকা: একই সঙ্গে জৌলুস আর অবক্ষয়ের দোলাচল

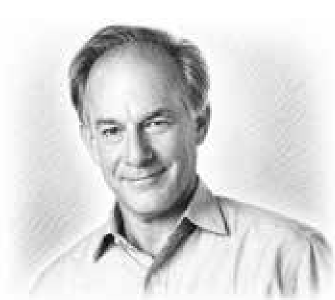

**ডেভিড ইগনাতিউস**

১৯২৫ সালের দুর্নীতিগ্রস্ত ও উন্মত্ত বিশের দশকের “রোয়ারিং টুয়েন্টিস” আমেরিকাকে দেখে কবি রবিনসন জেফার্স লিখেছিলেন, “জ্বলে ওঠো, ধ্বংসোন্মুখ প্রজাতন্ত্র”। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, আমেরিকা হয়তো “ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে।” মার্কিনীরা সেই নৈতিক পতন ও মর্যাদাহানি থেকে বেঁচে ফিরতে পেরেছিলেন, ঠিক একইভাবে বর্তমান সংকট থেকেও উত্তরণ ঘটাতে পারবেন বলে আশা করছেন। তবে তারা যখন রাষ্ট্রের ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করছেন, তখন জেফার্সের সেই দ্বিমুখী অনুভূতিই পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত: একটি জাতি হিসেবে তাদের যেমন জৌলুস আছে, তেমনি তাদের অবক্ষয়ও ঘটছে।

এই ৪ জুলাই বা আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁরা যদি নিজেদের কাছে সৎ থাকেন, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, যেসব মহান ও দৃঢ়চেতা মার্কিন নারী-পুরুষ এই বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তারা আজ দূর অতীতের এক ঐতিহাসিক স্মৃতিমাত্র। আজ মার্কিনীরা সেই ছন্নছাড়া দেশপ্রেমিকদের চেয়ে ১৭৭৬ সালের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনেরই বেশি প্রতিরূপ হয়ে উঠেছেন, যারা কি না ওই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা যে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি আদর্শ প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন- তার বদলে মার্কিনীরা আজ এমন এক জাতিতে পরিণত হয়েছেন, যেখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান আকাশচুম্বী ও ভয়ানক।

২৫০ বছর বয়সে এসে আমেরিকা এখন এমন এক প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে উপনীত দেশ, যার পতনের স্পষ্ট লক্ষণগুলো একদম অনস্বীকার্য। যে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে এবং রাজনীতিবিদদের বড় সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধান করার কোনো ক্ষমতাই যেন অবশিষ্ট নেই। শিক্ষাব্যবস্থা ধসে পড়েছে, আর মার্কিন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলও ক্রমাগত নিম্নগামী। দেশটির সামাজিক সংহতি এতটাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে যে, বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক-সামাজিক ইস্যুর তীব্র মতভেদে- অনেক মার্কিনীর কাছেই যুক্তরাষ্ট্রকে আর একক রাষ্ট্র মনে হয় না, বরং প্রায়শই মনে হয় আসলে দুটি ভিন্ন জাতি।

“দুর্নীতি কখনোই বাধ্যতামূলক ছিল না,” জেফার্স মিনতি করে বলেছিলেন। তবুও, কোনো না কোনোভাবে মার্কিনীরা এমন একজনকে দু-দুবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, যিনি নিজের রাজনৈতিক ও আর্থিক ফায়দা হাসিলের জন্য পরম উল্লাসে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তার এই মেকি প্রজাতন্ত্রের দীপ্তি নিশ্চিতভাবেই দৃশ্যমান, তবে তা যেন কেবল ফায়ারপ্লেসের ওপরের তাক বা ম্যান্টেলপিসে ছড়িয়ে-ছিটে থাকা সোনার অলংকারের চাকচিক্য মাত্র। তার আদর্শ বীররা কর ও শুল্কের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়া সেই বিপ্লবী দেশপ্রেমিকরা নন, বরং তার বীর হলো “গিল্ডেড এজ” বা স্বর্ণখচিত যুগের ধনকুবেররা এবং তাদের রক্ষণশীল শুল্কনীতি। রাজা তৃতীয় জর্জের “অত্যাচার ও ক্ষমতা খর্বক করার সেই রক্তাক্ত ইতিহাসকে যখন মার্কিনীরা একইসঙ্গে বর্জন ও স্মরণ করেন, ঠিক তখনই তিনি নিজেকে একজন রাজারূপে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চিত্রায়িত করেন।

এবং তা সত্ত্বেও, জেফার্স যেমনটা লিখেছিলেন, আমেরিকার এখনো “এক নশ্বর মহিমা” রয়ে গেছে। ওয়াশিংটনের নোংরা রাজনৈতিক পাঁক বা কাদার দলের বাইরে, সাধারণ মার্কিনিরা এখনো ঝুঁকি নিতে ও ব্যর্থ হতে ভয় পায় না; তারা জানে কীভাবে আছাড় খেয়ে পড়ে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়। তাঁরা এমন এক শক্তিশালী ও পেশিবহুল জাতি, যা অদ্ভুতভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আরও বেশি শক্তপোক্ত হয়ে উঠছে বলে মনে হয়। তাঁরা এখনো বিশ্বের সেরা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন, সেরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন এবং সেরা সঙ্গীত রেকর্ড করেন। তাঁরা হয়তো ভয়াবহ সব নেতা নির্বাচন করতে পারেন, কিন্তু জনগণ নেতাদের চেয়েও দীর্ঘজীবী এবং এসব নেতাদের সহ্য করেও টিকে থাকেন।

ফরেন পলিসিতে প্রকাশিত তাঁর এই নিবন্ধে ডেভিড ইগনাতিউস লিখেছেন, বিদেশ ভ্রমণ সাধারণত অনেক মার্কিনীকে আমেরিকার প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। গত কয়েক দশক ধরে আমি যখনই বিদেশ থেকে সাংবাদিকতা করেছি, এটা স্পষ্ট ছিল যে আমেরিকার *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

# স্বপ্নের আমেরিকায় দুঃস্বপ্নের গল্প

**মো. আব্বাস**

সাইম আহমেদ, ২৮ বছর বয়সী সিলেটের এই বাসিন্দা এক বছর আগে উন্নত জীবনের খোঁজে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ৭০ লাখ টাকা খরচ করেন। কিন্তু সেই উন্নত জীবনের খোঁজ মেলেনি।

গত শুক্রবার তিনি ৩৮ জনের সঙ্গে একটি বিশেষ মার্কিন সামরিক ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরেছেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে। সাইম বলেন, “আমি বাবার সব সঞ্চয় খরচ করেছি এবং আমাদের জমি বিক্রি করেছি। এখন জানি না কী করব।”

তিনি জানান, হিমেল ও বোরহান নামে কানাডায় থাকা দুজনের ওপর বিশ্বাস ছিল। তারা যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে দেওয়া এবং ছয় মাসের মধ্যে গ্রিন কার্ড পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

এই তরুণের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালের ২০ নভেম্বর। তাকে প্রথমে কাতার, পরে কানাডা হয়ে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া হয়।

সেদেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দুদিনের মধ্যে তিনি মুক্তি পান। ছয় মাস পর আবার গ্রেপ্তার হন। এরপর তিন মাস একটি ডিটেনশন সেন্টারে ছিলেন।

নোয়াখালীর চাটখিলের বাসিন্দা নূর হোসাইনও একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। তিনি জানান, তিনি সোহেল নামে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের সঙ্গে ৪০ লাখ টাকার চুক্তি করেছিলেন। পরে যুক্তরাষ্ট্র পৌঁছানোর জন্য আরও ২৫ লাখ টাকা দিতে বাধ্য হন।

নূর ব্রাজিল, পেরু ও বলিভিয়ার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত কলম্বিয়ায় পৌঁছান। সেখানে তাকে অন্যদের সঙ্গে ২৮ দিন ধরে একটি বাড়িতে রাখা হয়। খাবার ছিল সামান্য। ভালো পরিবেশ চাইলে দালালরা তাদের অন্যত্র নিয়ে যায়।

গুয়াতেমালায় তাদের একটি কক্ষে আটকে পেটানো হয় এবং ক্ষুধার্ত রাখা হয়। তাদের পাসপোর্ট জব্দ করা হয়। ৪২ দিন পর দালালরা হুমকি দেয়, তারা যদি চলে না যায় তাহলে তাদের গুলি করে মারা হবে।

অর্থের বিনিময়ে নূরের সঙ্গে আরও পাঁচজন বাংলাদেশি মেক্সিকান দালালের সঙ্গে একটি নতুন চুক্তি করে। ওই দালাল তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ছয় লাখ করে টাকা নেয়।

মেক্সিকোতে পৌঁছানোর পর তাদের আরেকটি দলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গত বছরের ৩ ডিসেম্বর তারা মার্কিন সীমান্ত অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

নূর ১০ মাসেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন মার্কিন কারাগারে ছিলেন। ২৮ নভেম্বর তিনি শূন্য হাতে ফিরে আসেন। তার প্রায় ৬৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

তিনি বলেন, “প্রতিটি দেশে দালালরা স্থানীয় এজেন্টদের ছবি ও নম্বর হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাত। প্রতিটি ধাপেই নতুন করে টাকা দিতে হতো।”

সাইম ও নূর দুজনই জানান, তারা কেবল একটি উন্নত ভবিষ্যৎ চেয়েছিলেন। দেশে ফেরত পাঠানোর আগে তাদের ভয়, ক্ষুধা ও কারাবাসের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল।

নূর বলেন, আমরা তাদের ওপর আস্থা রেখেছিলাম। এখন সব হারিয়েছি। আমাদের টাকা, সময়, আশা, সব শেষ। আর কেউ যেন এমন পরিস্থিতিতে না পড়েন।

তাদের সঙ্গে ফেরা বেশিরভাগ যাত্রী ৩৫ লাখ থেকে ৭০ লাখ টাকা খরচ করেছিলেন। অনেকেই তাদের শেষ জমিটুকুও বিক্রি করে যাত্রার খরচ জোগাড় করেন।

ঢাকায় অবতরণের পর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও ব্র্যাক তাদের পরিবহন সুবিধা ও জরুরি সহায়তা দেয়। দেশে ফেরত ৩৯ জনের মধ্যে ২৬ জনই নোয়াখালীর। বাকিরা কুমিল্লা, সিলেট, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জের।

চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৮৭ জন বাংলাদেশিকে নির্বাসিত করা হয়েছে।

ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের তথ্য অনুযায়ী, ৩৯ জনের মধ্যে কমপক্ষে ৩৪ জন ব্রাজিলে বৈধভাবে ভ্রমণ করেন, তারপর মেক্সিকোর পথে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন।

বাকি পাঁচজন সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে বা দক্ষিণ আফ্রিকার *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
Moin & Michael
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Attorney Michigan Only.
Attorney Michigan Only.
Attorney New Jersey Only
Attorney, Buffalo New York Only
Attorney Connecticut Only
Attorney Pennsylvania Only
WWW.MOINLAW.COM
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

# আলোচনায় বিশ্বকাপ ও কালেমাখচিত পতাকা

**শাহানা হুদা রঞ্জনা**

যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী, তাদের বুঝ হওয়ার পরই পরিবার থেকে ইসলামে মৌলিক বিশ্বাস বা সাক্ষ্যের মূল দুই কালেমা: কালেমা তাইয়্যেবা এবং কালেমা শাহাদাত শেখানো হয়। কালেমা ঈমানের মূল সাক্ষ্য। একজন প্রকৃত মুমিন এই কালেমা বিশ্বাস করেন ও অন্তরে ধারণ করেন। কিন্তু কালেমাকে পতাকায় খচিত করা হয়েছে খুব সম্প্রতি এবং তা বাংলাদেশে। এর আগে আমাদের দেশসহ বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশেও কালেমা খচিত পতাকা দেখা যায়নি। তাই প্রশ্ন উঠেছে হঠাৎ করে কেন এবং কারা বাংলাদেশে এই পতাকা উত্তোলন করছে, বিভিন্ন জায়গায় টাঙিয়ে রাখছে, পতাকা হাতে মিছিল ও সমাবেশ করছে। ঢাকাসহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় সাম্প্রতিক দিনগুলোতে এরকম মিছিল-সমাবেশ চোখে পড়েছে এবং ইস্যুটি আলোচনায় এসেছে।

এই পতাকাগুলোর কোনোটির রঙ কালো, কোনোটি সাদা। যারা পতাকা নিয়ে মিছিল করেছেন, তাদের কেউ কেউ বলেছেন এটা মুসলিমদের পতাকস্ব। অনেকে বলছেন বাংলাদেশের সবখানে বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য অন্যান্য অনৈসলামিক দেশের পতাকা টাঙানো ও মিছিল করা হচ্ছে, সেখানে তারা মুসলমানদের ইসলামের নিশানা কোনটি সেটা বোঝানোর জন্য র‍্যালি করেছেন।

কিন্তু একটি কাপড়ের ওপর জাতীয় পতাকার পাশেই কেন এই পতাকা দেয়া হচ্ছে? আমরা দেখেছি ফেসবুক লাইভে এসে একজন বিক্রেতা আরবি অক্ষরে কালেমা লেখা ও জাতীয় পতাকা এক কাপড়ের ওপর তৈরি করে অনলাইনে বিক্রি করছেন।

এ প্রসঙ্গে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি গণমাধ্যমকে বলেছেন, জাতীয় পতাকাকে বিকৃত করে কালেমা সংযুক্ত পতাকা তৈরি করে অনলাইন পেজের মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছিল। এ কার্যক্রমের পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে আসামিদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পতাকাটিকে যারা ইসলামের পতাকা বলছেন। এই পতাকা সরিয়ে ফেলার ঘটনাকে তারা বলছেন ইসলামের পতাকার অবমাননা। পতাকা নিয়ে মিছিলকে বলছেন ইসলামের পতাকার মর্যাদা রক্ষার মিছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামের পতাকা বলে কি কিছু আছে? ইসলাম ধর্মে এভাবে নির্দিষ্ট কোনো পতাকার কথা উল্লেখ নেই বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও ইসলামী গবেষক মো. আনিসুজ্জামান সিকদার। তিনি বলেছেন, ইসলামের নামে কোনো পতাকা যদি হতো, তাহলে তো আমরা সবাই সেটা ব্যবহার করতাম। এখানে কোনো উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কখনই দাবি করা হয় নাই যে, এটা বা ওটা ইসলামের পতাকা। রাসুলের জামানায় তিনি পতাকা ব্যবহার করতেন, তবে সেটা যুদ্ধের সময়। সেই পতাকা আবার একেক যুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ছিল। ইসলামের রেওয়াতে নির্ধারিত কোনো পতাকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। (বিবিসি)

ইসলামি বুজর্গরা মনে করেন সহি হাদিসে এমন কোনো নির্দেশ নেই যে মুসলিমদের জন্য একটি নির্দিষ্ট নকশার পতাকা ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধ বা অভিযানের সময় বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধের পতাকা ও ব্যানার ব্যবহৃত হতো। তবে এগুলো ছিল মূলত সামরিক বা প্রশাসনিক পতাকা, ইসলামের স্থায়ী ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কোনো পতাকা নয়।

পারমানেন্ট কমিটি ফর ইসলামিক রিসার্চ অ্যান্ড ইফতা (Permanent Committee for Islamic Research and Iftধ) ইসলামে পতাকার ব্যবহার সম্পর্কে বেশ কয়েকটি ফতোয়া প্রদান করেছে। তাদের প্রদানকৃত ফতোয়া বা মতামত অনুযায়ী ইসলামের প্রথম যুগে যুদ্ধের ময়দানে বা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের জন্য নির্দিষ্ট রঙের পতাকা যেমন সাদা, কালো বা সবুজ ব্যবহৃত হতো। তবে ইসলাম ধর্মে বিশেষভাবে কোনো নির্দিষ্ট ডিজাইন বা রঙের পতাকাকে বাধ্যতামূলক বা ইবাদতের অংশ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়নি।

কালেমা খচিত পতাকা প্রসঙ্গে তারা বলেছেন কোনো পতাকায় কালেমা তাইয়্যেবা বা আল্লাহর নাম লেখা থাকলে তা পবিত্র হিসেবে গণ্য হয়। তবে ওই পতাকার ব্যবহার নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

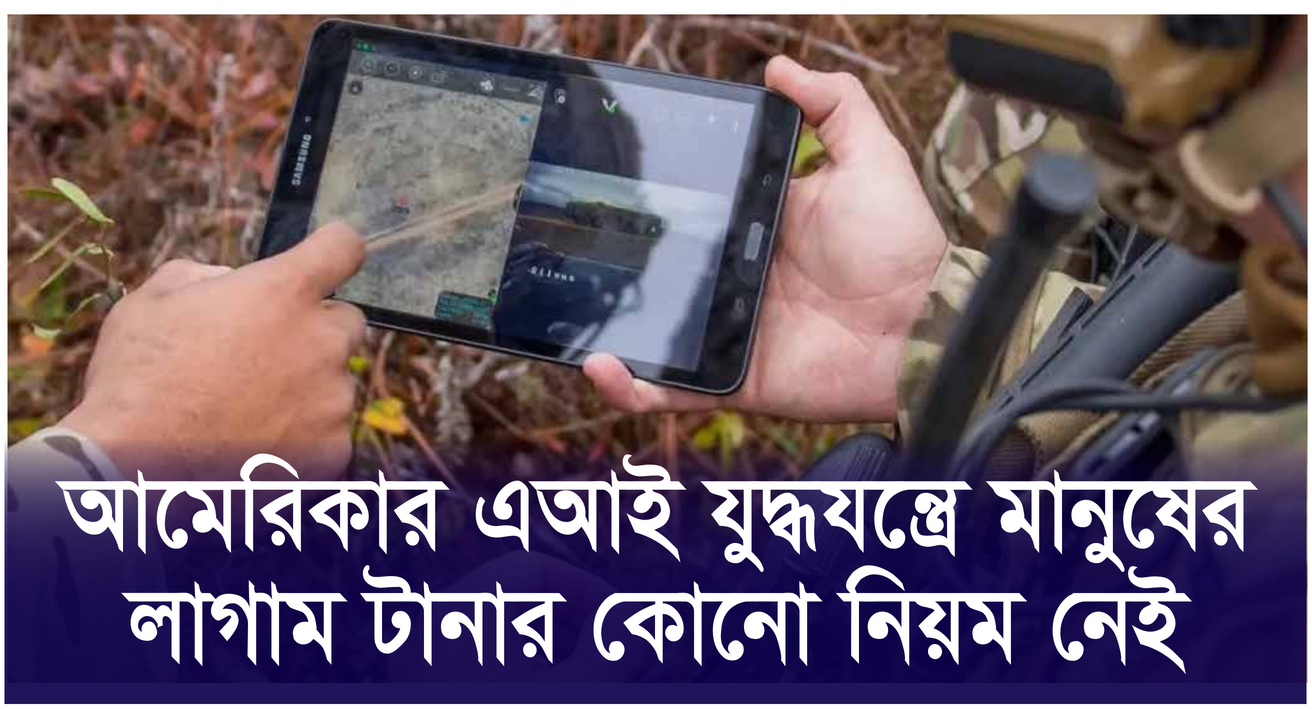

# আমেরিকার এআই যুদ্ধযন্ত্রে মানুষের লাগাম টানার কোনো নিয়ম নেই

**ব্রায়ান হাডসন**

গত মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর- পেন্টাগন যখন প্যালানটিয়ারের তৈরি ম্যাভেন স্মার্ট সিস্টেমকে তাদের একটি আনুষ্ঠানিক স্থায়ী সামরিক কর্মসূচি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এর মাধ্যমে পেন্টাগন কেবল একটি সফটওয়্যারকেই অনুমোদন দেয়নি। বরং এমন একটি এআই প্ল্যাটফর্মকে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে গ্রহণ করে, যা সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু বা টার্গেট শনাক্ত করার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ, ড্রোন, রাডার, সেন্সর এবং গোয়েন্দা প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে পারে।

ইরানের ওপর চালানো আমেরিকার সাড়ে ১৩ হাজার হামলার প্রায় সবকটিতেই এই ম্যাভেন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। এই স্থায়ী সংস্করণের মূল উদ্দেশ্য হলো- এর জন্য দীর্ঘমেয়াদি বাজেট বা তহবিল সুরক্ষিত করা এবং সমগ্র সামরিক বাহিনীতে এর ব্যবহার ছড়িয়ে দেওয়া।

পেন্টাগনের এই সিদ্ধান্তটি এমন সময়ে আসে, যখন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের মিনাবে অবস্থিত শাজারেহ তাইয়্যেবাহ বালিকা বিদ্যালয়ে চালানো হামলার তদন্ত করছিল। মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে, এই হামলার জন্য সম্ভবত মার্কিন বাহিনীই দায়ী ছিল। তবে পেন্টাগন এখনো কোনো চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। ইরানির কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্যমতে, এই হামলায় ১৫৫ থেকে ১৭৫ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই স্কুলশিক্ষার্থী এবং শিক্ষক। এখন বড় প্রশ্ন হলো- যে সামরিক ব্যবস্থাকে তথ্য প্রাপ্তি থেকে সরাসরি অ্যাকশন বা হামলায় রূপান্তরের গতি বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বেসামরিক নাগরিকদের এমন মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির পর সেই ব্যবস্থার গতি ধীর বা স্থগিত করার জন্য কেন একই রকম সুনির্দিষ্ট ও প্রকাশ্য কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই?

সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাষায়, ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার জন্য একটি এরর বাজেট (ভুল করার সর্বোচ্চ সীমা) বা সুরক্ষাকবচ থাকে। যখন কোনো পরিষেবা বা সিস্টেমের ত্রুটি একটি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সমস্যাটি পুরোপুরি চিহ্নিত এবং সমাধান না করা পর্যন্ত নতুন কোনো সংস্করণ বা রিলিজ স্থগিত রাখা হয়। যুদ্ধ অবশ্য কোনো সাধারণ সফটওয়্যার নয়।

কিন্তু ওয়াশিংটনের এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ন্ত্রিত সামরিক অভিযানে, বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট এআই টুলগুলোর ওপর সাময়িক স্থগিতাদেশ, তথ্য-উপাত্তের স্বাধীন পর্যালোচনা কিংবা হামলার পেছনে থাকা সিদ্ধান্তগুলোর কোনো প্রকাশ্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে না।

সামরিক ক্ষেত্রে এআই ব্যবহারের পক্ষে যারা সওয়াল করেন, তাদের যুক্তি হলো- এর উন্নত তথ্য ও দ্রুত বিশ্লেষণ হামলাকে আরও নিখুঁত করে তুলতে পারে। তাত্ত্বিকভাবে এটি সম্ভব। কিন্তু নিখুঁত হওয়া এমন কোনো গুণ নয় যা একটি সফটওয়্যারের মধ্যে এমনিতেই চলে আসে। এটি নির্ভর করে তথ্যের গুণগত মান ও তা কতটা হালনাগাদ বা নতুন, সিস্টেমটি ঠিক কোন জিনিসকে সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচনা করছে এবং মানুষের কাছে তার প্রদত্ত আউটপুট বা ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করার মতো পর্যাপ্ত সময় আছে কি না, তার ওপর।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনোই কোনো পুরনো বা পক্ষপাতদুষ্ট তথ্যকে পরম সত্যে রূপান্তর করতে পারে না। এটি বড়জোর ভুল তথ্যকে আরও দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে দিতে পারে।

মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) সতর্ক করে বলেছে, গাজায় ইসরায়েলের ব্যবহৃত ডিজিটাল টুল বা এআই সিস্টেমগুলো মূলত অসম্পূর্ণ তথ্য এবং আনুমানিক হিসাবের ওপর নির্ভর করেছিল, যা বেসামরিক নাগরিকদের জীবনকে আরও বেশি ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। এর মানে এই নয় যে, সামরিক ক্ষেত্রে এআই-এর প্রতিটি ব্যবহারই বেআইনি। শিক্ষাটি হলো- কোনো ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া সিদ্ধান্তের গতি যদি এআই দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে কেউ তা ধরার আগেই এর পরিণতি বহুগুণ ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।

এই ধরনের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি পরিচিত আশ্বাস দেওয়া হয় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় মানুষ তো যুক্ত থাকছেই। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

# সতর্কতায় ব্লাড ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানো সম্ভব

ব্লাড ক্যান্সার নামটি শুনলেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। একসময় ব্লাড ক্যান্সার মানেই যেন ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যু। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। ব্লাড ক্যান্সার এখন অনেকটাই চিকিৎসার আয়ত্তে চলে এসেছে। বেশ কয়েক ধরনের ব্লাড ক্যান্সার এখন হয়ে উঠেছে নিরাময়যোগ্য। ব্লাড ক্যান্সার এবং সেটির চিকিৎসা নিয়ে অনেকের অনেক ধরনের জিজ্ঞাসা থাকে। অনেক ভুল ধারণা, মিথ্যা, গুজবও থাকে।

## ব্লাড ক্যান্সার কী?

ব্লাড ক্যান্সার হলো রক্ত কোষের ক্যান্সার। লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা ও মায়োলোমা-প্রধানত এই তিনটি ক্যান্সারই হলো ব্লাড ক্যান্সার। রক্ত কোষ তৈরি হয় বোন ম্যারো বা অস্থিমজ্জায়। তৈরির পর কয়েকটি ধাপে কোষগুলো পরিণত হয়ে তারপর রক্তপ্রবাহে আসে। যদি কোনো কারণে এই কোষগুলো অতিমাত্রায় বিভাজিত হয় এবং ঠিকভাবে পরিপক্ব না হয়ে রক্তপ্রবাহে চলে আসে, তখন এরা শরীরের কোনো কাজে তো আসেই না, উল্টো নানা ধরনের উপসর্গ তৈরি করে। মূলত নানা ধরনের শ্বেত রক্তকণিকাই এতে আক্রান্ত হয় বেশি।

## কারণ

ব্লাড ক্যান্সার কেন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। নানা ধরনের তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব, রাসায়নিক বর্জ্য, ধূমপান, কৃ ত্রিম রং, কীটনাশক, ভাইরাস ইত্যাদিকে দায়ী করা হয়। এগুলোর প্রভাবে জিনে মিউটেশন ঘটে যায় ও কোষ বিভাজনে অস্বাভাবিক উল্টাপাল্টা সংকেত প্রবাহিত হয়। তখন কোষ বিভাজনে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, অপরিণত অস্বাভাবিক কোষ রক্তপ্রবাহে চলে আসে।

## ব্লাড ক্যান্সার কি ছোঁয়াচে?

ব্লাড ক্যান্সার ছোঁয়াচে বা সংক্রামক নয়। এটি ছোট-বড় যে কারো হতে পারে। এটা রক্তবাহিত, যৌনবাহিত, পানিবাহিত এমন কিছুই নয়। রোগীর সঙ্গে থাকলে, তাকে স্পর্শ করলে, খাবার খেলে, তার রক্ত গায়ে লাগলে, তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করলে এই রোগ ছড়াবে না।

## লক্ষণ

জ্বর, রক্তশূন্যতা, ত্বকে র‍্যাশ, হাড়ে ব্যথা, দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত যাওয়া-এসব লক্ষণগুলো একসঙ্গে দেখা দিলে সাবধান হয়ে যাবেন। সন্দেহ করতে পারেন যে আপনার ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে।

## ব্লাড ক্যান্সারের প্রকারভেদ

সাধারণত ব্লাড ক্যান্সারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি হলো অ্যাকিউট বা তীব্র এবং অন্যটি হলো ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী। তীব্র ব্লাড ক্যান্সারের ফলে শরীরে হঠাৎ অপরিণত শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। যেটি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এটি দুই ধরনের হতে পারে-তীব্র মাইলয়েড লিউকেমিয়া এবং তীব্র লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া।

অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী ব্লাড ক্যান্সারের ফলে দেহে তুলনামূলকভাবে পরিণত শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। মূলত ৫০-৬০ বছর বয়সীদের মধ্যে এই রোগটি প্রায়ই দেখা যায়। এটিও দুই প্রকারের হতে পারে, দীর্ঘস্থায়ী মাইলয়েড লিউকেমিয়া এবং দীর্ঘস্থায়ী লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া।

অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়ায় সাধারণত প্লীহা, যকৃৎ বড় হয়ে যায়, অর্গান বড় হয়ে যায়, কিন্তু অ্যাকিউট মায়েলয়েড লিউকেমিয়ায় এ ধরনের কিছু দেখা যায় না। অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া যেটাকে আমরা বলি এএলএল, এটা কম বয়সীদের বেশি হয়। যেমন-শিশু-বালকদের বেশি হয় আর অ্যাকিউট মায়েলয়েড লিউকেমিয়া একটু বেশি বয়স্কদের হয়।

অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়ায় রক্তক্ষরণ একটু কম, তবে অ্যাকিউট মায়েলয়েড লিউকেমিয়ায় তুলনামূলক একটু বেশি।

এ ছাড়া আরো এক ধরনের ব্লাড ক্যান্সার দেখা যায়। যেটি শরীরের লিম্ফোনোডকে আক্রান্ত করে। একে লিম্ফোমা বলে। লিম্ফোমা প্রায় ৪৫ ধরনের হতে পারে। এর কয়েকটি লক্ষণ হলো-ঘাড়, কুঁচকির মতো শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে যাওয়া। মায়েলোমা হলো প্লাজমা কোষের ক্যান্সার। এই ক্যান্সারের উৎপত্তি রক্ত থেকে হলেও তা মূলত শরীরের হাড়কে আক্রান্ত করে।

## নিশ্চিত হবেন কিভাবে?

রক্তের ফিল্ম বা পিবিএফ পরীক্ষা করলেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগ বোঝা যায় লিম্ফোব্লাস্টিক নাকি মায়েলয়েড? তবে নিশ্চিত হতে হলে বোনম্যারো পরীক্ষা করতে হবে। ফ্লো সাইটোমেট্রি বা ইমিউনোফেনোটাইপ সরকারি হাসপাতালে করা যায়। এগুলো হলো নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা।

সাইটোজেনেটিকস করা হয় রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের জন্য। ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। রোগীর ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু, কী চিকিৎসা তার জন্য ভালো হবে এসব।

## চিকিৎসা

ব্লাড ক্যান্সারের মূল চিকিৎসা হলো কেমোথেরাপি। এ ছাড়া ইমিউনোথেরাপি এবং ক্ষেত্রবিশেষে রেডিওথেরাপিও প্রয়োগ করা হয়। ক্রনিক লিউকেমিয়ায় টারগেটেড থেরাপি বেশ কার্যকর। চিকিৎসার চিত্রটাই বদলে দিয়েছে নতুন নতুন টারগেটেড থেরাপির আবিষ্কার। এর সঙ্গে সাপোর্টিং চিকিৎসা হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিফাংগাল, অ্রান্টিভাইরাল, রক্ত পরিসঞ্চালন ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়।

বোন ম্যারো প্রতিস্থাপন হলো তুলনামূলক কার্যকর ব্যবস্থা। তবে এই চিকিৎসা এখনো যথেষ্ট ব্যয়বহুল।

# গ্যাস্ট্রোপেরেসিস : খাবার হজম না হওয়ার সমস্যা

পরিচয় ডেস্ক: পরিপাক নলের মধ্য দিয়ে খাবার খুব ধীরে চলাচল করলে হজম না হওয়ার সমস্যা প্রকট হতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে গ্যাস্ট্রোপেরেসিস। ব্রিটেনে ১৭ বছর বয়সী এক মেয়ের হয়েছিল এই অসুখ। তিন বছর বয়স থেকেই মেয়েটির পেটে খুব ব্যথা হতো। ডাক্তার দেখানোর পরও সুরাহা হলো না। বয়স ১৭ হওয়ার পরও সমস্যা কমল না। শুধু চিকেন স্ট্যু ও পাস্তা খেয়ে বেঁচে ছিল মেয়েটি। অন্য কোনো খাবার তার হজম হতো না। বমি হয়ে যেত। গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজিস্টের কাছে গেলে রোগটি শনাক্ত হয়। কষ্টদায়ক এই রোগের নাম গ্যাস্ট্রোপেরেসিস (পাকস্থলীর পক্ষাঘাতগ্রস্ততা)। আমেরিকায় এ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫০ লাখ। আমাদের দেশেও রোগটির অস্তিত্ব রয়েছে।

**লক্ষণ :** পেট ব্যথা, বমি ভাব, কিছু খেলেই বমি, পেট ভার ভার

অল্প খেলেই পেট ভরে যাওয়ার অনুভূতি হয়। এই রোগে পাকস্থলী খুব ধীরে খালি হয়। ক্রনিক এই রোগে পাকস্থলীর পেশিগুলো ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না।

যে পেশিগুলোর খাবারকে পাকস্থলী থেকে অন্ত্রে নিয়ে যাওয়ার কথা, সেগুলো হয়ে যায় অবশ। তাই অন্ত্রে খাবার পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে।

# এক গ্লাস দুধে কোন কোন পুষ্টি উপাদান মেলে?

পরিচয় ডেস্ক: দুধ এমন এক ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ খাবার যে শুধুমাত্র দুধ খেয়েই বেশ কয়েকদিন দিব্যি বেঁচে থাকা যায়। দুধে ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন বি ১২ এর মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। প্রতিদিন এক গ্লাস দুধ খেলে অনেক ধরনের রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব। এক গ্লাস, অর্থাৎ ২৫০ মিলি দুধে কী পরিমাণ খনিজ ও ভিটামিন রয়েছে জানেন?

**ভিটামিন ডি :** সানশাইন ভিটামিন হিসেবে পরিচিত ভিটামিন ডি হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শরীরকে ক্যালসিয়াম শোষণ করতে সাহায্য করে, হাড়কে শক্তিশালী এবং সুস্থ রাখে। আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিকাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি গ্রহণ বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের অস্টিওপোরোসিস এবং ফ্র্যাকচারের ঝুঁকি কমায়।

**ক্যালসিয়াম :** সম্ভবত দুধের সবচেয়ে সুপরিচিত পুষ্টি উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম। ২৫০ মিলি দুধে প্রায় ৩০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে, যা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য দৈনিক চাহিদার প্রায় ৩০ শতাংশ। শক্তিশালী হাড় এবং দাঁত বজায় রাখার জন্য ক্যালসিয়াম অপরিহার্য। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (এনআইএইচ) বলছে, ক্যালসিয়াম পেশী ফাংশন, স্নায়ু সংকেত এবং হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ভূমিকা পালন করে।

**ভিটামিন বি ১২ :** এক গ্লাস দুধে প্রায় ১.২ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন বি ১২ পাওয়া যায়। এক গ্লাস দুধ খেলে দৈনিক চাহিদার প্রায় ৫০ শতাংশ ভিটামিন বি ১২ মিলবে। সুস্থ স্নায়ু কোষ বজায় রাখতে এবং ডিএনএ তৈরির জন্য অত্যাবশ্যক এই ভিটামিন।

# প্রতি দিন ১৫ মিনিটের হাঁটাহাঁটি বদলে দিতে পারে অনেক কিছু

পরিচয় ডেস্ক: আলস্য ছেড়ে মাত্র ১৫ মিনিটের হাঁটাহাঁটি জীবনে নিয়ে আসতে পারে বদল। ভাল থাকতে গেলে শরীর-মন, দুই-ই ভাল থাকা দরকার। ব্যস্ত জীবনে যদি সে ভাবে শরীরচর্চা করা না-ও যায়, ১৫ মিনিট সময় বের করা কি খুব কঠিন হবে? সেই ১৫ মিনিটে বরং বেরিয়ে পড়ুন হাঁটতে।
দিনের শুরুতে হলেই বেশি ভাল। তবে তা সম্ভব না হলে যে কোনও সময় এই হাঁটাহাটিটা খুব জরুরি। কেন, সেটাই জেনে নিন।
হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখে: হাঁটা একটি সরল ব্যায়াম। এতে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। দিনে মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটাই একটু হলেও কমিয়ে দিতে পারে হৃদ্রোগের ঝুঁকি। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও শরীর সচল রাখতে নিয়মিত হাঁটা খুব জরুরি। মন ভাল রাখে- মাঝেমধ্যেই এমন হয় যে, কোনও কিছুই ভাল লাগছে না বা কাজ করে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সেই সময় যদি একটু হাঁটা যায়, বদল হবে মনের অবস্থার। কারণ, হাঁটলে এন্ড্রোফিনের মতো হরমোন নির্গত হয়, যা মনকে খুশি রাখতে সাহায্য করে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পর্যবেক্ষণ, নিয়মিত হাঁটহাটি অবসাদ ও উদ্বেগের মতো মানসিক সমস্যা দূরে রাখতে সাহায্য করে।
মস্তিষ্ককে সচল রাখে: নিয়মিত হাঁটায় মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও বাড়ে। মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটাই স্মৃতিশক্তি বাড়াতে পারে। অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
ওজন নিয়ন্ত্রণ সাহায্য করে: ওজন কমানোর জন্য অনেকেই হাঁটাহাঁটিকে গুরুত্ব দেন। নিয়মিত হাঁটাহাটি স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। শুধু তা-ই নয়, ক্যালোরি ক্ষয় করতেও সাহায্য করে হাঁটা। যা ওজন কমানো বা নিয়ন্ত্রণের জন্য খুব প্রয়োজন।
তরতাজা করে তোলে: খানিকটা হাঁটহাটি মন ও শরীরকে চাঙ্গা করে তোলে। হাঁটলে শরীরে অক্সিজেন তুলনায় বেশি যায়। সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল ভাবে হয়। এই বিষয়গুলি শরীর ও মন তরতাজা করে তোলে।
পেশি ও হাড় মজবুত করে: নিয়মিত হাঁটাহাটিতে যে হেতু পেশি থেকে হাড়, সব কিছুরই ব্যায়াম হয়, তাই সেগুলিও মজবুত হয়ে ওঠে।
ঘুম ভাল হয়: শুলেই যাঁদের ঘুম আসে না, সাধ্যসাধনার দরকার হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে এই হাঁটা খুব উপকারে আসে। দিনে অন্তত ১৫ মিনিট হাঁটলেও শরীরে শক্তি ক্ষয় হয়। তার জেরেই ঘুম ভাল হয়।

# রক্তে কোলেস্টেরল বাড়লে কী করবেন?

পরিচয় ডেস্ক : সময় বাঁচাতে কেনা খাবারের প্রতি নির্ভর করে থাকছেন অনেকে। এখন তো দোকানে গিয়ে কেনার ঝামেলাও নেই। খাবার অর্ডারের নানা অ্যাপ আছে। অর্ডার করলে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায় খাবার। সেসব খাবার সুস্বাদু, সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাস্থ্যকর কি? পিজ্জা, বার্গার, স্যান্ডুইচসহ নানা জাঙ্ক ফুড বা ফাস্ট ফুড এখন ঢুকে গেছে আমাদের প্রতিদিনের খাবারের তালিকায়। সেইসঙ্গে দাওয়াত কিংবা পার্টিতে নানা মুখরোচক খাবার তো আছেই।
সুস্থ থাকার জন্য যেসব খাবার জরুরি, সেসবের বদলে আমরা খাচ্ছি এমন খাবার যেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী নয়। বেশিরভাগই পুষ্টিকর নয়। তেল-মশলা ও চর্বি নিয়মিত পেটে যাওয়ার কারণে শরীরে জমতে থাকে চর্বি। ফলে বাড়তে থাকে কোলেস্টেরল। সেখান থেকে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের মতো দুর্ঘটনাও অস্বাভাবিক নয়। এরকমটি ঘটছে অনেক ক্ষেত্রেই। সুস্থ থাকতে চাইলে শরীরে কোনোভাবেই কোলেস্টেরল বাসা বাঁধতে দেওয়া যাবে না।

# রাতের কোন অভ্যাসে কোলেস্টেরল বাড়ে?

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেরই কোলেস্টেরলের সমস্যা রয়েছে। আজকাল অল্প বয়সীদের মধ্যেও এ সমস্যা বাড়ছে। চিকিৎসকদের মতে,কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে না রাখলে নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। শুধু ওষুধ খেয়ে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা না করে খাওয়াদাওয়াতেও বদল আনতে হবে।
কোলেস্টেরল ভালো (এইচডিএল) ও খারাপ (এলডিএল) দু'রকমই হয়। খারাপ কোলেস্টেরল বেশি থাকলে হৃদরোগ, কিডনির রোগ হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। কোলেস্টেরল বেশি মানেই হচ্ছে ওজন বেড়ে যাওয়া । বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমরা রাতে কী খাচ্ছি, কতটা খাচ্ছি, তার উপরেও নির্ভর করছে অনেক কিছু। রাতে আমরা এমন কিছু খাচ্ছি, যাতে হিতে বিপরীত হচ্ছে।
রাত জেগে কাজ করতে হয় যাদের, তারাও না বুঝেই এই ভুলটা করে চলেছেন দিনের পর দিন। কিছু কিছু অভ্যাস বদলালে খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

# রান্নাবান্না

## জাফরান চিকেন কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে ঘরোয়া আয়োজনে রাখতে পারেন বিশেষ এই পদ চলুন জেনে নেয়া যাক রেসিপি...

উপকরণ: মুরগির মাংস ৫০০ গ্রাম, বেরেস্তা ৩ চা চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা আধা কাপ,পোস্ত ১ চা চামচ, জায়ফল গুঁড়া আধা চা-চামচ, জয়ত্রী গুঁড়া আধা চা-চামচ, ফ্রেশ ক্রিম আধা কাপ, দুধ আধা কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ, দুধে ভেজানো জাফরান ২ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ৩ টি, কেওড়া জল ১ চা চামচ।

প্রস্তুত প্রণালী: প্রথমে প্যানে ঘি গরম করে আস্ত মসলা, ফোড়ন দিয়ে ভেজে নিন। এরপর তাতে মাংস দিয়ে আরও একবার ভাজুন। আলাদা একটি পাত্রে পেঁয়াজ বাটা, বেরেস্তা, আদা বাটা, রসুন বাটা, জায়ফল ও জয়ত্রী, পোস্ত, লবণ ভালো করে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন।
মাংসের উপর ঢেলে দিন মসলার মিশ্রণ। তারপর ভালো করে নেড়ে নিন। এবার ঢেকে কষিয়ে রান্না করুন মাঝারি আঁচে। এরপর হালকা গরম পানি দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে ক্রিম ও দুধ মিশিয়ে নিন। দেখবেন একটু পর মাংসের গ্রেভি অনেক ঘন হয়ে গেছে।
এরপর জয়ত্রী ও জায়ফল, চিনি ও জাফরান ভেজানো দুধ মিশিয়ে দিন। উপর থেকে কেওড়াজল ছড়িয়ে দিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেল জাফরান চিকেন কোরমা। রুটি পরোটা কিংবা ভাত পোলাও সব কিছুর সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যাবে জাফরান চিকেন কোরমা।

## শাহী খিচুড়ি

পরিচয় ডেস্ক: খাবারে শাহী স্বাদ মানেই রাজকীয় একটা আমেজ। উৎসব-আয়োজনে শাহী স্বাদের নানা খাবার তৈরি করা হয়। শাহী রোস্ট, শাহী পোলাও কিংবা শাহী কোর্মা তো তৈরি করে খাওয়াই হয়, চাইলে তৈরি করতে পারেন শাহী খিচুড়িও। খিচুড়ি এমনিতেই একটি সুস্বাদু খাবার। এর সঙ্গে শাহী স্বাদ যোগ হলে তা সবার মন জয় করবে সহজেই। চলুন জেনে নেওয়া যাক শাহী খিচুড়ি তৈরির রেসিপি-
তৈরি করতে যা লাগবে: পোলাওয়ের চাল- আধা কেজি, মুগ ডাল- ১ পোয়া, আলু- ১ কাপ, পনির- ১ কাপ, মটরশুঁটি- ১ কাপ, ফুলকপি- ১ কাপ, গাজর (টুকরা করা)- ১ কাপ, ঘি- ১ কাপ, কাজু বাদাম- ১২-১৫টি, কিশমিশ- ১০০ গ্রাম, আদা কুচি- ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া- ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া- ১ টেবিল চামচ, গরম মসলা গুঁড়া- ১ টেবিল চামচ, জিরা বাটা- ১ টেবিল চামচ,চিনি- ১ টেবিল, চামচ,টমেটো কুচি- ১ কাপ, তেজপাতা- ২টি, দারুচিনি/এলাচ- ২টি করে, লবণ- পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ- ১০-১২টি ও ধনিয়া পাতা কুচি- ১ কাপ।
যেভাবে তৈরি করবেন: প্রথমে চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। এরপর একটি শুকনা কড়াইতে মুগ ডাল ভালো করে ভাজুন। ভাজা হয়ে গেলে পানিতে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে ফেলুন। এবার সব সবজি চার কোনা করে কেটে লবণ দিয়ে ওই ঘিতে ভেজে ফেলুন। এরপর যে পাত্রে খিচুড়ি বসাবেন তাতে ঘি দিয়ে গরম মসলাগুলো দিয়ে ভাজুন, এরপর তাতে চাল ও ডাল দিয়ে হলুদ ও মরিচ গুঁড়া, জিরা বাটা বা গুঁড়া ও লবণ দিয়ে ভাজুন।
ভাজা হয়ে গেলে ফুটানো গরম পানি দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন। চাল, ডাল ফুটে উঠলে সবজিগুলো দিয়ে তার সঙ্গে চিনি, গরম মসলার গুঁড়া, কাঁচা মরিচ, কাজু বাদাম, কিশমিশ দিয়ে কিছুক্ষণ দমে রেখে রান্না করুন। শেষে খিচুড়ির ওপর ঘি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন শাহি খিচুড়ি।

# চিংড়ির সর্ষে পোলাও

পরিচয় ডেস্ক: চিংড়ি দিয়ে যেসব মজাদার খাবার তৈরি করা যায়, চিংড়ি পোলাও তার মধ্যে অন্যতম। এটি তৈরি করার পদ্ধতি সহজ এবং খেতেও সুস্বাদু। তবে কেবল চিংড়ি নয়, সঙ্গে সরিষা যোগ করে তৈরি করতে পারেন নতুন একটি পদ। সেটি হলো চিংড়ির সর্ষে পোলাও। যেকোনো উৎসব-আয়োজনে এই পদ তৈরি করে সবাইকে চমকে দিতে পারেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক চিংড়ির সর্ষে পোলাও তৈরির রেসিপি-

তৈরি করতে যা লাগবে: চিংড়ি- আধা কেজি, পেঁয়াজ কুচি- এক কাপ, সরিষা বাটা- এক টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ- ৪-৫টি, লবণ- স্বাদমতো, পোলাওয়ের চাল- আধা কেজি, আদাবাটা- ১ টেবিল চামচ, দারুচিনি- ২ টুকরা, এলাচ- ৪টি, লবঙ্গ- ৪-৫টি ও তেজপাতা- ২টি

যেভাবে তৈরি করবেন:চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। এবার কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ, সরিষা বাটা ও কাঁচা মরিচ আর চিংড়ি দিয়ে মাছ ভেজে তুলে রাখুন। এবার পোলাও রান্নার জন্য কড়াইয়ে কিছুটা তেল, কাঁচা মরিচ, তেজপাতা, দারুচিনি, আদা বাটা, এলাচ ও চাল দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন। তার পর ৩-৪ কাপ গরম পানি ও লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ুন। প্রথম ৫ মিনিট মাঝারি এবং ১৫ মিনিট মৃদু আঁচে ঢাকনা দিয়ে দমে রাখুন। ঢাকনা খুলে ভাজা চিংড়ি মাছ মিশিয়ে আরও কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন। চাল সেদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে পরিবেশ করুন চিংড়ি পোলাও।

# পুরান ঢাকার বিখ্যাত তেহারি

পরিচয় ডেস্ক: স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী তেহারি। অতিরিক্ত মসলার ব্যবহার নয়, বরং পরিমিত মসলাতেই তেহারি হয় পারফেক্ট। কীভাবে পুরান ঢাকার মতো মজার তেহারি রান্না করবেন? রেসিপি জেনে নিন।

৩ কাপ পোলাওয়ের চালের জন্য নিন ২ পাউন্ড গরুর মাংস। চর্বি ও হাড়সহ নেবেন মাংস। এবার তেহারির জন্য বিশেষ একটি মসলা বানিয়ে নিন। ১ টেবিল চামচ এলাচ, ২ ইঞ্চি মাপের ২ টুকরা দারুচিনি, একটি মাঝারি সাইজের জয়ফল, ২টি জয়ত্রী ও আধা চা চামচ সাদা গোলমরিচ একসঙ্গে গুঁড়া করে নিন। প্রতি কেজি মাংসের জন্য ১ টেবিল চামচ পরিমাণ মসলা ব্যবহার করবেন।

মাংস ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিতে হবে। চাল ভালো ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে নিন। ছাঁকনির ওপরে কিছুক্ষণ চাল ছড়িয়ে রাখুন যেন পানি ঝরে যায় পুরোপুরি।

মাঝারি আঁচে পৌনে ১ কাপ সরিষার তেল গরম করে পৌনে দুই কাপ পেঁয়াজ হালকা করে ভেজে নিন। বেরেস্তার মতো সোনালি করে ভাজতে হবে না, একটু লালচে ভাব হলেই হবে। তারপর এতে ৩ চা চামচ আদা বাটা, ২ চা চামচ রসুন বাটা ও স্বাদ মতো কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে ১ মিনিট কষিয়ে নিন।

তেহারির মসলা ও স্বাদ মতো লবণ দিয়ে আবার একটু কষিয়ে নিয়ে মাংস ও ১/৪ কাপ টক দই দিয়ে দিন। ৪ থেকে ৫ মিনিট মাঝারি আঁচে কষিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিন বাড়তি পানি দেবেন না। মাংস থেকে বের হওয়া পানিতেই মাংস প্রায় সেদ্ধ হয়ে যাবে। তারপরও যদি মনে হয় মাংস শক্ত আছে, তাহলে ১ কাপ বা মাংস সেদ্ধ হতে যতটুকু পানি লাগে তা দিয়ে দিয়ে ঢেকে দিন। খেয়াল রাখবেন মাংস যেন গলে না যায়।

মাংসের ঝোল শুকিয়ে মসলা মাখা মাখা হলে এবং তেল বের হলে একটা ঝাঁঝরি চামচ দিয়ে তেল মসলা থেকে মাংসগুলো তুলে নিন। তারপর ওই তেল মসলার মধ্যেই আগে থেকে ধুয়ে নিংড়ে রাখা চালগুলো ঢেলে ৪/৫ মিনিট ধরে একটু ভুনে নিন। কিছুক্ষণ ভুনে লবণ, ১ কাপ দুধ ও ৫ কাপ গরম পানি দিন। পানি ফুটে উঠলে তুলে রাখা মাংস দিয়ে মিশিয়ে দিন।

উচ্চ তাপে বলক আসা পর্যন্ত রান্না করুন। কিছুক্ষণ পর পানি কমে আসলে আস্ত কাঁচামরিচ, কিসমিস, ও স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিন। ২০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে চিনি ও কেওড়াজল ছিটিয়ে হালকা করে নেড়ে আবার ১০ মিনিটের জন্য ঢেকে দিন। এরপর চুলা বন্ধ করে দেবেন। ১০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে পরিবেশন করুন গরম গরম।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
GHOROA RESTAURANT
the taste of home
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com
Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

# SHSAT Summer Add-Ons

## Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round - 2 Days/Week

### Workshop Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer - 4 Days/Week

### Bootcamp Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

**5,005+**

Students placed in Specialized High Schools.

**Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com**

# এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

## বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

**একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।**

**প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?**

## কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

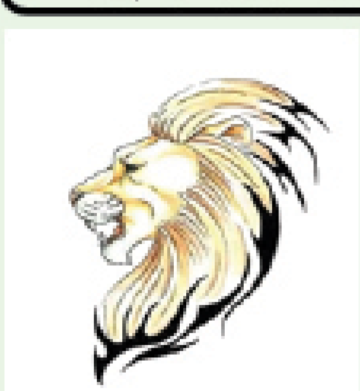

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

## ছয় মাসে সীমান্তে

৮ পৃষ্ঠার পর

হয়েছেন। একই সময়ে একজনকে বিএসএফ অপহরণ বা আটক করেছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে বিএসএফের ধাওয়া খেয়ে কারও মৃত্যুর ঘটনা রেকর্ড হয়নি। একই সঙ্গে অপহরণ বা আটক হওয়ার পর কাউকে ফেরত দেওয়ার ঘটনাও এই সময়ে নথিভুক্ত হয়নি।

প্রতিবেদনটিতে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ সীমান্তাঞ্চলের ঘটনাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আসক জানিয়েছে, দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

## ৪২ বছরের ইতিহাসে

৮ পৃষ্ঠার পর

চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১২ দশমিক ৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

বুধবার (৮ জুলাই) ভোর থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিতে নগরীর বিভিন্ন নিচু এলাকায় পানি জমে জনদুর্ভোগ দেখা দিয়েছে। কোথাও হাঁটু, কোথাও কোমর সমান পানি জমে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। এতে অফিসগামী মানুষ, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পথচারীদের দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ বশির আহমদ বলেন, টানা ভারী বর্ষণে চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১২ দশমিক ৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, এটি গত ৪২ বছরের মধ্যে বন্দরনগরীতে এক দিনে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের রেকর্ড। ভারী বর্ষণের কারণে নগরীর নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।

সরেজমিন দেখা যায়, আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, বাদামতলী, বাকলিয়া, চান্দগাঁও, মোহরা, কাতালগঞ্জ, হালিশহর, পতেঙ্গা, চকবাজার ও বন্দর এলাকার নিম্নাঞ্চলে বিভিন্ন সড়কে পানি জমে আছে। অনেক স্থানে সড়ক ও ড্রেন একাকার হয়ে যাওয়ায় যানবাহন ধীরগতিতে চলাচল করছে। কিছু এলাকায় ছোট যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ভারী বৃষ্টির কারণে অনেক বাসাবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেও পানি ঢুকে পড়েছে।

আবহাওয়া অফিস জানায়, মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থ াকায় আগামী কয়েক দিন ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ অব্যাহত থাকতে পারে। ফলে জলাবদ্ধতা ও পাহাড়ধসের ঝুঁকি বজায় থাকবে।

এদিকে, জলাবদ্ধতা নিরসনে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় খাল, নালা ও ড্রেন পরিষ্কার এবং পানি নিষ্কাশনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কর্মকর্তারাও মাঠে রয়েছেন।

টানা বৃষ্টির কারণে পাহাড়ঘেঁষা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি প্রয়োজন হলে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অপ্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়ার এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরের সর্বশেষ পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ভারী বৃষ্টির কারণে সম্ভাব্য জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য ঝুঁকি এড়িয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসন থেকে।

এর আগে, মঙ্গলবার নগরীর পাঁচলাইশ এলাকায় পাহাড়ের পাদদেশে দেওয়াল ধসে শফিকুল ইসলাম নামে একজন নিহত ও আরও চারজন আহত হয়েছেন।

## জুনে কমে দাঁড়িয়েছে

১০ পৃষ্ঠার পর

মাসে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট) মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৯ দশমিক ১৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর আগের মাস মে-তে এই হার ছিল ৯ দশমিক ৪২ শতাংশ।

বিবিএসের মাসিক মূল্যস্ফীতির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, জুন মাসে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত- উভয় খাতেই মূল্যস্ফীতির হার কমেছে। জুন মাসে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৬০ শতাংশে, যা মে মাসে ছিল ৯ দশমিক ০৬ শতাংশ। অন্যদিকে, খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি মে মাসের ৯ দশমিক ৭১ শতাংশ থেকে সামান্য কমে জুনে ৯ দশমিক ৬১ শতাংশ হয়েছে।

তবে চলতি বছরের চিত্র গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত বছরের জুনে (২০২৫) সাধারণ মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশ, যা এ বছরের জুনে বেড়ে ৯ দশমিক ১৬ শতাংশ হয়েছে।

এছাড়া এক বছরের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যস্ফীতিও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০২৫ সালের জুনে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ, যা ২০২৬ সালের জুনে ৮ দশমিক ৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯ দশমিক ৬১ শতাংশ হয়েছে।

এদিকে, ১২ মাসের চলন্ত গড় মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে উন্নতির চিত্র দেখা গেছে। বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী, জুলাই ২০২৫ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৬৮ শতাংশ। এর আগের বছরের একই সময়ে (জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫) এই গড় হার ছিল ১০ দশমিক ০৩ শতাংশ। অর্থাৎ বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি আগের বছরের তুলনায় কিছুটা কমেছে।

## উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ঋণের

১০ পৃষ্ঠার পর

এবং আগামী বছরগুলোতে ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের দায় বাড়বে।

এসবের মধ্যে নানা উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ধীরগতিতে হওয়ায় উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থছাড়ও কমেছে, একইসঙ্গে কমেছে নতুন ঋণ ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি। এই অবস্থা বিদ্যমান থাকলে ভবিষ্যতে এটি বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

বাণিজ্য খাতেও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ৫৮টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। অন্যদিকে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতেও খরা বিরাজ করছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক রপ্তানির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সংশ্লিষ্টরা এর কারণ হিসেবে বৈশ্বিক সংঘাত, মূল্যস্ফীতি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাকে দায়ী করেছেন। অথচ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস এই তৈরি পোশাক খাত। ফলে এ খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখা সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে বিপুল ঋণ পরিশোধের চাপের মধ্যে ব্যাংক খাত শক্তিশালী করতে বাংলাদেশকে ৪৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক। এর পাশাপাশি সরকার তেল, গ্যাস ও সার কেনার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স করপোরেশনের আইটিএফসি থেকে ২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার ঋণ নেবে।

আবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে তিন বছর মেয়াদি ঋণের আবেদন করেছে বাংলাদেশ সরকার। কোনো দেশ অর্থনৈতিকভাবে চাপের মুখে পড়লে আইএমএফের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করে। এখন দেখার বিষয় আইএমএফ বাংলাদেশকে ঋণ দিতে রাজি হয় কি না। কেননা বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের পতনের পর ২০২৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকার আইএমএফের কাছ থেকে ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণের চুক্তি করেছিল। ২০২৫ সালের জুনে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সেই ঋণের আকার বাড়িয়ে ৫৫০ কোটি ডলার করা হয়। অনুমোদিত ওই ঋণ কর্মসূচির আওতায় পাঁচ কিস্তিতে বাংলাদেশ মোট ৩৬৪ কোটি ডলার পেয়েছে। কিন্তু ষষ্ঠ কিস্তির অর্থছাড় নিয়ে প্রায় এক বছর ধরে আলোচনা চললেও শেষ পর্যন্ত তা পাওয়া যায়নি শর্ত পূরণ না হওয়ায়।

এই পরিস্থিতিতে সাময়িক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এগুলো প্রয়োজনীয় এবং অর্থনীতির জন্য সহায়ক। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে আমাদের পরিকল্পনা কী হবে, তার ওপরই নির্ভর করবে অর্থনীতি।

বাংলাদেশের অর্থনীতির সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা, রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের গতি ফেরানো। এসব ক্ষেত্রে কার্যকর নীতি প্রণয়ন এবং সেগুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা না গেলে অর্থনৈতিক চাপ আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, যার প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়।

ফারজানা সাজনিন অর্চি: শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

## জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়ানোর আহ্বান

৮ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের যে বিশেষায়িত অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা রয়েছে, তা ব্যবহার করে জাতিসংঘের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে মিশন এলাকাগুলোতে আরও ব্যাপকভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সৌর প্যানেল স্থাপনে বাংলাদেশ কাজ করতে আগ্রহী।

মন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশওউইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি (ডব্লিউ পিএস) এজেন্ডা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি মিশন এলাকায় নারী শান্তিরক্ষীদের জন্য নিরাপদ, উপযুক্ত এবং অনুকূল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে জাতিসংঘকে আরও বেশি পরিবেশবান্ধব ও নারী-বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান। পাশাপাশি প্রতিকূল বা শত্রুভাবাপন্ন আক্রমণাত্মক পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষীরা যাতে আরও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেজন্য তাদের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নত প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেন তিনি।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, হাইতির বর্তমান অস্থিতিশীল ও জটিল নিরাপত্তা পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ পুলিশ অত্যন্ত আধুনিক ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি বিশেষায়িত ফর্মড পুলিশ ইউনিট মোতায়েনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।


Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিনাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com



সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES

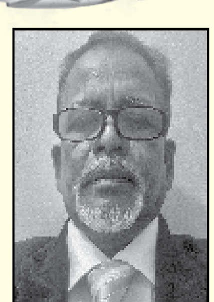

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

# NY HOME CARE

*Get paid to take care of your loved ones*

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

**718-874-0047**

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

**M AZIZ**
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

**Head Office**
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jamaica Office:**<br>168-25A Hillside Ave, 2nd Floor<br>Jamaica, NY 11432<br>(718) 725-1332, (718) 971-0054 | **Jamaica Office:**<br>168-47 Hillside Ave, 2nd Floor<br>Jamaica, NY 11432<br>(929) 400-4785, (718)874-0047 | **Sutphin Branch**<br>**Mohammad Khair**(Director)<br>97-01 Sutphin, Blvd<br>Jamaica NY 11435<br>(929)-225-0746, (718) 755-0153<br>(718) 718-874-0047 | **Ozone Park Office**<br>7721-101 Ave. Ozone Park<br>New York 11416<br>(718) 874-0047, 347-771-0115 |
| **Ozone Park Office**<br>720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208<br>(646) 500-1657, (718)874-0047 | 1088 Liberty Avenue,<br>Brooklyn NY 11208<br>(929) 283-8432 | **Fulton Office:**<br>584 Nostrand Ave. NY 11216<br>(646) 5001657 | **Bronx Office**<br>2140 Starling Ave.<br>Bronx, NY 10462<br>917-391-4841, 718-874-0047 (Office)<br>Fax 718-874-0069 |
| Bangladesh Plaza<br>3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215<br>(347) 357-4252, (347) 520-9699 | **Buffalo Office:**<br>1155 Broadway Buffalo, NY 14212<br>(347) 335-3617, (718) 874-0047 | 1299 Harlam Road<br>Buffalo, NY 14094<br>(716) 400 1446 | **Albany Office**<br>114 Quail St. Albany, NY 12203<br>518-379-5496, 518-243-9096<br>718-864-2061 |

# SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

## বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

**Sonali Exchange Mobile App**

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

## সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
## SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

# যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে টপকে যেভাবে

১০ পৃষ্ঠার পর

মতো মেগা অবকাঠামো প্রকল্পে বড় অংকের অর্থায়নের মাধ্যমে, চীন এখন বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক ঋণদাতা হয়ে উঠেছে।

**যেভাবে ব্যবধান কমল**

২০১৬ সালেও এদেশে বিনিয়োগকারী দেশগুলোর মধ্যে ১৬তম অবস্থানে ছিল চীন, যার মোট এফডিআই স্টকের অংশ ছিল মাত্র ১ দশমিক ৬ শতাংশ। ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ছিল বাংলাদেশের শীর্ষ এফডিআই উৎস এবং ভারতের অবস্থান ছিল ১১তম। তবে চীন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই ব্যবধান কমিয়ে আনে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ এফডিআই উৎসে পরিণত হয়, যার ফলে দেশের মোট এফডিআই স্টকে চীনের অংশ বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১০ শতাংশে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০১৬ সালে যেখানে চীনের মোট এফডিআই স্টক ছিল মাত্র ২৪ কোটি ১০ লাখ ডলার, ২০২৫ সালের শেষে তা ৭০০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে প্রায় ২০০ কোটি ডলারে পৌঁছায়। কেবল ২০২৫ সালেই চীন বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম এফডিআই উৎস হিসেবে অবস্থান পাকা করে, যেখানে এক বছরেই নিট ৩২ কোটি ১১ লাখ ৫০ হাজার (৩২১.১৫ মিলিয়ন) ডলারের একক বিনিয়োগ আসে।

এর বিপরীতে, শীর্ষ এফডিআই উৎসের তালিকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পিছিয়ে সপ্তম স্থানে নেমে এসেছে। ২০১৬ সালে মোট এফডিআই স্টকে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ যেখানে ২২ শতাংশ ছিল, ২০২৫ সালে তা তীব্রভাবে কমে ৫ দশমিক ৩৬ শতাংশে দাঁড়ায়। প্রকৃত অর্থে, ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মোট এফডিআই স্টক যেখানে ৩৩০ কোটি ডলার ছিল, ২০২৫ সালের শেষে তা সংকুচিত হয়ে ১০০ কোটি ডলারে নেমে আসে।

প্রতিবেশী দেশ ভারত ওই একই সময়ে এফডিআই স্টকে তাদের অংশ ২ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে সামান্য বাড়িয়ে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ করে যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক পেছনে অবস্থান করে। ২০১৬ সালে ভারতের মোট এফডিআই স্টক ৩৪ কোটি ১০ লাখ ডলার থেকে বেড়ে ২০২৫ সালের শেষে ৯২ কোটি ২৯ লাখ ২০ হাজার (৯২২.৯২ মিলিয়ন) ডলারে দাঁড়ায়। তবে বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের পর ভারতের বিনিয়োগ মন্থর হয়ে পড়ে; কারণ ভারত-সমর্থিত উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তীব্র পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়, যার ফলে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাতিল বা স্থগিত হয়ে যায়।

অন্যদিকে চীন-সমর্থিত বড় মেগা প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- পদ্মাসেতু রেল সংযোগ, কর্ণফুলী টানেল, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ, পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্প। বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্পে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের এই চীনা অর্থায়ন- দেশের ব্যাপক উন্নয়নের এক নতুন যুগের ভিত্তি তৈরি করে, যা বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬ থেকে ৭ শতাংশ ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

**বেসরকারি খাতের বৃহত্তম ঋণদাতা**

এক দশক আগেও যে চীন বাংলাদেশের প্রধান ঋণদাতা দেশগুলোর তালিকায় ছিল না, সেই চীনই ২০২৫ সালে দেশের বেসরকারি খাতের বৃহত্তম বৈদেশিক ঋণদাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিপরীতে, যুক্তরাষ্ট্র চতুর্থ স্থানে নেমে আসে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব রাখা শীর্ষ ১০টি ঋণদাতা দেশের তালিকায় ভারতের কোনো স্থানই হয়নি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট বেসরকারি খাতের দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণে চীনের অংশ ২০২৫ সালে উল্লম্ফন করে ৩৪ দশমিক ২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০২০ সালে ছিল মাত্র ৭ দশমিক ৫ শতাংশ এবং তখন চীনের অবস্থান ছিল পঞ্চম। প্রকৃত অর্থে, ২০২০ সালে চীনের কাছে বেসরকারি খাতের বৈদেশিক ঋণ যেখানে ছিল মাত্র ৪২ কোটি ২০ লাখ ডলার, ২০২৫ সালের শেষে তা আশাতীতভাবে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩৭ কোটি ডলারে।

এর বিপরীতে, ২০২০ সালে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্র ২০২৫ সালে শীর্ষ ঋণদাতার তালিকায় চতুর্থ স্থানে নেমে যায়। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মোট বেসরকারি বৈদেশিক ঋণে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ অর্ধেক কমে ৭ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়ায়, এবং ২০২৫ সালের শেষে মোট বকেয়া ঋণের স্থিতি ৭৫ কোটি ১০ লাখ ডলারে নেমে আসে।

**চীনা বিনিয়োগ বাড়ার কারণ**

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর সঙ্গে আলাপকালে বিশেষজ্ঞরা চীনা বিনিয়োগের এই জনপ্রিয়তার পেছনে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য ও সহজলভ্যতাকে মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ চীন থেকে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি আমদানি করে। তাছাড়া প্রতিযোগিতামূলক দাম এবং মান উন্নত হওয়ার কারণে চীনা শিল্প যন্ত্রপাতি ও মূলধনি সরঞ্জামের আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে। তিনি উল্লেখ করেন, আগে যেসব বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ইউরোপীয় সরবরাহকারীদের ওপর নির্ভর করতেন, তাদের অনেকেই এখন চীন থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করছেন; কারণ একই মানের পণ্য চীন থেকে অনেক কম দামে পাওয়া যাচ্ছে।

মাহবুবুর রহমান আরও বলেন, চীনা অর্থায়নের সহজলভ্য সুযোগ এবং বিশাল পুঁজির কারণে, দেশের উদ্যোক্তাদের কাছে তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক অন্যান্য সংস্থার তুলনায় চীনা ঋণের সুদের হার কিছুটা বেশি বা পরিশোধের মেয়াদ কম হলেও, এগুলোকে প্রায়শই অনেক বেশি নমনীয় হিসেবে দেখা হয়। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের বিপরীতে, চীনা অর্থায়নে সাধারণত নীতিগত শর্ত বা সংস্কারের কড়াকড়ি অনেক কম থাকে। ফলে বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য যারা দ্রুত পুঁজি সংগ্রহ করতে চায়, সেই দেশগুলোর কাছে এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

মাহবুবুর রহমান আরও বলেন, বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকার চারপাশের শিল্পাঞ্চলগুলোতে চীনা কোম্পানি ও পেশাজীবীদের উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। অন্যদিকে, চীনের বিশাল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকার কারণে তারা বড় পরিসরে বৈদেশিক বিনিয়োগে অর্থায়ন করতে সক্ষম হচ্ছে।

**বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের সম্প্রসারণ**

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, ২০১৬ সালে শি জিনপিংয়ের রাষ্ট্রীয় সফরের সময় বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এ যোগ দেয়। সে সময় চীন বিআরআই প্রকল্পের জন্য প্রায় ২,৬০০ কোটি ডলার এবং যৌথ উদ্যোগের জন্য ১,৪০০ কোটি ডলার মিলিয়ে মোট ৪,০০০ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি দেয়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিআরআই প্রকল্পগুলোয় মূলত পরিবহন ও জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যা দেশের উন্নয়নের বড় ঘাটতিগুলো পূরণ করার পাশাপাশি, বাণিজ্যের দক্ষতা বাড়াতে ও আঞ্চলিক সংযোগের কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করেছে। চীন এখন বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদারও হয়ে উঠেছে। এভাবে চীন তৈরি পোশাক, চামড়া এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো প্রধান রপ্তানি শিল্পে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মূলধনী সরঞ্জাম এবং মধ্যবর্তী কাঁচামাল সরবরাহ করছে।

ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করে মাসরুর রিয়াজ বলেন, বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন এখন নবায়নযোগ্য জ্বালানি সক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং শিল্প ভিত্তির আধুনিকায়নের ওপর নির্ভর করবে। তিনি আরও যোগ করেন, চীনা বিনিয়োগের প্রকৃত সুফল পেতে হলে স্বচ্ছ ক্রয় প্রক্রিয়া, শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি), কার্যকর নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি এবং স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের ওপর আরও বেশি জোর দিতে হবে।

**ঋণ টেকসইতার উদ্বেগ**

তবে মাসরুর রিয়াজ সতর্ক করে বলেন, বাংলাদেশ যেভাবে অবকাঠামোগত অর্থায়ন বাড়াচ্ছে, সেখানে ঋণের টেকসইতা বা ঋণ পরিশোধের সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনার কেন্দ্রেই রাখা উচিত।

কোনো প্রকল্প অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বা টেকসই না হলে-অতিরিক্ত বৈদেশিক ঋণ কীভাবে আর্থিক চাপ তৈরি করতে পারে-তার উদাহরণ হিসেবে তিনি শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দর এবং চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের আওতায় পাকিস্তানের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সুফল নিশ্চিত করতে এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট উৎসের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এড়াতে- বাংলাদেশের উচিত কঠোরভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই, ঋণের স্বচ্ছ শর্তাবলি নিশ্চিত করা, উন্নয়ন অংশীদারদের বহুমুখীকরণ ও শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি বজায় রাখা।

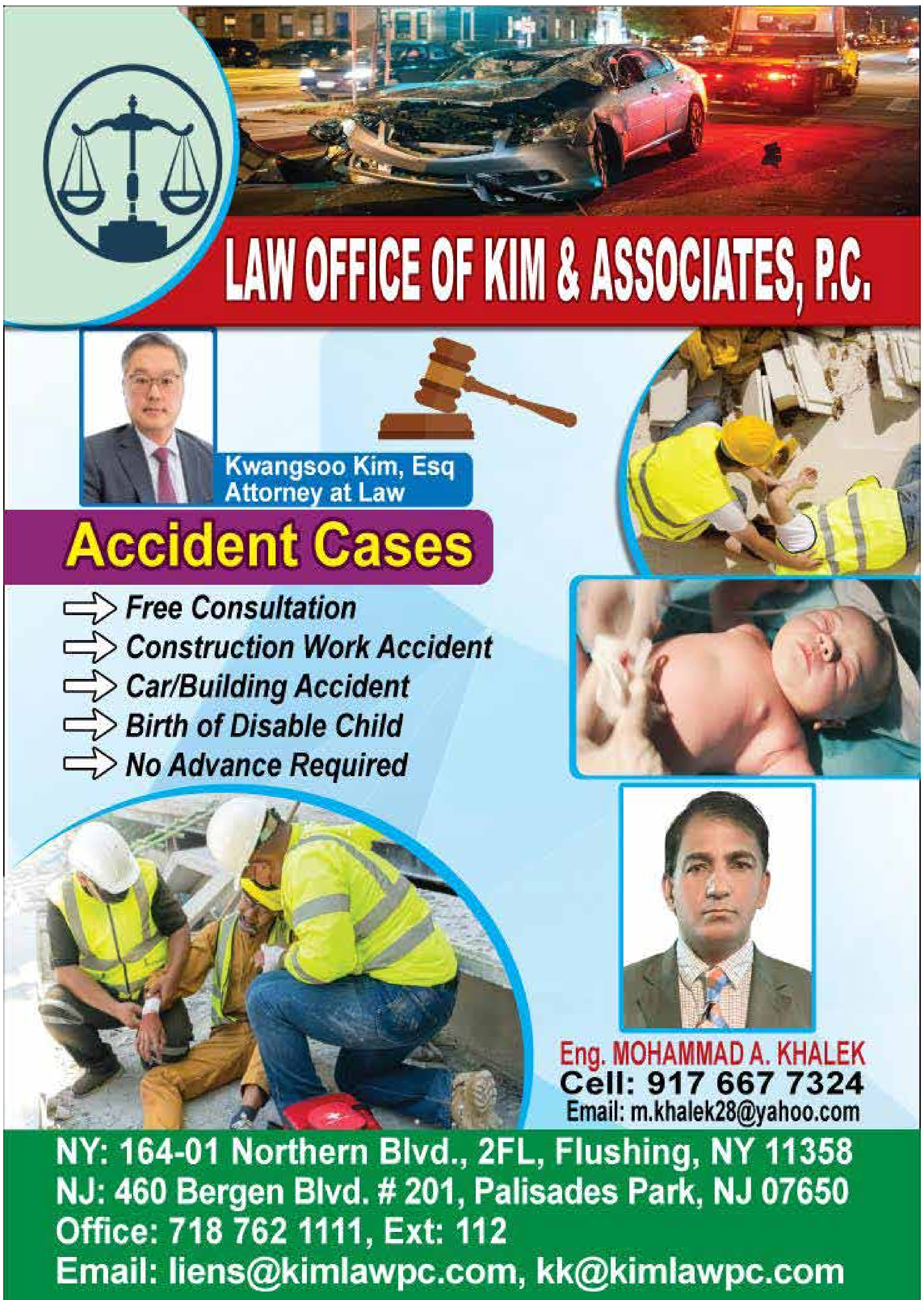

## বাংলাদেশে কারখানা স্থাপনে ওয়ান

৮ পৃষ্ঠার পর

তিনি উল্লেখ করেন, এই উদ্যোগের ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমবে। এতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করা আরও সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইতালির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের কথা তুলে ধরে আমিরুল হক বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে ইতালিতে বার্ষিক প্রায় ২০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে। এই রপ্তানি ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতালিতে আমাদের ২০০ কোটি ডলারের রপ্তানি রয়েছে, যা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমরা আশা করছি, এটিকে ৫০০ কোটি ডলারে নিয়ে যেতে পারব।

সিসিসিআই সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ ইতালীয় শিল্প প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণে আগ্রহী, বিশেষ করে টেক্সটাইল, সিরামিক ও মেশিনারি খাতে। ইতালিয়ান মেশিনারি বিশ্বের অন্যতম সেরা; বিশেষ করে টেক্সটাইল, সিরামিক ও অন্যান্য শিল্প খাতের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। আমরা ফ্রি ট্রেড জোনগুলোতে বৃহত্তর সহযোগিতা এবং বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রস্তাবিত এই বিনিয়োগ রূপরেখা বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো বলেন, প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ ও ইতালীয় কোম্পানিগুলোকে নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ অন্বেষণে উৎসাহিত করার মাধ্যমে- ইতালির লক্ষ্য বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও গভীর করা। রাষ্ট্রদূত জানান, অ্যাসোসিয়েশন অব ইতালিয়ান টেক্সটাইল মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স কর্তৃক ইতালিয়ান ট্রেড এজেন্সির অধীনে আয়োজিত ১১টি ইতালীয় টেক্সটাইল মেশিনারি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের একটি প্রতিনিধি দল তাদের সর্বশেষ প্রযুক্তি প্রদর্শন এবং স্থানীয় উৎপাদকদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে বাংলাদেশ সফর করেছে।

তিনি বলেন, তারা তাদের সর্বশেষ প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী সমাধান ও যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করতে এবং বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের সঙ্গে নতুন সংযোগ স্থাপন করতে এসেছে। আজ আমরা অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি।

প্রযুক্তি হস্তান্তর, বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য সহযোগিতার সুযোগ অন্বেষণের লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মশালায় শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি, ইতালীয় মেশিনারি প্রস্তুতকারক, টেক্সটাইল কোম্পানির প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নেতারা অংশ নেন। অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতাদের মধ্যে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন পিএইচপি ফ্যামিলির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মহসিন চৌধুরী, ইস্পাহানি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সালমান ইস্পাহানি, প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ তানভীর, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু তৈয়ব ও বিজিএমইএর সাবেক সহ-সভাপতি এম এ সালাম।

# চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ২৫০ ঝুঁকিপূর্ণ আমদানি কনটেইনার ‘গায়েব’

১০ পৃষ্ঠার পর

কনটেইনারের কোনো ভৌত অবস্থান বা হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর পর্যালোচনা করা সরকারি চিঠিপত্র থেকে জানা গেছে, চোরাচালান, পণ্যের মিথ্যা ঘোষণা কিংবা শুল্ক ফাঁকির সন্দেহে-কাস্টমসের সফটওয়্যার অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে লক বা অবরুদ্ধ করে রাখা- ২৫০টি কনটেইনারের প্রকৃত অবস্থান শনাক্ত করতে, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস গত ৯ মাসে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে (সিপিএ) বারবার তাগিদ দিয়েছে।

কাস্টমসের অডিট, ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (এআইআর) শাখা থেকে চলতি বছরের এপ্রিলে পাঠানো সর্বশেষ তাগাদাটির আগে একই তথ্য চেয়ে অন্তত তিনটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তবে বন্দর কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত সেসব কনটেইনারের অবস্থান জানাতে পারেনি।

এদিকে হদিস না মেলা কনটেইনারগুলোর তালিকায় ২০২১ সালের ৮৩টি; ২০২২ সালের ৬১টি; ২০২৩ সালের ৪০টি এবং ২০২৪ সালের ৬৬টি কনটেইনার রয়েছে।

কাস্টমসের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, তদন্ত কর্মকর্তারা সরেজমিনে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত এই চালানগুলো খালাস করার কোনো সুযোগ নেই।

কাস্টমস কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কনটেইনারগুলোর অবস্থানই খুঁজে না পাওয়ায় কোনো ধরনের পরিদর্শন বা তদন্ত প্রক্রিয়া চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

“আমরা এই কনটেইনারগুলোর অবস্থান জানতে চেয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষকে তিন থেকে চারবার চিঠি দিয়েছি। আমাদের শেষ রিমাইন্ডার গত এপ্রিলে পাঠানো হলেও আমরা এখনো কোনো তথ্য পাইনি,চ এআইআর শাখার ডেপুটি কমিশনার তারেক মাহমুদ টিবিএস-কে বলেন।

তিনি আরও বলেন, “আমরা বলতে পারছি না যে সবগুলো কনটেইনারই নিখোঁজ রয়েছে, তবে আমরা বন্দরের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাচ্ছি না। তাই জোরালো একটা আশঙ্কা রয়েছে যে, এর মধ্যে অনেক কনটেইনারই আসলে গায়েব হয়ে গেছে।চ

এদিকে কনটেইনারগুলোর সুনির্দিষ্ট অবস্থান জানতে না পারায়- কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত পণ্য যাচাই করতে পারছে না, তদন্ত শেষ করতে পারছে না এবং শুল্ক জালিয়াতির সন্দেহে থাকা আমদানিকারকদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপও নিতে পারছে না।

আলাদা চুরির ঘটনায় উদ্বেগ আরও গভীর

লক করা কনটেইনারগুলোর হদিস না মেলার এই চাঞ্চল্যকর তথ্য এমন সময়ে সামনে এলো, যখন এক বছরের মধ্যে বন্দর থেকে ফ্যাব্রিক-বোঝাই অন্তত তিনটি লোডেড কনটেইনার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার তদন্ত চলছে।

এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছে ব্যবসায়ী সেলিম রেজার সাথে, যিনি শাহ আমানত ট্রেডিংয়ের মালিক। তিনি কাস্টমসের একটি ইলেকট্রনিক নিলামের (ই-অকশন) মাধ্যমে ২৭ টন আমদানিকৃত ইনডিগো ফ্যাব্রিকের একটি কনটেইনার কিনেছিলেন। এই পণ্যের জন্য তিনি ৮৫ লাখ টাকা পরিশোধ করেন এবং ভ্যাট, অগ্রিম আয়কর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জ মিলিয়ে তার মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৬ লাখ টাকা।

নিলামে অংশ নেওয়ার আগে কনটেইনারটি নিজে দেখে যাচাই করার পর, গত ২০২৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি পণ্য খালাস নিতে বন্দরে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে কনটেইনারটি উধাও হয়ে গেছে।

এর চার মাস পর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ) আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে যে বন্দরের অভ্যন্তরে কোথাও ওই কনটেইনারটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ২০২৫ সালের ২ জুলাই এক চিঠিতে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, একটি যৌথ তদন্ত কমিটি কনটেইনারটির হদিস বের করতে ব্যর্থ হয়েছে, যারে ফলে নিলামে ক্রয়কারীর কাছে সেটি হস্তান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে, পণ্যবোঝাই আরও দুটি কনটেইনার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় বন্দর কর্তৃপক্ষ আলাদা দুটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, জাল সিল, ভুয়া স্বাক্ষর এবং জালিয়াতি করা গেট পাসের নথিপত্র ব্যবহার করে বন্দর থেকে একটি কনটেইনার বের করে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে নগরীর হালিশহর এলাকা থেকে খালি অবস্থায় কনটেইনারটি উদ্ধার করে বন্দর থানা পুলিশ। তবে সেটির ভেতরে থাকা আনুমানিক ২ কোটি টাকা মূল্যের আমদানিকৃত ফেব্রিক বা কাপড়ের সন্ধান মেলেনি।

এই ঘটনায় পুলিশ দুই বন্দরের কর্মচারীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং অপর এক সন্দেহভাজন এখনও পলাতক রয়েছে। এছাড়া চলতি বছরের শুরুর দিকে প্রায় আড়াই কোটি টাকা মূল্যের আমদানিকৃত ফেব্রিকসহ আরও একটি কনটেইনার উধাও হয়, যার কোনো হদিস এখন পর্যন্ত মেলেনি।

ডিজিটাল রেকর্ড নিয়ে প্রশ্ন

এই তদন্ত প্রক্রিয়ায় বন্দরের কার্গো ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যকার বড় ধরনের অসঙ্গতিও উঠে এসেছে।

তদন্তকারীরা দেখতে পান, একটি কনটেইনার ভৌতভাবে গায়েব হয়ে যাওয়ার পরও বন্দর কর্তৃপক্ষের ওরাকল-ভিত্তিক কার্গো ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সেটিকে সিসিটি (চট্টগ্রাম কনটেইনার টার্মিনাল) ইয়ার্ডের ভেতরেই সংরক্ষিত হিসেবে দেখানো হচ্ছিল। অথচ বাস্তবে ইয়ার্ডের কোথাও সেই কনটেইনারের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি তদন্তকারীরা, এমনকি বন্দরের মূল ওটার্মিনাল অপারেটিং সিস্টেম্ব-এও এর কোনো মিল বা সামঞ্জস্যপূর্ণ রেকর্ড পাওয়া যায়নি।

সিস্টেম ও বাস্তবের মধ্যকার এমন চরম বৈপরীত্যের ঘটনা কাস্টমস কর্মকর্তাদের- বন্দর কর্তৃপক্ষের কাগজবিহীন, শতভাগ ডিজিটাল বন্দর পরিচালনার লাগাতার দাবি নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন তোলার সুযোগ করে দিয়েছে।

তারেক মাহমুদ বলেন, বন্দরের ইয়ার্ডগুলো এখন বিভিন্ন স্থানে সম্প্রসারিত হয়েছে, তাই কার্গো মুভমেন্ট পর্যবেক্ষণ করা আগের চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে।চ

তিনি আরও বলেন, ব্যবস্থার কোথাও না কোথাও বড় ধরনের ফাঁকফোকর রয়ে গেছে। না হলে একটা কনটেইনার স্রেফ উধাও হয়ে যেতে পারে না।চ বন্দরের তথ াকথিত ডিজিটালাইজেশনের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

“বন্দর কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, তারা পেপারলেস এবং ডিজিটাল হচ্ছে। কিন্তু যদি আস্ত কনটেইনারই গায়েব হয়ে যায়, তবে ঠিক কোন জিনিসটাকে ডিজিটাইজড করা হলো?চ তিনি বলেন।

তিনি আরও যোগ করেন যে, এলসিএল (লেস-দ্যান-কনটেইনার-লোড) বা আংশিক পণ্যবাহী কার্গো খালাসের গুদামগুলোতে ট্র্যাকিং বা নজরদারি ব্যবস্থা আরও বেশি দুর্বল। সেখানে মাঝেমধ্যেই এক আমদানিকারকের পণ্য অন্য আমদানিকারক নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে।

কঠোর খালাস প্রক্রিয়াকে ফাঁকি

ব্যাপক অনুমোদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকার পরও দেশের অন্যতম সুরক্ষিত নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে কীভাবে একটি কনটেইনার বাইরে চলে যেতে পারে, তা নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে এসব ঘটনা।

কাস্টমস এজেন্টদের মতে, সাধারণত একটি পূর্ণ কনটেইনার (এফসিএল) খালাস করতে বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়ান স্টপ সার্ভিস, টার্মিনাল কর্তৃপক্ষ, ইয়ার্ড কর্মকর্তা, ডেলিভারি স্টাফ এবং কাস্টমস গেট কর্মীসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রায় ২৪টি পৃথক স্বাক্ষর ও অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

তদন্তকারীদের ধারণা, এই সমস্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে জাল স্বাক্ষর, ভুয়া সিল ও জাল করা গেট পাস ব্যবহার করা হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে ডিজিটালাইজেশনের চেষ্টা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থাটি এখনো যে কতটা ম্যানুয়াল বা সনাতনী যাচাইকরণের ওপর নির্ভরশীল এবং এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা ভঙ্গুর, তা এসব জালিয়াতির মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে।

আইনি দায়বদ্ধতা

কাস্টমস আইন ২০২৩-এর ৮ ও ১৩০ ধারা অনুযায়ী, বন্দরে সংরক্ষিত সমস্ত আমদানিকৃত কার্গো বা পণ্যের আইনি অভিভাবক হলো চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। আইনসম্মতভাবে খালাস বা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত পণ্যের নিরাপদ হেফাজতের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাদের।

এই আইনি বিধির বরাত দিয়ে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ নিখোঁজ হওয়া কনটেইনারটির জন্য সরকারের ঘরে জমা হওয়া নিলাম মূল্য, ভ্যাট ও অগ্রিম আয়কর বাবদ সংগৃহীত মোট ১ কোটি ৬ লাখ টাকা শাহ আমানত ট্রেডিংকে ফেরত বা ক্ষতিপূরণ দিতে বন্দর কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিয়েছে।

বন্দর কর্তৃপক্ষ যখন কনটেইনারটি সরবরাহে তাদের অক্ষমতার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে, তখনই সংশ্লিষ্ট ক্রেতা তার পুরো টাকা ফেরত চেয়ে আবেদন করেন।

যেসব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি

কাস্টমসের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও- বন্দর কর্তৃপক্ষ এখনো স্পষ্ট করতে পারেনি যে কেন তারা ওই ২৫০টি লক করা কনটেইনারের অবস্থান শনাক্ত করতে পারছে না, কিংবা বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ সুরক্ষিত একটি রাষ্ট্রীয় স্থাপনা থেকে কীভাবে একের পর এক পণ্যবোঝাই কনটেইনার উধাও হয়ে যাচ্ছে।

এই বিষয়ে বক্তব্য জানতে টিবিএস-এর পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত সচিব নাসির উদ্দিনের সাথে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সফল হয়নি। এমনকি বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে এবিষয়ে বিস্তারিত প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল। বার্তাটি তিনি দেখলেও কোনো উত্তর দেননি।

তবে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী সেলিম রেজার প্রশ্ন খুবই সহজ ও সোজাসাপ্টা।

তিনি বলেন, সরকার আমার কাছে যে টাকা দাবি করেছিল, তার প্রতিটি আনা-পয়সা আমি পরিশোধ করেছি। এখন সবাই একবাক্যে স্বীকার করছে যে আমার কনটেইনারটি নিখোঁজ, কিন্তু সেটি কোথায় গেল- সেই উত্তর দেওয়ার মতো কেউ নেই।

# তিন বছরের সংকট কাটিয়ে যেভাবে

১৬ পৃষ্ঠার পর

অল্প ব্যবধানে হলেও সেই সীমা অতিক্রম করেছে।

মাত্র তিন বছর আগে সার্বভৌম ঋণখেলাপিতে পড়েছিল দেশটি। সে সময় বিশ্বব্যাংকই একে স্বাধীনতার পর শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট হিসেবে উল্লেখ করেছিল।

তাই বলা যায়, উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে শ্রীলঙ্কার এই প্রত্যাবর্তন দেশটির ঋণখেলাপি-পরবর্তী সংস্কার কর্মসূচি কার্যকর হওয়ারই স্পষ্ট প্রমাণ।

প্রচলিত স্থিতিশীলতা কর্মসূচি, ধারাবাহিক বাস্তবায়ন

২০২২ সালের এপ্রিলে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয় শ্রীলঙ্কা। সে সময় প্রায় ৫১ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক দায় পরিশোধ স্থগিত করে দেশটি। কয়েকটি কারণ একসঙ্গে মিলে অর্থনীতিকে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দেওয়ায় দেশটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সার্বভৌম ঋণখেলাপি হওয়ার ঘটনা ঘটে। এর পেছনে ছিল একাধিক নীতিগত ভুল। বড় ধরনের কর ছাড়ের কারণে সরকারের রাজস্ব আয় কমে যায়। দীর্ঘদিনের ঘাটতি- বড় বাজেট ঘাটতি ও চলতি হিসাব ঘাটতি- মেটাতে দেশটিকে অতিরিক্ত বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়।

এর সঙ্গে ২০১৯ সালের ইস্টার সানডে হামলা এবং কোভিড-১৯ মহামারি পর্যটন খাতকে একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলে। একই সময়ে বৈশ্বিক পণ্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় দেশটির ব্যালান্স অব পেমেন্টে বাড়তি চাপ তৈরি হয়।

একপর্যায়ে শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ফুরিয়ে যায়। ফলে জ্বালানি, গ্যাস ও ওষুধের মতো জরুরি পণ্য আমদানির অর্থ পরিশোধেও দেশটি নিজের সক্ষমতা হারায়।

এরপর আসে আইএমএফের ৩ বিলিয়ন ডলারের এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি, যার সঙ্গে ছিল আর্থিক সংযম এবং শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর মুদ্রানীতি।

পরবর্তীতে সরকার কর সংস্কার বাস্তবায়ন করে, যার ফলে রাজস্বের ভিত্তি বিস্তৃত হয়। লোকসানি ভর্তুকি বন্ধ করতে জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা যৌক্তিক করা হয় এবং সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

সংকটে থাকা অর্থনীতির জন্য এগুলো ছিল প্রচলিত ব্যবস্থাপত্র। তবে কলম্বো মাঝপথে সরে না গিয়ে কয়েকটি কঠিন বাজেট চক্রজুড়ে এগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করেছে। শ্রীলঙ্কার ঘুরে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, “শ্রীলঙ্কা ধারাবাহিকভাবে একগুচ্ছ আর্থিক ও মুদ্রানীতিগত পদক্ষেপ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার সমন্বিতভাবে এসব নীতি বাস্তবায়নে কাজ করেছে। এ কারণেই তারা অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করাতে পেরেছে। ঋণ পুনর্গঠন শ্রীলঙ্কাকে এমন স্বস্তির জায়গা দিয়েছে, যা শুধু সংস্কারের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব ছিল না। বেসরকারি বন্ডহোল্ডার ও চীনের সঙ্গে ১৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি এবং ভারতের ৪ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা শ্রীলঙ্কাকে স্থিতিশীলতা কর্মসূচি ব্যাহত না করেই দায় পরিশোধের সুযোগ দিয়েছে।

বাহ্যিক সহায়তা ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার এই সমন্বয়ই টেকসই পুনরুদ্ধারকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

স্থিতিশীলতাকে প্রবৃদ্ধিতে রূপ দিয়েছে পর্যটন ও রেমিট্যান্স

সামষ্টিক অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রবৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি করেছে; আর পর্যটন ও রেমিট্যান্স সেই প্রবৃদ্ধি এনে দিয়েছে।

২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কায় পর্যটক আগমন ২০ লাখ ছাড়ায়, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৩৮ শতাংশ বেশি। এতে সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে যায়, যা সংকটের সময় প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল।

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

## ৫ বছরের মন্দা কাটিয়ে আবারও ঘুরে

১০ পৃষ্ঠার পর

বিগত অর্থবছরে মোটরসাইকেল বিক্রি ৮ শতাংশের বেশি বেড়ে ৪ লাখ ২৪ হাজার ৩০৪ ইউনিটে পৌঁছেছে।

দেশের বাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোর পাশাপাশি মোটরসাইকেল শিল্পের কাঠামোগত পরিবর্তনও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১০ বছর আগেও দেশের মোটরসাইকেলের ৯৫ শতাংশের বেশি চাহিদা পূরণ হতো বিদেশ থেকে তৈরি মোটরসাইকেল আমদানির মাধ্যমে। এখন দেশের সড়কে চলাচল করা প্রায় ৯৯ শতাংশ মোটরসাইকেলই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কিংবা অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টগুলো (সংযোজন কারখানা) থেকে সরবরাহকৃত।

বর্তমানে দেশে বছরে প্রায় ৮ লাখ মোটরসাইকেল উৎপাদন ও সংযোজনের সক্ষমতা রয়েছে, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি। দেশের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৫ লাখ ইউনিট। তাই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো এখন প্রবৃদ্ধির নতুন সুযোগ হিসেবে রপ্তানি বাজারের দিকে নজর দিচ্ছে।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশীয় বাজার

করোনা মহামারি ও পরবর্তী সময়ের দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ মূল্যস্ফীতির ধাক্কা কাটিয়ে দেশের মোটরসাইকেল বাজার এখন উর্ধ্বমুখী।

শিল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, ৫ বছরের মন্দা কাটিয়ে ২০২৫ সালে মোটরসাইকেল বিক্রি আবারও বেড়েছে। ২০২১ সালে করোনা মহামারির কারণে বাজারে বড় ধাক্কা লাগে। এরপরের তিন বছর ডলার সংকট, অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে সরকারি বিধি-নিষেধ এবং ব্যাংকগুলোর ঋণপত্র (এলসি) খুলতে অনীহার কারণে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্ন হয়।

তবে গত এক বছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় পরিস্থিতির উন্নতি এবং ব্যাংকগুলোর এলসি খোলা পুনরায় শুরু হওয়ায় সরবরাহ স্বাভাবিক হতে থাকে। একই সঙ্গে মন্দার কারণে দীর্ঘদিন কেনাকাটা স্থগিত রাখা অনেক ক্রেতাও বাজারে ফিরেছেন। ফলে বিক্রিও বাড়তে শুরু করে।

বাজার পুনরুদ্ধারে এগিয়ে হোন্ডা ও ইয়ামাহা

তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ইয়ামাহা ৮৮ হাজার ২৮৯টি মোটরসাইকেল বিক্রি করে ২০ দশমিক ৮ শতাংশ বাজার দখল করে। অন্যদিকে হোন্ডা বিক্রি করেছে ৮৪ হাজার ৮১৩টি মোটরসাইকেল। সে হিসাবে তাদের বাজার অংশীদারিত্ব প্রায় ২০ শতাংশে পৌঁছেছে।

গত জুনে দেশের সর্বাধিক বিক্রিত মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড ছিল হোন্ডা। ওই মাসে মোট বিক্রির ২০ দশমিক ২ শতাংশ ছিল হোন্ডার দখলে, যেখানে ইয়ামাহার অংশ ছিল ১৮ শতাংশ।

শিল্প সংশ্লিষ্টদের মতে, তুলনামূলক সাশ্রয়ী দাম এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী মডেলের কারণে হোন্ডা ও ইয়ামাহার মোটরসাইকেল ক্রেতাদের কাছে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে।

এদিকে সুজুকি, হিরো এবং বাজাজেরও ৮ থেকে ১১ শতাংশ বিক্রি বেড়েছে। বর্তমানে বাজারে সুজুকির অংশীদারিত্ব ১৯ দশমিক ০৮ শতাংশ, হিরোর ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ এবং বাজাজের ১৫ দশমিক ৭ শতাংশ।

নীতিগত সহায়তা ও রাইড-শেয়ারিংয়ের ভূমিকা

২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয়ভাবে মোটরসাইকেল সংযোজন শিল্পকে উৎসাহ দিতে সম্পূর্ণ খুলে আনা মোটরসাইকেলের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ পয়েন্ট কমিয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনে সরকার। এরপর থেকেই খাতটি দ্রুত প্রসারিত হতে শুরু করে।

এরপর রাইড-শেয়ারিং সেবার দ্রুত বিস্তার মোটরসাইকেলের চাহিদা আরও বাড়িয়ে দেয়। এতে স্থানীয় উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়ে। বর্তমানে এ খাতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ মোটরসাইকেল অ্যাসেম্বলার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে মোটরসাইকেল উৎপাদন ও সংযোজন কারখানা (অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্ট) রয়েছে ১০টি। এসব কারখানায় জাপানের হোন্ডা, সুজুকি ও ইয়ামাহা, ভারতের বাজাজ, টিভিএস ও হিরো এবং দেশীয় ব্র্যান্ড রানারের মোটরসাইকেল উৎপাদন ও সংযোজন করা হয়।

**লাতিন আমেরিকায় রপ্তানিতে নতুন মাইলফলক**

রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক অর্জন করেছে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড। গত মে মাসে প্রতিষ্ঠানটি প্রথমবারের মতো মেক্সিকোতে মোটরসাইকেলের চালান রপ্তানি করেছে। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মোটরসাইকেল বাজারে প্রবেশ ঘটে বাংলাদেশের।

মুন্সীগঞ্জের আবদুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত হোন্ডার কারখানায় তৈরি ৩২টি হোন্ডা এক্সব্লেড মোটরসাইকেলের একটি চালান মেক্সিকোতে পাঠানো হয়। এর আগে একই মডেলের মোটরসাইকেল গুয়াতেমালাতেও রপ্তানি করেছিল প্রতিষ্ঠানটি।

বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার শাহ মোহাম্মদ আশেকুর রহমান দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, আমাদের অগ্রাধিকার হলো দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণ করা। বাংলাদেশে আরও সাশ্রয়ী মূল্যের মোটরসাইকেল সরবরাহ করার জন্য আমরা আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা ও স্থানীয়করণ বৃদ্ধি করছি। একইসাথে একটি সাশ্রয়ী উৎপাদন পরিকাঠামোও গড়ে তুলছি।

উন্নত দক্ষতা ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, হোন্ডার প্রযুক্তি হস্তান্তর, বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বজুড়ে উপস্থিতির সুবাদে আমরা ইতোমধ্যে গুয়াতেমালা ও মেক্সিকোতে রপ্তানি করেছি এবং এখন মেক্সিকোতে রপ্তানি অব্যাহত রাখছি।

শুধু হোন্ডাই নয়, দেশীয় প্রতিষ্ঠান রানার অটোমোবাইলসও নেপাল ও ভুটানসহ আঞ্চলিক বাজারে মোটরসাইকেল রপ্তানি শুরু করেছে। এতে বৈশ্বিক অটোমোবাইল শিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

**রপ্তানির পথে কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ**

রপ্তানিতে অগ্রগতি সত্ত্বেও শিল্প উদ্যোক্তারা বলছেন, বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতামূলক আঞ্চলিক উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে এখনও প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তার ঘাটতি রয়েছে।

তাদের মতে, একটি মোটরসাইকেল তৈরিতে ৭০০টিরও বেশি যন্ত্রাংশ লাগে। অথচ দেশের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে বর্তমানে মাত্র চারটি প্রধান যন্ত্রাংশ চেইন ড্রাইভ, সিট, স্ট্যান্ড ও ব্যাটারি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। ফলে অধিকাংশ যন্ত্রাংশই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এতে উৎপাদন ব্যয় বাড়ে, বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার ঝুঁকিও বেড়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হয়ে পড়ে। পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী উৎপাদনকারী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের নীতিগত ও কর-সুবিধাও এখনও পিছিয়ে রয়েছে।

শাহ মোহাম্মদ আশেকুর রহমান বলেন, শুল্ক প্রক্রিয়া, বন্ডেড ওয়্যারহাউস এবং বন্দরের বিলম্বের কারণে পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। এসব পরিস্থিতিতে ভারতীয় নির্মাতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা অত্যন্ত কঠিন।

তিনি আরও বলেন, কর-সুবিধা, সহজ ব্যাংকঋণ এবং শক্তিশালী নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে ভারত তাদের মোটরসাইকেল শিল্প গড়ে তুলেছে। দেশটিতে শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প থাকায় অধিকাংশ যন্ত্রাংশ দেশেই উৎপাদিত হয়। ফলে বন্দর বা ডেমারেজ ব্যয় বহন করতে হয় না। বাংলাদেশেও একই ধরনের নীতিগত সহায়তা না থাকলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হবে।

বাংলাদেশ মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং রানার অটোমোবাইলসের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান বলেন, নতুন সরকারের উচিত মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ ও উপাদান স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। একই সঙ্গে যন্ত্রাংশ উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়াতে কর ও ভ্যাটে প্রণোদনা এবং সহজ শর্তে ব্যাংকঋণের সুবিধা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।


সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
• ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
• অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
• ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
• বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
• আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
• U-ভিসা, VAWA & SIJS
• EB-1, EB-2 NIW & EB-3
• বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
• কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল
(718) 775-8509 (212) 464-8620
New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com
D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529
info@basharlaw.com
OPEN 6 Days (M-S)
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.


## আমেরিকাই একমাত্র শক্তিশালী বন্ধু

১৬ পৃষ্ঠার পর

এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আপাতত আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি চলছে। তবে ইরানের তরফে এই সমঝোতার অন্যতম শর্ত লেবাননে ইজরায়েলের আগ্রাসন বন্ধ করা। সেখানে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাদের সঙ্গে সমান্তরাল সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল নেতানিয়াহুর বাহিনী। তাদের আগ্রাসী নীতি আমেরিকা-ইরানের সমঝোতার পথে অন্যতম কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লেবাননে হামলার জন্য নেতানিয়াহুকে 'যুদ্ধবাজ' প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন ট্রাম্প। একাধিক বার আমেরিকা প্রকাশ্যে তাদের সমালোচনা করেছে। ফলে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়। গত শুক্রবার ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন নেতানিয়াহু। আগামী সপ্তাহে তিনি হোয়াইট হাউসে গিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

হাতের
মুঠোয়
পরিচয়
পড়ুন
নিরাপদে
থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
☑ কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
☑ নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
☑ উচ্চ আয়ের সুযোগ
☑ কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

# যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও আমাদের

১৬ পৃষ্ঠার পর

ভালো সম্পর্ক। তবে তার সব বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত- এমন নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কোনো ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছে- এমন ধারণাও নাকচ করে দেন নেতানিয়াহু। ট্রাম্পকে তিনি হোয়াইট হাউসে ইসরায়েলের পাওয়া সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে উল্লেখ করেন। এর আগে জেডি ভ্যান্স ইরানের সঙ্গে হওয়া শান্তি চুক্তির পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলেন, কয়েক মাসের সংঘাতের অবসান, হরমুজ প্রণালি আবার খুলে দেওয়া এবং বৃহত্তর আঞ্চলিক আলোচনার ভিত্তি তৈরির লক্ষ্যেই এই চুক্তি করা হয়েছে।

তিনি ইসরায়েলকে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। ভ্যান্সের ভাষ্যমতে, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি এবং মার্কিন করদাতাদের অর্থে সরবরাহ করা হয়েছে। জেডি ভ্যান্স বলেছেন, ইসরায়েলের সমস্যা ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প নন। ইসরায়েলে যদি কেউ মনে করেন, তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, তাহলে তাদের বর্তমান বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।

তিনি লেবাননে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলারও সমালোচনা করেন। ভ্যান্স বলেন, এসব হামলা ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে চলমান সংবেদনশীল আলোচনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

তিনি বলেন, ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। তবে অন্য সবার মতো ইসরায়েলকেও এমন শান্তি প্রক্রিয়াকে সম্মান করতে হবে, যা মূলত তাদের জন্য এবং পুরো অঞ্চলের জন্যই ভালো।

ভ্যান্স আরও বলেন, কূটনৈতিক অগ্রগতির পরপরই সহিংসতা শুরু হলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হতাশ হন।

তিনি বলেন, চুক্তির ক্ষেত্রে আমরা যখন বড় ধরনের অগ্রগতির একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাই, তখনই হঠাৎ বৈরুতের একটি বেসামরিক এলাকায় বড় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে হিজবুল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত নন- এমন অনেক মানুষ প্রাণ হারান। এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি আরও বলেন, চুক্তির শর্ত উভয় পক্ষকেই মেনে চলতে হবে। অন্যদিকে দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের সামরিক উপস্থিতির পক্ষে সাফাই গেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তার দাবি, ওই অঞ্চলের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রাম ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে, কারণ ইসরায়েল তাদের হিজবুল্লাহর ‘উগ্রপন্থীদের’ হাত থেকে রক্ষা করছে।

নেতানিয়াহু বলেন, ‘আপনি যদি শান্তি চান, তাহলে যারা আপনাকে ধ্বংস করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করার সক্ষমতাও থাকতে হবে’।

# হাইকোর্টের রায় বহাল, সংবিধানে ফিরছে তত্ত্বাবধায়ক

৮ পৃষ্ঠার পর

আসন ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা পুনর্বহাল করা হয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃস্থাপন করা হয়।

এছাড়া অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে গণ্য করে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান যুক্ত করা হয়। সংসদ নির্বাচনের সময়সূচিও পরিবর্তন করে সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান করা হয়।

২০২৪ সালের আগস্টে বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচজন বিশিষ্ট নাগরিক পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন। ওই বছরের ১৯ আগস্ট হাইকোর্ট রুল জারি করে জানতে চান, কেন এ সংশোধনীকে সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘোষণা করা হবে না। পরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, গণফোরাম এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তি ও সংগঠন মামলায় বাদি হন। মুক্তিযোদ্ধা মো. মোফাজ্জল হোসেনও পৃথক একটি রিট করেন। শুনানি শেষে ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর হাইকোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলসংক্রান্ত বিধান, সংবিধানের ৭ক ও ৭খ অনুচ্ছেদ, মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত ৪৪(২) অনুচ্ছেদ এবং ১৪২ অনুচ্ছেদের গণভোটসংক্রান্ত বিধান বাতিলের অংশসহ কয়েকটি বিধান অবৈধ ঘোষণা করেন।

এরপর বদিউল আলম মজুমদার ও অন্যরা, মো. মোফাজ্জল হোসেন এবং মিয়া গোলাম পরওয়ার আপিলের অনুমতি চান। তাদের আইনজীবীরা আপিল বিভাগে যুক্তি দেন, পঞ্চদশ সংশোধনী পুরোপুরি বাতিল করা উচিত।

আজকের রায়ে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের ওই সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন। এর ফলে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাদ দেওয়া সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিধান পুনর্বহাল হলো।

# অনেক দেশ চুক্তি করতে গোপনে আমাকে ফোন দিচ্ছে: জেডি ভ্যান্সের সমালোচনার জবাবে নেতানিয়াহু

১৬ পৃষ্ঠার পর

রোববার ফক্স নিউজের ‘দ্য সানডে ব্রিফিং’ অনুষ্ঠানে এর পাল্টা জবাব দেন নেতানিয়াহু। তিনি বিদ্রূপ করে বলেন, ১৪০ কোটি মানুষের ‘ছোট্ট’ দেশ ভারতের ‘বিশাল সমর্থন’ রয়েছে ইসরায়েলের।

নেতানিয়াহু আরও বলেন, ‘অনেক দেশের নেতাই আমাকে ফোন করে বলেন, “দেখুন, জনমত নিয়ে আমি কিছুটা সমস্যায় আছি। তবে আমি আপনাকে জানাতে চাই যে আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা করি- এবং শুনুন, আমরা কি কিছু চুক্তি করতে পারি?”’

নেতানিয়াহুর এই মন্তব্য মূলত ভ্যান্সের বক্তব্যের জবাবে হলেও, গত মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তার এক ফোনালাপ নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছিল সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেবাননে ইসরায়েলি সামরিক পদক্ষেপের কারণে ইরানের সঙ্গে হওয়া সমঝোতা স্মারক ঝুঁকির মুখে পড়ায় ট্রাম্প ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে ‘পাগল’ বলে গালি দেন।

ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্প ফোনে চিৎকার করে বলেন যে নেতানিয়াহু বিশ্বজুড়ে ইহুদিদের সমর্থন হারিয়েছেন। ট্রাম্প বলেন, ‘আপনি একটা আস্ত পাগল। আমি না থাকলে আপনি এত দিনে জেলে থাকতেন। আমি আপনাকে বাঁচাচ্ছি। এখন সবাই আপনাকে ঘৃণা করে। এসবের জন্য সবাই এখন ইসরায়েলকেও ঘৃণা করে’।

তবে রোববারের সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউসের ইতিহাসের ‘সেরা বন্ধু’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। শনিবার ট্রাম্প জানিয়েছেন, নেতানিয়াহু হোয়াইট হাউসে তার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ করেছেন। তুরস্কে ন্যাটো সম্মেলন শেষ হওয়ার পর চলতি সপ্তাহেই এই বৈঠক হতে পারে।

অনলাইনে
পরিচয় পড়তে
স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
President
■ Now Hiring Sales Persons
■ Free Training (Free course fees for selected people)
■ Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

# বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

**Ultracare Family Wellness of NY, Inc.**
**Diana's Angels Home Care Inc.**

# PCA/HHA HOME CARE
## Service Provider

**Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
**Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
**We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
**We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

## PCA সেবা নিতে চান?
## আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

**NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.**
**Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.**

# THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

**Head Office:**
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

**Jamaica Office:**
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

**Bronx Office:**
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

**Woodside Office:**
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

**Brooklyn Office:**
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

**Long Island Office:**
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

**Ozone Park Office:**
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

**Buffalo Office:**
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

**Buffalo Office:**
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

**Bari Tower:**
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

**CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901**

**Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com**

# ২০৩০ বিশ্বকাপে সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলো ছয় দেশ

১২ পৃষ্ঠার পর

তারা সবাই সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। ২০২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর ফিফা কংগ্রেসে স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কোকে যৌথভাবে ২০৩০ বিশ্বকাপের মূল আয়োজক হিসেবে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেয়া হয়। যদিও এই আয়োজনের পথচলা শুরু হয়েছিল আরও আগে। ২০২০ সালের অক্টোবরে শুরু হওয়া বিডিং প্রক্রিয়া শেষ হয় ২০২৩ সালের অক্টোবরে। প্রথমদিকে মরক্কো এককভাবে বিশ্বকাপ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছিল। পরে স্পেন ও পর্তুগালের সঙ্গে যৌথভাবে প্রস্তাব জমা দেয় দেশটি। শেষ পর্যন্ত সেটিই একমাত্র বৈধ প্রস্তাব হিসেবে অনুমোদন পায়।

এরপর ফিফা বিশ্বকাপের শতবর্ষ উদ্যাপনকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে তুলতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৩০ সালের প্রথম বিশ্বকাপ হয়েছিল উরুগুয়েতে। সেই ইতিহাসকে সামনে রেখেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, শতবর্ষের বিশ্বকাপের উদ্বোধনী পর্বের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে প্রথম বিশ্বকাপের আয়োজক উরুগুয়ে এবং প্রতিবেশী আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতে। উদ্বোধনী ম্যাচগুলোর পর অংশগ্রহণকারী দলগুলো ইউরোপ ও আফ্রিকায় গিয়ে টুর্নামেন্টের বাকি সূচিতে অংশ নেবে।

বিশ্বকাপের অন্যতম আকর্ষণ হবে মন্টেভিডিওর ঐতিহাসিক এস্তাদিও সেন্টেনারিও। ১৯৩০ সালের প্রথম বিশ্বকাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই স্টেডিয়ামেই। শতবর্ষের বিশেষ আয়োজনের একটি ম্যাচও হবে এখানেই। অন্য দুটি উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনেস এইরেসের এস্তাদিও মনুমেন্টাল এবং প্যারাগুয়ের রাজধানী আসুনসিওনের এস্তাদিও ওসভালদো ডোমিঙ্গেজ দিব স্টেডিয়ামে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল সংস্থা কনমেবলের সদর দপ্তরও আসুনসিওনেই অবস্থিত। ফিফার ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ২০৩০ বিশ্বকাপ শুরু হবে ৮ জুন এবং শেষ হবে ২১ জুলাই। মোট ৪৪ দিনব্যাপী চলবে প্রতিযোগিতা, যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ আসর হিসেবে বিবেচিত হবে। তিন মহাদেশে ম্যাচ আয়োজন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশেষ পরিকল্পনা এবং অংশগ্রহণকারী দলগুলোর দীর্ঘ ভ্রমণ বিবেচনায় রেখে সূচি আগের যেকোনো বিশ্বকাপের তুলনায় দীর্ঘ করা হয়েছে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, ছয়টি দেশের ১৮টি শহরের ২১টি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো। যদিও সব ভেন্যুর চূড়ান্ত অনুমোদন এখনো বাকি, ফিফা সম্ভাব্য স্টেডিয়ামগুলোর তালিকা ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছে।

স্পেনেই সবচেয়ে বেশি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। সম্ভাব্য ভেন্যুর তালিকায় রয়েছে মাদ্রিদের সান্তিয়াগো বার্নাব্যু ও সিভিতাস মেত্রোপোলিতানো, বার্সেলোনার স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যু, সেভিয়ার এস্তাদিও দে লা কার্তুহা, বিলবাওয়ের সান মামেস, সান সেবাস্তিয়ানের রিয়াল অ্যারিনা, সারাগোসার লা রোমারেদা, ভ্যালেন্সিয়ার নু মেস্তায়া, লাস পালমাসের এস্তাদিও গ্রান ক্যানারিয়া এবং ভিগোর আবাঙ্কা-বালাইদোস স্টেডিয়াম।

পর্তুগালে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে রাজধানী লিসবনের এস্তাদিও দা লুজ, এস্তাদিও জোসে আলভালাদে এবং পোর্তোর এস্তাদিও দো দ্রাগাওয়ে। অন্যদিকে মরক্কোতে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে কাসাব্লাঙ্কার নির্মাণাধীন হাসান-২ স্টেডিয়াম, রাবাতের প্রিন্স মুলাই আবদেল্লাহ স্টেডিয়াম, মারাকেশ, আগাদির, ফেজ ও তাঞ্জিয়ারের স্টেডিয়ামগুলো।

ফাইনাল ম্যাচ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে, সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি ফিফা। তবে আলোচনায় এগিয়ে রয়েছে স্পেনের মাদ্রিদের সান্তিয়াগো বার্নাব্যু এবং বার্সেলোনার স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যু। একই সঙ্গে মরক্কোও নির্মাণাধীন হাসান-২ স্টেডিয়ামকে বড় ম্যাচ আয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তুলছে। ফিফা জানিয়েছে, ২০২৬ সালের পর চূড়ান্ত ভেন্যু তালিকার সঙ্গে ফাইনালের স্টেডিয়ামও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে এর আগে কখনো তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে কোনো আসর অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো তিন দেশের যৌথ আয়োজনে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হলেও ২০৩০ সালের আসর সেই ধারণাকে আরও বিস্তৃত করছে। শতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান এবং আধুনিক আয়োজন সব মিলিয়ে ২০৩০ বিশ্বকাপকে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ও স্মরণীয় আসরগুলোর একটি হিসেবে দেখছে ফিফা ও বিশ্ব ফুটবল সংশ্লিষ্টরা।

# মরক্কো বাধা পেরিয়ে টানা তৃতীয়

১৪ পৃষ্ঠার পর

দারুণ কাউন্টার অ্যাটাকে মরক্কোর রক্ষণ ভেঙে গোল মুখে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এমবাপ্পে। তাকে থামাতে পেছন থেকে ছুটছিলেন মরক্কোর ডিফেন্ডার নুসাইর মাজরাউই। শেষ পর্যন্ত না পেরে বক্সের ভেতরে ফাউল করেন নুসাইর। থেমে যায় ফ্রান্সের আক্রমণ। এমবাপ্পে শট নিলেন। কিন্তু দূর্বল সেই শট ঠেকিয়ে দিলেন ইয়াসিন বুনু। বিশ্বকাপের পঞ্চম পেনাল্টি শট ঠেকিয়ে দেওয়ার কীর্তি করলেন ইয়াসিন।

প্রথমার্ধের বাকি সময়ে দুই দলের কেউই পারেনি গোল করতে। ফ্রান্স একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও মরক্কোর দেয়াল ভাঙতে পারেনি। অন্যদিকে মরক্কো গোলমুখে কেবল একটিই সুযোগ তৈরি করেছিল। সেটাও বিফলে যায়।

বিরতির পর এমবাপ্পে জাদুতেই ফ্রান্স এগিয়ে যায়। ৬০ মিনিটে বক্সের ঠিক বাইরে থেকে ডানপায়ে কোনোকুনি শট নেন এমবাপ্পে। সামনে এক ডিফেন্ডার দাঁড়ানো থ াকলেও বলের নাগাল পাননি। এরপর গোলরক্ষক ইয়াসিনও ঝাপিয়ে গোল রক্ষা করতে পারেননি। চলতি বিশ্বকাপে এটি এমবাপ্পের অষ্টম গোল। মেসিও অষ্টম গোল নিয়ে আছেন শীর্ষে। এছাড়া বিশ্বকাপে সবমিলিয়ে এমবাপ্পের ২০তম গোল, যা শীর্ষে থাকা মেসির চেয়ে এক গোল কম।

এমবাপ্পের গোলের ৬ মিনিটের পর দেম্বেলে দলকে এগিয়ে নেন। ফাঁকা জায়গায় বল পেয়ে সামনে এগিয়ে যান দেম্বেলে। এরপর ডানপায়ের নিখুঁত শটে বল চোখের পলকে জালে পাঠান।

৭৭ মিনিটে এমবাপ্পে যখন মাঠ ছেড়ে উঠে যান পুরো স্টেডিয়াম তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখান। কিংবদন্তি হওয়ার পথে এই তারকা যেন আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন আজকের ম্যাচ দিয়ে। ম্যাচে এক গোল ও এক অ্যাসিস্টে ম্যাচ সেরার পুরস্কারও উঠে তার হাতে। ২০১৮ সালে বিশ্বকাপের মুকুট জিতিছিলেন। ২০২২ সালে একটুর জন্য নাগাল পাননি। এবার পারবেন তো?

# নেইমারকে ফুটবল

১৪ পৃষ্ঠার পর

আরেকটি সুযোগ দিয়েছেন, যেটা তুমি সবসময় সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছ, সেটা করার। খেলাটা উপভোগ করো। সিদ্ধান্ত, সমালোচনা, প্রত্যাশা কিংবা জীবনের ব্যর্থতার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিও না”

চিঠিতে তিনি স্মরণ করেন নেইমারের শৈশবের দিনগুলোর কথা,“মনে হয় যেন সেদিনের কথা, যখন ছোট্ট সেই ছেলেটাকে পায়ে বল নিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতাম। খুব ছোটবেলাতেই বুঝেছিলাম, তোমার মধ্যে আলাদা কিছু আছে। সেটা শুধু প্রতিভা ছিল না, ছিল একটি উদ্দেশ্য”

বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের হতাশায় আবেগপ্রবণ হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি,“ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের হাতে। আজ নেওয়া একটি সিদ্ধান্ত তোমার পুরো জীবনকে সংজ্ঞায়িত করে না। কোনো স্বপ্ন এখনো পূরণ হয়নি মানেই সেটি শেষ হয়ে যায়নি। একটি কঠিন মুহূর্ত কখনো গল্পের শেষ লিখে দেয় না। আমাদের জীবনের শেষ অধ্যায় লেখেন ঈশ্বর”

ছেলের ক্যারিয়ারের প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করে তিনি লেখেন,“এই পুরো পথচলায় আমি তোমার সঙ্গেই ছিলাম। তোমার প্রথম গোল, প্রথম সাফল্য, পেশাদার ফুটবলে অভিষেক, সবই দেখেছি। পরে দেখেছি বিশাল সব স্টেডিয়ামের গর্জন, শিরোপা জয় আর পৃথিবীর নানা প্রান্তে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি। সেই ছোট্ট ছেলেটিকে নিজের প্রজন্মের অন্যতম সেরা ফুটবলার হয়ে উঠতে দেখেছি। কিন্তু একজন বাবা হিসেবে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপের সাক্ষী হতে পারাটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি”

বয়সকে কোনো বাধা মানতে নারাজ নেইমারের বাবা“সেরাটা বয়স বা পরিস্থিতি দিয়ে নির্ধারিত হয় না। সেরাটা নির্ভর করে ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর। সামনে এমন অনেক অধ্যায় অপেক্ষা করতে পারে, যা তুমি এখনো কল্পনাও করোনি। হয়তো ঈশ্বর তোমার জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা তোমার সবচেয়ে বড় স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে যাবে”

চিঠির শেষেও ছেলের প্রতি নিজের নিঃশর্ত ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি, ততদিন পর্যন্ত সুখে থাকো। হালকা মন নিয়ে ফুটবল খেলো। আবার মানুষকে আনন্দ দাও। ছোটবেলায় ঈশ্বর তোমার হাতে যে প্রতিভা তুলে দিয়েছিলেন, সেটাই করে যাও। আর কখনো ভুলে যেও না পৃথিবী তোমাকে ভালোবাসার আগেই ঈশ্বর তোমাকে ভালোবেসেছেন। বাবা, আবার সুযোগ পেলে আমি সবই করতাম, প্রতিটি সফর, প্রতিটি ত্যাগ, প্রতিটি নির্ঘুম রাত, প্রতিটি দুশ্চিন্তা আর প্রতিটি প্রার্থনা।

# অশ্রুসিক্ত নয়নে

১২ পৃষ্ঠার পর

নরওয়ের হয়ে দুটি গোলই করেছেন আর্লিং হলান্ড। ব্রাজিলের পক্ষে শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে একমাত্র সান্ত্বনাসূচক গোলটি করেন নেইমার। ১৯৯০ সালের পর বিশ্বকাপে এটিই ব্রাজিলের সবচেয়ে দ্রুততম বিদায়।

ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার পর মাঠেই কান্নায় ভেঙে পড়েন ৩৪ বছর বয়সী নেইমার। সতীর্থরা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম গ্লোবো-কে নেইমার বলেন,“আমি চেষ্টা করেছি, অনেক চেষ্টা করেছি। এখন সব শেষ। এখানেই আমার শুরু হয়েছিল, এখানেই শেষ হলো”

উল্লেখ্য, ২০১০ সালের আগস্টে এই মেটলাইফ স্টেডিয়ামেই যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে এক প্রীতি ম্যাচের মাধ্যমে নেইমারের আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল। ওই ম্যাচেও তিনি গোল করেছিলেন।

রেকর্ডের পাতায় নেইমার

ব্রাজিলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে নেইমার তার ক্যারিয়ার শেষ করছেন। জাতীয় দলের হয়ে তার মোট গোল সংখ্যা ৮০টি, যা কিংবদন্তি পেলের চেয়ে তিনটি বেশি।

রোববারের গোলটি করার মাধ্যমে পেলের পর দ্বিতীয় ব্রাজিলিয়ান হিসেবে চারটি ভিন্ন বিশ্বকাপে গোল করার নজির গড়লেন নেইমার। এছাড়া দেশের হয়ে ১৩০টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি, যা কাফুর (১৪২ ম্যাচ) পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

ডান পায়ের পেশির চোটের কারণে এবারের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে মাত্র দুটিতে অংশ নিতে পেরেছেন নেইমার। গ্রুপ পর্বে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে মাত্র ১৫ মিনিট এবং নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচের ৬৭ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন তিনি।

গত এক দশক ধরে ব্রাজিলের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত হলেও চোটের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তার খেলায় প্রভাব পড়েছে।

# ৯৬ বছরের বিশ্বকাপ

১৪ পৃষ্ঠার পর

হয়েছেন। অর্থাৎ, বিশ্বকাপে অংশ নেয়া খেলোয়াড়দের মাত্র শূন্য দশমিক ১২ শতাংশ এই বিরল কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছেন। পরিসংখ্যান বলছে, গড়ে প্রতি ৮১১ জন ফুটবলারের মধ্যে মাত্র একজন এই মাইলফলকে পৌঁছেছেন।

এমন একটি বিরল অর্জনকেও নতুন মাত্রা দিয়েছেন এমবাপ্পে। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে ৮ গোল করে তিনি গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে ২০২৬ বিশ্বকাপেও ইতোমধ্যে ৮ গোল করেছেন তিনি। ফলে বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে পরপর দুই আসরে অন্তত ৮টি করে গোল করার রেকর্ড এখন শুধুই তার দখলে।

মাত্র কয়েক বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারেই বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল গোলদাতাদের তালিকায় নিজের অবস্থান আরও শক্ত করেছেন এমবাপ্পে। নকআউট পর্ব থেকে শুরু করে ফাইনাল বড় মঞ্চে ধারাবাহিকভাবে গোল করার সামর্থ্য তাকে সমসাময়িক ফুটবলের অন্যতম সেরা পারফর্মার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিশ্বকাপের মতো সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে গোল করে যাওয়া সব সময়ই কঠিন। প্রতিপক্ষের মান, নকআউট পর্বের চাপ এবং প্রতিটি ম্যাচের গুরুত্ব বিবেচনায় একটি আসরেই ৮ গোল করা বিরল ঘটনা। সেখানে টানা দুই বিশ্বকাপে একই কীর্তি গড়ে এমবাপ্পে এমন একটি রেকর্ডের জন্ম দিয়েছেন, যা বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে দীর্ঘদিন বিশেষ মর্যাদা নিয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

# বালোগানের নিষেধাজ্ঞা স্থগিতেও কাজ হলো না, যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে

১২ পৃষ্ঠার পর

দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে দলে একাধিক পরিবর্তন আনেন যুক্তরাষ্ট্রের কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। আক্রমণভাগে নতুন গতি আনতে মাঠে নামান জিও রেইনা ও রিকার্দো পেপিসহ কয়েকজন বদলি খেলোয়াড়কে।

এরপর যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি ভালো সুযোগ তৈরি করলেও দুর্দান্ত গোলকিপিংয়ে দলকে রক্ষা করেন বেলজিয়ামের গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া। বিশেষ করে ফোলারিন বালোগানের নিশ্চিত গোলের সুযোগ ঠেকিয়ে দেন তিনি। যোগ করা সময়ে ম্যাচে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন বদলি হিসেবে নামা রোমেলু লুকাকু। যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্ডার ক্রিস রিচার্ডসের ভুলের সুযোগ নিয়ে সহজেই দলের চতুর্থ গোলটি করেন তিনি। ম্যাচে দুই দলই চোটের ধাক্কা খেয়েছে। প্রথমার্ধেই মাঠ ছাড়েন বেলজিয়ামের মিডফিল্ডার আমাদু ওনানা। অন্যদিকে বেলজিয়ামের তৃতীয় গোলের পর চোটের কারণে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়ক ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচ।

এই হারের মধ্য দিয়ে সহ-আয়োজক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হলো। ২০০২ সালের পর এবারও শেষ আটে ওঠার স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল তাদের। অন্যদিকে দাপুটে জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করল বেলজিয়াম। ১১ জুলাই শেষ আটের লড়াইয়ে স্পেনের মুখোমুখি হবে তারা।

## মিশরের বিপক্ষে

১৪ পৃষ্ঠার পর

পরে লক্ষ্যভেদ করে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আফ্রিকার দলটি। তাছাড়া, ভিএআরের সহায়তা নিয়ে রেফারি তাদের একটি গোল বাতিলও করে দেন। তবে ম্যাচের শেষভাগে আর্জেন্টিনার ঘুরে দাঁড়ানোর অবিশ্বাস্য লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন মেসিই।

ম্যাচের ৭৯তম মিনিটে মেসির ক্রস থেকে ক্রিস্তিয়ান রোমেরো গোল করে ব্যবধান কমান। চার মিনিট পর রেকর্ড আটবারের ব্যালন ডি’অর বিজয়ী মেসি নিজেই গোল করে আলবিসেলেস্তেদের সমতায় ফেরান। আর দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে এঞ্জো ফার্নান্দেজ জয়সূচক গোলটি করে পূর্ণতা দেন অসামান্য প্রত্যাবর্তনের। তখন বাঁধনহারা উল্লাসে ফেটে পড়ে আর্জেন্টিনা দল।

মেসির মতে, বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের শঙ্কা কাটিয়ে ফিরে এভাবে আসাটা সহজ ছিল না, ‘এভাবে একটি ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়া- ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ফিরে আসা- সহজ ছিল না। বিশেষ করে, এই বিশ্বকাপ যেভাবে চলছে এবং কোনো দল এমনি এমনি কাউকে ছেড়ে দিচ্ছে না এই সত্যিটা বিবেচনা করলে।’

আবেগ সামলাতে না পেরে কেঁদে ফেলার প্রসঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, ‘এটি ছিল খাঁটি আনন্দ এবং স্বস্তির একটি মুহূর্ত। আমরা বিশ্বকাপে থাকতে চেয়েছিলাম। আমরা চাইনি আজই সব শেষ হয়ে যাক, আমরা বাড়ি যেতে চাইনি।’

চলতি বিশ্বকাপে নিজের অষ্টম এবং সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে ২১তম গোলের স্বাদ নিয়েছেন মেসি। এর মাধ্যমে আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট জয়ের লড়াইয়ে আবারও কিছুটা এগিয়ে গেছেন তিনি। মাত্র ১৩ মিনিটের মধ্যে তিনবার জাল কাঁপিয়ে জয়ের পর সতীর্থরা তাকে শূন্যে ছুড়ে উদযাপনে মেতে ওঠেন।

তবে ম্যাচের গতিপথ বদলে দেওয়ার পেছনে রোমেরোর গোলটিকে মূল মুহূর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন মেসি, ‘আজকের ম্যাচটি ছিল আমাদের মানসিক দৃঢ়তার আরেকটি প্রমাণ, পিছিয়ে পড়ার পর এভাবে ফিরে আসা সহজ নয়... সৌভাগ্যবশত, আমরা ওই গোলটি পেয়ে যাই। আমার মনে হয়, ওটাই ছিল সেই মুহূর্ত, যখন ভেতরের সবাই এটি অনুভব করেছিল এবং বিশ্বাস করেছিল যে, ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব এবং আমরা এটি করতে যাচ্ছি।’

‘আমরা সমতা ফেরানোর জন্য যথেষ্ট ভাগ্যবান ছিলাম এবং তারপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ম্যাচটা জিতে নিই। আমরা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে গিয়েছি। এই দল যা অর্জন করেছে তা স্রেফ অবিশ্বাস্য,’ যোগ করেছেন মেসি।

## স্পেনের সঙ্গে সব

১৪ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন বাহিনীকে ইরানে হামলার জন্য স্প্যানিশ ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন সানচেজ।

এসব ইস্যুতে ক্ষুব্ধ হয়ে ন্যাটো সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্টকে স্পেনের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ন্যাটোতে স্পেনকে ‘ভয়ানক অংশীদার’ বলে অভিহিত করেছেন তিনি।

শীর্ষ সম্মেলনে ইরানের সঙ্গে করা সমঝোতা চুক্তি নিয়েও কথা বলেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘আমার ধারণা, ইরানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারকটি শেষ হয়ে গেছে।’

এর আগে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, সবশেষ দফার হামলায় ইরানের সুনির্দিষ্টভাবে ৮০টি স্থাপনায় আঘাত হানা হয়েছে। এতে ইরানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক, উপকূলীয় রাডার স্থাপনা এবং জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতাকে নিশানা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করিডোরে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর হামলা চালানোর ক্ষেত্রে ইরানের সক্ষমতা হ্রাসের লক্ষ্যে প্রণালির ভেতরে ও আশপাশে অবস্থানরত ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) ৬০টিরও বেশি ছোট নৌকায়ও হামলা চালানো হয়েছে। জবাবে অন্তত ৮৫টি মার্কিন স্থাপনায় হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি)।

## বিশ্বকাপের পরই

১৪ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বকাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৯ জুলাই। এরপর মাত্র ১০ দিন পর, ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ এমএলএস অল-স্টার ম্যাচ। যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার শার্লটে অবস্থিত ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই ম্যাচে এবারও নির্বাচিত হয়েছেন মেসি। তবে আর্জেন্টিনা যদি ফাইনালে খেলে, তাহলে দীর্ঘ ও কঠিন টুর্নামেন্ট শেষে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির কারণে অল-স্টার ম্যাচে না খেলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তিনি।

সেই সিদ্ধান্তই আবার তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এমএলএসের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, কোনো খেলোয়াড় উপযুক্ত বা অনুমোদিত চিকিৎসাজনিত কারণ ছাড়া অল-স্টার ম্যাচে অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী লিগ ম্যাচে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। ফলে মেসি অল-স্টার ম্যাচে না খেললে নিয়ম অনুযায়ী শাস্তির মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এমন পরিস্থিতির মুখে অবশ্য এর আগেও পড়তে হয়েছে আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে। গত মৌসুমে ক্লান্তির কারণে অল-স্টার ম্যাচে অংশ নেননি মেসি ও তার ইন্টার মায়ামি সতীর্থ জর্দি আলবা। পরে এমএলএস কর্তৃপক্ষ তাদের দুজনকেই একটি করে লিগ ম্যাচে নিষিদ্ধ করেছিল। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে তখন ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল।

তবে এবার পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলে ফিরলে বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি থাকবে। তাই গতবারের মতো কঠোর অবস্থান না নিয়ে এমএলএস কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলেও বিভিন্ন গণমাধ্যমে আলোচনা চলছে। যদিও এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত লিগ কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক কোনো অবস্থান জানায়নি।

এবারের অল-স্টার দলে মেসির পাশাপাশি জায়গা পেয়েছেন তার নতুন ইন্টার মায়ামি সতীর্থ রদ্রিগো ডি পল।

# রোমাঞ্চকর ম্যাচে মেক্সিকোর দুর্গ জয় করে

১২ পৃষ্ঠার পর

ইংলিশ রক্ষণকে ব্যস্ত রাখলেও গোলের দেখা পায়নি স্বাগতিকরা। প্রথমার্ধের শেষ দিকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে থাকে টমাস টুখেলের শিষ্যরা। ৩৬ ও ৩৮ মিনিটে মাত্র ৯৮ সেকেন্ডের ব্যবধানে জোড়া গোল করেন বেলিংহাম। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে জোড়া গোল করার কীর্তিও গড়েন ২৩ বছর বয়সী এই তারকা।

তবে বিরতিতে যাওয়ার আগে ব্যবধান কমায় মেক্সিকো। ৪২ মিনিটে কাছ থেকে বল জালে পাঠিয়ে স্বাগতিকদের আশা জাগিয়ে রাখেন হুলিয়ান কিনোনেস।

দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ম্যাচে নতুন মোড় আসে। ৫৩ মিনিটে মেক্সিকোর গ্যালার্দোকে বিপজ্জনক ট্যাকল করার ঘটনায় ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) পর্যালোচনার পর সরাসরি লাল কার্ড দেখেন ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার জ্যারেল কুয়ানসাহ। ফলে বাকি সময় ১০ জন নিয়েই খেলতে হয় ইংল্যান্ডকে।

তবে একজন কম নিয়েও আক্রমণে ধার হারায়নি ইংলিশরা। ৫৮ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডন বক্সের ভেতরে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় ইংল্যান্ড। স্পট-কিক থেকে হ্যারি কেইন গোল করে ব্যবধান ৩-১ করেন।

এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা চালায় মেক্সিকো। ৬৯ মিনিটে নিজেদের বক্সে কেইনের ফাউলের ঘটনায় আবারও ভিএআরের সহায়তায় পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। রাউল হিমেনেজ স্পট-কিক থেকে গোল করলে ব্যবধান কমে দাঁড়ায় ৩-২।

শেষ দিকে সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে স্বাগতিকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ডিফেন্ডার ড্যান বার্নকে নামিয়ে রক্ষণ আরও শক্ত করেন টুখেল। নির্ধারিত সময় শেষে যোগ করা হয় ১১ মিনিট। এতে ম্যাচের উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়।

যোগ করা সময়ে মেক্সিকোর গোলরক্ষকও কর্নারের সময় ইংল্যান্ডের ডি-বক্সে উঠে আসেন। একের পর এক কর্নার ও আক্রমণ সামলে দেন জন স্টোনস এবং গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড। শেষ বাঁশি বাজতেই স্বস্তির উল্লাসে ফেটে পড়ে ইংল্যান্ড শিবির। রুদ্ধশ্বাস এই জয় দিয়ে আজতেকা স্টেডিয়াম থেকেই কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়ে 'থ্রি লায়ন্স'রা।

# বিশ্বকাপ না জেতার আক্ষেপ উড়িয়ে দিলেন

১২ পৃষ্ঠার পর

দেখা পাননি রোনালদো। ফলে আন্তর্জাতিক ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ট্রফিটি জয়ের স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেল তার।

এই বাস্তবতা তাকে সর্বকালের সেরা ফুটবলার বিতর্কে লিওনেল মেসির তুলনায় পিছিয়ে দেবে বলেও মনে করছেন অনেকেই। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর মেসির পক্ষে সেই বিতর্ক আরও জোরালো হয়েছে।

তবে রোনালদোর দাবি, বিশ্বকাপ জিততে না পারায় তার ক্যারিয়ার অসম্পূর্ণ থাকছে না। তার মতে, ২০১৬ সালে পর্তুগালের হয়ে জেতা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপও বিশ্বকাপের শিরোপার মতোই মূল্যবান।

রোনালদো বলেন, ‘আমি পর্তুগালের হয়ে তিনটি শিরোপা জিতেছি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর আগে পর্তুগাল জাতীয় দল একটি শিরোপাও জেতেনি’

তিনি আরও বলেন, ‘জাতীয় দলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্জন ২০১৬ সালের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ। সত্যি বলতে, আমার কাছে এর গুরুত্ব বিশ্বকাপ শিরোপার সমান’

বিদায়ের মুহূর্তেও নিজের কোনো আক্ষেপ নেই বলে জানান পর্তুগিজ অধিনায়ক।

তিনি বলেন, ‘আমি নির্ভার মন নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। পর্তুগালের জন্য আমি আমার সর্বোচ্চটা দিয়েছি। আগামীকাল নতুন একটি দিন আসবে, জীবনও চলতে থাকবে’

তবে, ম্যাচ শেষে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি রোনালদো। চোখে অশ্রু নিয়ে গ্যালারিতে থাকা পর্তুগিজ সমর্থকদের উদ্দেশে হাততালি দেন এবং হাত নেড়ে বিদায় জানান তিনি।

ম্যাচের আগেই রোনালদো ঘোষণা দিয়েছিলেন, এটিই হবে তার ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ। ম্যাচ শেষে সেই সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করলেও আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দেননি তিনি।

রোনালদো বলেন, ‘হ্যাঁ, এটিই ছিল আমার শেষ বিশ্বকাপ। এখন পরিবারের সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে চাই। সবকিছু নিয়ে ভাবার জন্য সময়ও প্রয়োজন। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেব না’

আন্তর্জাতিক ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গোলের মালিক রোনালদো। পর্তুগালের জার্সিতে ২৩৩ ম্যাচে তার গোলসংখ্যা ১৪৬।

# সেলেসাওদের বিদায় করে কোয়ার্টার

১২ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়নি ব্রাজিলকে। অন্যদিকে প্রতিযোগিতায় কার্যত ইতিহাস গড়ল নরওয়ে। এই প্রথম বিশ্বকাপের এত দূর পৌঁছল ভাইকিংরা। শেষ চারে ওঠার লড়াইয়ে এবার তারা সামনে পাচ্ছে মেক্সিকো অথবা ইংল্যান্ডকে।

প্রথমার্ধ গোলশূন্যতে শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার বাড়িয়ে দেয় ব্রাজিল। কিন্তু একাধিকবার গোলের দারুণ সুযোগ পেয়েও লিড নিতে পারেনি তারা। কিন্তু ম্যাচের ৭৯তম মিনিটে ঠিকই সুযোগ পেয়ে ব্রাজিলের জালে এক গোল দিয়ে বসলেন আর্লিং হালান্ড। আর তাতেই এগিয়ে গেল নরওয়ে। বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর লড়াইয়ে নরওয়ের বিপক্ষে প্রথমার্ধ শেষে গোলশূন্য ছিল দুই দলই। প্রথমার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ও আক্রমণে সেলেসাওরা অধিকাংশ সময় আধিপত্য দেখালেও পেনাল্টি মিস করে গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেছেন মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমারেস। বিরতির পর নরওয়ে দলে দুটি পরিবর্তন এসেছে । আলেক্সান্দার সরলথ ও আন্তোনিও নুসার জায়গায় মাঠে নেমেছেন অস্কার বব ও আন্দ্রেয়াস শেলদেরুপ। অন্যদিকে গোলের সন্ধানে থাকা ব্রাজিল ৫৮ মিনিটে মাতেউস কুনিয়ার বদলে মাঠে নামিয়েছে এনদ্রিককে। মাঠে নেমেই গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন এনদ্রিক। কিন্তু ৬০ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের অসাধারণ পাসে গোলরক্ষককে এক পেয়েও বল জালে জড়াতে পারেননি তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ম্যাচটি। ম্যাচের ১২ মিনিটে নরওয়ের ডি বক্সে ক্রিস্টোফার আয়ার ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ম্যাথিউস কুনিয়াকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় ব্রাজিল। কিন্তু সেই পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন ব্রুনো গিমারেস। নিজের বাঁ দিকে ঝাপিয়ে ব্রুনোর শট ঠেকান নরওয়েজিয়ান গোলকিপার ওর্জান নায়ল্যান্ড।

এর আগে নরওয়ের একটি গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হয়।

এই ম্যাচের জয়ী দল বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড-মেক্সিকো ম্যাচের জয়ী দলের মুখোমুখি হবে।

# হরমুজে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর সার্ভিস ফি বসাচ্ছে ইরান

১৬ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথ দিয়ে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য ওমানের সঙ্গে যৌথভাবে একটি নতুন কাঠামো তৈরিতে কাজ করছে ইরান। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি সাময়িক চুক্তির পর তেহরানের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবটি এসেছে। ওই চুক্তি অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির পর ৬০ দিনের জন্য কোনো রকম মাশুল ছাড়াই বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে হরমুজ প্রণালি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে নতুন এই মাশুল ব্যবস্থা কবে থেকে কার্যকর হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

টোল নয়, মাশুল নেয়া হচ্ছে সেবার জন্য: ইরান

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি-র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাষ্ট্রদূত ফাজলি জানিয়েছেন যে হরমুজ প্রণালি দিয়ে পার হওয়া জাহাজগুলোকে দেওয়া বিভিন্ন সেবার জন্য এই মাশুল নির্ধারণ করা হবে। এটিকে কোনোভাবেই ট্রানজিট টোল বা যাতায়াত কর হিসেবে দেখা উচিত নয়।

তিনি বলেন, “যেহেতু হরমুজ প্রণালির একটি অংশ আমাদের আঞ্চলিক জলসীমার মধ্যে পড়ে, তাই আমরা অবশ্যই সেখানে সেবা প্রদানের বিপরীতে মাশুল আদায় করব”

রাষ্ট্রদূতের মতে, নৌ-চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জাহাজগুলোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং বিপুল পরিমাণ সমুদ্রযাত্রার ফলে পরিবেশের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, তা মোকাবিলা করার মতো বিষয়গুলো এই সেবার আওতায় থাকবে। ওমানের সঙ্গে সমন্বয় করে এই নতুন নিয়মের রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ইরান। হরমুজ প্রণালির অপর সীমান্তে ওমান অবস্থিত।

সুবিধা পাবে তেহরানের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো

ফাজলি আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সাম্প্রতিক সংকটের সময়ে যেসব দেশ ইরানের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তেহরান তাদের জন্য অনুকূল বা বিশেষ শর্তের প্রস্তাব করবে।

তিনি বলেন, “কঠিন সময়ে যেসব দেশ আমাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছে এবং বিশেষ করে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের জন্য আমরা অবশ্যই বিশেষ সুবিধার কথা বিবেচনা করব”

তবে কোন কোন দেশ এই বিশেষ সুবিধার আওতায় পড়বে বা কীভাবে এই নীতি বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি ইরানি রাষ্ট্রদূত।

হরমুজ প্রণালি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ, যার মধ্য দিয়ে বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেলের প্রায় ২০ শতাংশ পরিবাহিত হয়। এই সংকীর্ণ প্রণালিতে সামান্য ব্যাঘাত ঘটলেও তা বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহ এবং তেলের বাজারে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।

পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক সংঘাতের সময় ইরান সাময়িকভাবে এই প্রণালি দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। এতে বিশ্ববাজারে তেল সরবরাহ নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দেয় এবং জ্বালানির দাম দ্রুত বেড়ে যায়।

পরবর্তীতে শত্রুতা বন্ধ করতে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি প্রাথমিক সমঝোতার পর এই নৌপথটি আবার খুলে দেওয়া হয়। সেই চুক্তির অংশ হিসেবে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে ৬০ দিনের জন্য কোনো মাশুল ছাড়াই এই প্রণালি অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

ইরানের এই সর্বশেষ ঘোষণা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ পথ দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা একটি দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী কাঠামো প্রস্তুত করছে।


কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711


# স্বপ্নের আমেরিকায় দুঃস্বপ্নের গল্প

১৮ পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে গিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকার আবেদন দাখিলের পর তাদের আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন অ্যান্ড ইয়ুথ প্ল্যাটফর্মের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বলেন, শ্রমিকেরা ব্রাজিলে বৈধভাবে গিয়েছিলেন, তবে কেউ দেখেননি তারা আসলেই চাকরিতে নিযুক্ত কি না বা যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এই পথ ব্যবহার করছেন কি না।

তিনি সতর্ক করেন, দায়ী এজেন্সিগুলোকে জবাবদিহির আওতায় না আনা হলে আরও অনেককে কষ্ট ভোগ করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অবৈধ অভিবাসীদের নির্বাসন বাড়ছে। গত ৮ জুন একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ৪২ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়।

৬ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিলের মধ্যে কমপক্ষে আরও ৩৪ জন নির্বাসিত হন। জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ২২০ জনেরও বেশি বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

# আবার ভিএআর বিতর্ক: ‘মিসটেকেন আইডেন্টিটি’ নিয়মে প্রথম লাল কার্ড পেলেন সুইজারল্যান্ডের এমবোলো

১৩ পৃষ্ঠার পর

ফাউল করেছেন এবং রেফারি জোয়াও পিনহেইরো তাকে হলুদ কার্ড দেখান। তবে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) হস্তক্ষেপ করলে রেফারিকে মনিটর দেখার অনুরোধ জানানো হয়। রিপ্লে দেখে রেফারি নিশ্চিত হন যে পারেদেস ফাউল করেননি, বরং এমবোলো ডাইভ দিয়েছেন। ফলে পারেদেসের কার্ড বাতিল করে এমবোলোকে কার্ড দেখান রেফারি। প্রথমার্ধে একবার হলুদ কার্ড পাওয়ায় দ্বিতীয় কার্ডের ফলে তাকে মাঠ ছাড়তে হয়।

এর মাত্র পাঁচ মিনিট আগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে ম্যাচে সমতা ফিরিয়েছিল সুইজারল্যান্ড। এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে লাল কার্ড পেয়ে ২৯ বছর বয়সী এমবোলো কান্নায় ভেঙে পড়েন। সতীর্থরা তাকে সান্ত্বনা দিলেও অনেক ফুটবলবোদ্ধার সহানুভূতি পাননি তিনি। সাবেক স্ট্রাইকার ব্র্যাডলি রাইট-ফিলিপস বলেন, 'আমি এমবোলোর সতীর্থদের জন্য দুঃখিত, কিন্তু তার জন্য নয়। সে হয়তো তার দলকে সেমিফাইনালে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে।'

জ্যামাইকার সাবেক আন্তর্জাতিক ফুটবলার জোবি ম্যাকআনফ বলেন, 'ব্রিল এমবোলো নিজেকে এবং তার সতীর্থদের হতাশ করেছেন।হয়তো সে ভেবেছিল ধাক্কাটি আরও আগে আসবে, কিন্তু তা হয়নি। এটি ডাইভিং ছিল ঠিকই, তবে তার জন্য খারাপও লাগছে।'

১০ জনের সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে অতিরিক্ত সময়ে ৩-১ ব্যবধানে জয় পায় আর্জেন্টিনা। সেমিফাইনালে তারা ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে। সুইজারল্যান্ডের কোচ মুরাত ইয়াকিন বলেন, 'একজন কম নিয়ে খেললেও আমরা আমাদের সবটুকু দিয়েছি। আমি সবার জন্য অত্যন্ত গর্বিত।'

## কী এই নতুন নিয়ম?

বিশ্বকাপের আগে ফিফা বেশ কিছু নিয়ম পরিবর্তন করেছে। ফিফার রেফারিং বিষয়ক প্রধান পিয়েরলুইজি কলিনা বিশেষভাবে এই 'মিসটেকেন আইডেন্টিটি' সংক্রান্ত নিয়মটি যুক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনো খেলোয়াড়কে ভুলবশত কার্ড দেখানো হয় কিন্তু ফাউলটি আসলে অন্য দলের কেউ করে থাকে, তবে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যাবে। পারেদেসকে ভুল করে কার্ড না দেখালে এমবোলোর বিরুদ্ধে এই নিয়ম কার্যকর হতো না এবং তিনি মাঠেই থাকতেন।

এর আগে চলতি আসরে যুক্তরাষ্ট্র ও প্যারাগুয়ে ম্যাচেও এই নিয়মের প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল। মার্কিন ডিফেন্ডার টিম রিমকে শুরুতে মিগুয়েল আলমিরনের ওপর ফাউল করার দায়ে হলুদ কার্ড দেওয়া হয়েছিল। ফ্রি-কিক নেওয়ার পর ডাচ রেফারি ড্যানি মাক্কেলি ভিএআর-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। রিমের কার্ড বাতিল করে আলমিরনকে ডাইভিংয়ের জন্য হলুদ কার্ড দেওয়া হয়েছিল। এর আগে রেফারিদের এমন সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অনুমতি ছিল না।

# নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

# ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

## সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

# Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

# WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

# WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

## ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
**Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

**Gopika Nandini Are, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician**
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

**Dr. Alda Andoni, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician (OBS & GYN Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

**91-12, 175th St, Suite-1B**
**Jamaica, NY 11432**

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

## আমেরিকার এআই যুদ্ধযন্ত্রে মানুষের

২০ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু এই আশ্বাস আসলে সমস্যার সমাধান করে না। কোনো ব্যক্তি যখন শুধুমাত্র এআই সিস্টেম এর দেওয়া চূড়ান্ত সুপারিশ বা নির্দেশনা দেখেন, যার পেছনে থাকা তথ্যের উৎস বা ট্রেইল পরীক্ষা করার কোনো সুযোগ তার থাকে না এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ঘণ্টার বদলে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় পান, তখন তার পক্ষে অর্থপূর্ণ বা স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায়, এআই সরাসরি ট্রিগার না টিপেও যেকোনো মারাত্মক হামলার রূপরেখা নির্ধারণ করে দিতে পারে। কোন বিষয়টিকে জরুরি হিসেবে দেখাতে হবে, কোন মানুষ বা স্থানটি লক্ষ্যবস্তুর তালিকার শীর্ষে উঠবে এবং কোন তথ্যগুলো একেবারেই সামনে আনা হবে না- তা মূলত এআই সিস্টেমের মাধ্যমেই নির্ধারিত হচ্ছে।

ইরানের ওপর সাম্প্রতিক সামরিক অভিযান এই উদ্বেগকে আরও বাস্তব ও তাৎক্ষণিক করে তুলেছে। গোপন গোয়েন্দা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, সম্ভাব্য স্থানাঙ্ক বা কো-অর্ডিনেট প্রস্তাব করা, লক্ষ্যবস্তুগুলোর র‍্যাংকিং বা অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং যে পরিকল্পনা করতে একসময় কয়েক সপ্তাহ লাগত, সেটিকে রিয়েল-টাইম বা তাৎক্ষণিক অপারেশনে রূপান্তর করতে ম্যাভেন এবং অ্যানথ্রোপিকের তৈরি ক্লড এআই ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, এআই নিজেই স্বাধীনভাবে প্রতিটি লক্ষ্যবস্তু নির্বাচন করেছে কিংবা এআই-সমর্থিত প্রতিটি হামলাই বেআইনি ছিল।

বার্তাসংস্থা রয়টার্স পরবর্তীতে এক প্রতিবেদনে জানায় যে, প্যালানটিয়ার কোম্পানিকে ম্যাভেন সিস্টেম থেকে অ্যানথ্রোপিকের প্রযুক্তি বাদ দেওয়ার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তবে মূল ও বড় বিষয়টি এখনো অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে: পেন্টাগন এমন সব সিস্টেমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছে, যা মূলত বলপ্রয়েরোগ বা হামলার আগে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনার সময়টুকুকে চরমভাবে সংকুচিত করছে বা কেড়ে নিচ্ছে।

মিনাবের সেই ট্র্যাজেডি প্রমাণ করে যে, তথ্য বিশ্লেষণ আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতিকে একটি পরম গুণ হিসেবে বিবেচনা করার মানবিক মূল্য কতটা চড়া ও ভয়াবহ হতে পারে। আক্রান্ত সেই স্কুলটির একটি পাবলিক ওয়েবসাইট ছিল, সেখানে শিক্ষার্থীদের ছবি পোস্ট করা হতো এবং স্যাটেলাইটের চিত্রেও এটি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা সম্ভবত পুরোনো গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করেছিলেন।

এই নির্দিষ্ট হামলার ক্ষেত্রে এআই-এর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা কী ছিল, তা প্রকাশ করা হয়নি। তবে তথ্য-উপাত্তগুলো স্পষ্টতই স্কুলটিকে তার সংলগ্ন সামরিক ক্যাম্প বা কম্পাউন্ড থেকে আলাদা করে দেখাতে ব্যর্থ হয়। আর পেন্টাগনও প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করেনি, এই ভুলটি কীভাবে টার্গেটিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ নিল। এটি কেবল কোনো কারিগরি ত্রুটি নয়, এটি সরাসরি জবাবদিহিতার বড় সংকট।

মার্কিন কংগ্রেসের উচিত এআই-সমর্থিত লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি বেসামরিক বা আইনি বিরতির নিয়ম (সিভিলিয়ান স্টপ রুল) প্রতিষ্ঠা করা। বেসামরিক নাগরিকদের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া মাত্রই সমজাতীয় মিশনগুলোতে সংশ্লিষ্ট এআই সিস্টেমের ব্যবহার সাময়িকভাবে স্থগিত করা উচিত; একই সঙ্গে তথ্য ও অনুমোদন ভাগের একটি স্বাধীন পর্যালোচনা ও এআই সিস্টেমটির ভূমিকা নিয়ে জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়াও বাধ্যতামূলক করা দরকার।

তার অর্থ অবশ্য এটাও নয় যে, প্রতিটি বেসামরিক হতাহতকেই অপরাধের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হবে কিংবা সামরিক ক্ষেত্রে এআই-এর সমস্ত ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে। এর আসল মানে হলো- কোনো ডেটাবেস, কোনো ঠিকাদার বা কমান্ডারের একটি সিদ্ধান্ত কোনো বেসামরিক এলাকাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে ভূমিকা রেখেছিল কি না, তা জানার জন্য ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে মাসের পর মাস- গোপনীয়তার অন্ধকারে বসে অপেক্ষা করতে হবে না।

মার্কিন কংগ্রেস অবশ্য কিছু বিস্তৃত সুরক্ষাকবচ বা গার্ডরেল নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। প্রতিনিধি পরিষদের আর্মড সার্ভিসেস কমিটির ২০২৭ অর্থবছরের প্রতিরক্ষা বিলে পেন্টাগনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা তাদের এআই নীতিমালার পরিধি এমন সমস্ত সিস্টেমে প্রসারিত করে- যা অপারেশনাল পরিকল্পনা, লক্ষ্যবস্তু উন্নয়ন, অস্ত্র নির্বাচন এবং আক্রমণাত্মক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে।

এটি অবশ্যই একটি ইতিবাচক সূচনা। তবে এটি কোনো ‘সিভিলিয়ান স্টপ রুল’ বা বেসামরিক থামার নিয়ম নয়। এটি কোনো ধ্বংসাত্মক বা বা মর্মান্তিক ঘটনার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো সিস্টেমকে থামিয়ে দেয় না, কিংবা জনসাধারণের কাছে জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা দেয় না।

সিভিলিয়ান স্টপ রুল থাকলে তা মূলত যুদ্ধের আন্তর্জাতিক আইনকেই আরও শক্তিশালী করবে। প্রচলিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইন অনুযায়ী, লক্ষ্যবস্তু যাচাই করতে ও বেসামরিক নাগরিকদের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে সামরিক বাহিনীকে সম্ভাব্য সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আর যখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে কোনো লক্ষ্যবস্তু সামরিক নয় বা কোনো হামলা বেআইনি হতে পারে, তখন সেই হামলা বাতিল বা স্থগিত করার স্পষ্ট নির্দেশও এই আইনে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ইতিমধ্যে এআই সিস্টেমগুলোর নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপত্তা বা আইনি সম্মতির ক্ষেত্রে কোনো উদ্বেগ দেখা দিলে আফটার-অ্যাকশন রিভিউ (হামলা-পরবর্তী পর্যালোচনা) এবং পুনরায় পরীক্ষা করা বা সিস্টেমটি সাময়িকভাবে স্থগিত করার সুপারিশ করেছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণা ও একাডেমিক কাজও একই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গবেষক রেনাতো উলফ এআই-সমর্থিত লক্ষ্যবস্তু যাচাইকরণের প্রতিটি ধাপে সর্বোচ্চ সতর্কতার ওপর জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে জেসিকা ডরসি সতর্ক করে বলেছেন, কম্পিউটেশনাল বা কৃত্রিম ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মানুষের বিচারবুদ্ধি ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতে পারে। কোনো এআই-চালিত প্রক্রিয়া যদি কেবল গতিকে পুরস্কৃত করার কারণে লক্ষ্যবস্তু যাচাইকরণকে আরও কঠিন করে তোলে, তবে সেই সমস্যাটি আসলে বিদ্যমান আইনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতারই নামান্তর।

প্যালানটিয়ার হয়তো সহজেই বলতে পারে যে তারা কেবল প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করেছে। পেন্টাগন বলতে পারে সফটওয়্যার তো শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। আর একজন অপারেটর হয়তো অজুহাত দেবেন যে তার কাছে তথ্যগুলো আগেই র‍্যাংকিং করে বা সাজানো অবস্থায় এসেছিল। কিন্তু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে যারা স্বজন হারানোর বেদনায় কাঁদছেন, কে দায়ী- তার কোনো স্পষ্ট উত্তর তাদের কাছে নেই। ওয়াশিংটন যতদিন না জনসাধারণের কাছে দৃশ্যমান একটি ‘সিভিলিয়ান স্টপ রুল’ তৈরি করছে, ততদিন এই “নিখুঁত যুদ্ধ” (প্রিসিশন ওয়ারফেয়ার) কেবল একটি প্রযুক্তিগত শব্দবন্ধ হিসেবেই রয়ে যাবে; যা আসলে একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে আড়াল করে। যার পরিণতি হচ্ছে- হামলার আগেই থামার, লক্ষ্যবস্তু পরীক্ষা করার এবং নিজের ভুলের জন্য জবাবদিহি করার কোনো কার্যকর উপায় ছাড়াই- অন্ধের মতো বলপ্রয়োগের গতিকে বাড়িয়ে যাওয়া।

**লেখক: ব্রায়ান হাডসন একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং স্বাধীন সাংবাদিক।**

## আলোচনায় বিশ্বকাপ ও কালেমাখচিত

২০ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে- কেউ কেউ এটিকে সম্মানের চোখে দেখেন, আবার কেউ কেউ অবমাননা বা অপব্যবহারের আশঙ্কায় এর বিরোধিতা করেন। ইসলামে কোনো কাল্পনিক বা কৃষ্টিগত রূপের পতাকার চেয়েও মানুষের ঈমান, আমল ও ইসলামের মূল বিশ্বাসের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইসলামে যদি কোনো নির্দিষ্ট পতাকা না-ই থাকে, তাহলে ঠিক এখন কালেমাখচিত পতাকা নিয়ে মিছিল হচ্ছে কেন? এর উত্তরে দুটি বিষয় সামনে এসেছে, এক বিশ্বকাপ ফুটবল। যাকে ঘিরে সারাদেশে এবারও আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশের পতাকা লাগিয়েছেন ফুটবল ভক্তরা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ফুটবলের এই পতাকা টাঙানোর বিরুদ্ধে ইসলামপন্থিদের কেউ কেউ অবস্থান নিয়েছেন।

এক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে চট্টগ্রামভিত্তিক একটি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষক ও হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসিচব মুফতি হারুন ইজহারের একটি বক্তব্য। যেখানে তিনি বলেছেন, আপনারা সব জায়গায় কালেমার পতাকা লাগায় দিবেন। এখন যদি এটা জঙ্গিবাদ হয়ে থাকে তাহলে আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিল- এগুলোর সব পতাকা নামাতে হবে। এগুলো যেখানে থাকবে, আমাদের কালেমার পতাকাও থাকবে। (বিবিসি বাংলা)

ধারণা করা যায়, ফেসবুকে তার এই বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ার পর কালেমাখচিত সাদা ও কালো রঙের পতাকা ওড়ানো, মিছিল, শোভাযাত্রা এবং ফ্লাইওভার, ব্রিজ কালভার্টসহ বিভিন্ন স্থানে পতাকা লাগাতে শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বা দেশে ফুটবল খেলা নতুন কিছু নয়, এটা যুগ যুগ ধরে অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। অথচ একে বিজাতীয় সংস্কৃতি বলে সমালোচনা করে অনেকে বক্তব্য দিচ্ছেন, মিছিল করছেন এবং চ্যালেঞ্জ করছেন।

এতগুলো বছর যাবত যে বিশ্বকাপ চলছে, বাংলাদেশের কোনো সমর্থক কি খেলাকে কেন্দ্র করে নিজের ধর্ম বাদ দিয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন? করেন নাই, কারণ খেলা পছন্দের সাথে ধর্ম বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। এছাড়া ১৪টি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশও ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলছে।

যদিও পরবর্তীতে হারুন ইজহার নিজেই বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, এটা ফুটবল খেলাকে ঘিরে বলা হয়েছিল। “খেলাকে ঘিরে অমুসলিম দেশগুলোর পতাকা এভাবে উত্তোলন করা, বিদেশি একটা পতাকা বা সিম্বলকে দেশে এভাবে গণহারে ব্যবহার করা- এটা কোনোদিক থেকেই যায় না। আমি বলেছিলাম যে, আমাদের ভাইদের অনেকেই এটাকে সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিরোধ করতে গিয়ে কালেমার পতাকা লাগাচ্ছেন।”

আধুনিক বিশ্বে সব আয়োজনের মধ্যে খেলাধুলা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপে ৪৮টি দেশ অংশ নিলেও বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যায় ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনায়। চারিদিক ছেয়ে যায় বড় বড় পতাকা, ফেস্টুন, জার্সি, টুপি, দেয়াল লিখনে। বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্ট এলেই বাংলাদেশের দৃশ্যপট এভাবেই বদলে যায়। চায়ের টেবিলে, অফিসে, আড্ডায় বিতর্ক জমে ওঠে। বিশ্বকাপে বিভিন্ন দেশের পতাকার বিপরীতে কালেমাসহ বাংলাদেশের পতাকা ব্যবহার করার বিষয়টি নিয়ে সেজন্যই আলোচনা হচ্ছে।

অবশ্য কেন এইসব কালেমা লেখা পতাকা ওড়ানো হচ্ছে, এর প্রতীকী অর্থ কী, এটা হয়তো অধিকাংশ মানুষ ঠিক বুঝবেন না বা ভাববেন না। তবে একজন মুসলিম এটাকে রেসপেক্ট করবেন এটাই স্বাভাবিক।

সরকারের দিক থেকেও বলা হচ্ছে কালেমাখচিত পতাকা বা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতীককে ঘিরে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি, অবমাননা কিংবা রাজনৈতিক অপব্যবহার কাম্য নয়। ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন কালেমাখচিত পতাকার বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে আলেম-ওলামা, শিক্ষাবিদ, ধর্মপ্রাণ মানুষসহ সবাইকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে দুনিয়াজুড়ে মাতামাতির শেষ নেই। খেলা দেখার সময় মানুষ কিছু সময়ের জন্য ভুলে যায় ব্যক্তিগত দু:খ, কষ্ট। এমনকি যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবই পেছনে পড়ে যায়। শুধু খেলাকে ভালবেসে হাজার হাজার মাইল দূরের দেশ ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, মরক্কো, স্পেন বা জার্মানিকে নিয়ে মানুষের উত্তেজনার শেষ নেই। নিজের দেশ খেলতে না পারলেও এই একটি সময়ে আমরা হয়ে উঠি গ্লোবাল সিটিজেন। সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক আসরের একজন দর্শক মনে করি নিজেদের।

একটি ইতিবাচক দিক যে খেলাধুলার অর্জনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক পেছনে পড়ে থাকলেও, ফুটবল, ক্রিকেট নিয়ে এদেশের মানুষের আগ্রহ ও উন্মাদনা অনেক বেশি। মানুষ আনন্দ করতে চায়, চায় সুস্থ প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে। খেলা চলাকালীন সময়ে মানুষ ভুলে যায় নিজেদের অপ্রাপ্তি, হতাশা। শিশু থেকে প্রবীণ সবার মুখে মুখে ফেরে পেলে, ম্যারাডোনা, মেসি, রোনালদো ও নেইমারের নাম। সবাই সমানভাবে বিশ্বকাপের আনন্দ উপভোগ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে এক হয়ে আনন্দ ভাগ করে নেয়াই হচ্ছে বিশ্বকাপ জ্বর। এই নিষ্পাপ আনন্দ উদযাপনের সুযোগ কি সবসময় পাওয়া যায়?

কাজেই বিশ্বকাপ খেলা ও সেটাকে ঘিরে আনন্দকে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো কতটা যৌক্তিক হচ্ছে? খেলা পাগল মানুষ কত কী যে করে নিজের পছন্দের টিমকে সমর্থন করতে গিয়ে। সত্তর থেকে নব্বই দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলাদেশেও আবাহনী আর মোহামেডান নিয়ে এমনই উত্তেজনা ছিল। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে সমর্থন না থাকা ও ক্রিকেটের ধাক্কাসহ আরো কিছু কারণে একসময় আমাদের ফুটবল মুখ থুবড়ে পড়ে, যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সাফল্যের সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারলে আজ হয়তো আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠতো বিশ্বকাপের ময়দানে।

## ‘আমাকে অসম্মান করবেন না’:

১৩ পৃষ্ঠার পর

রেফারির কথা বলার ধরন পছন্দ না থাকায় সরাসরি তার মুখোমুখি হন তিনি। মাঠে দলের অধিনায়ক হিসেবে নিজের সম্মান ধরে রেখে সরাসরি রেফারির মুখের ওপর নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি, রেফারির কাছ থেকে সম্মানজনক আচরণ দাবি করেন।

সুইজারল্যান্ড ফ্রি কিক নেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে এই ঘটনা ঘটে। মেসি তখন আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগের দেয়ালে দাঁড়িয়েছিলেন। রেফারি পিনহেইরো তাকে নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট দূরত্বে পিছিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু রেফারির বলার ভঙ্গি ও শারীরিক ভাষা রোজারিও থেকে উঠে আসা এই তারকাকে বিরক্ত করে তোলে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলুন।

উত্তেজনা সেখানেই শেষ হয়নি। ফ্রি কিক নেওয়ার পর টেলিভিশন ক্যামেরায় দুজনের মধ্যে আরেকটি কথোপকথনের দৃশ্য ধরা পড়ে। মেসি আবার রেফারির কাছে যান এবং ঠোঁট নড়া দেখে বোঝা যায়, মেসি রেফারিকে বলছিলেন: আমার সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলুন। আমাকে অসম্মান করবেন না। আমি আপনার সাথে ঠিকভাবে কথা বলছি, আপনিও সেভাবে বলুন।

নিজের বক্তব্যের দৃঢ়তা বজায় রাখলেও আর্জেন্টিনা অধিনায়ক এ সময় যথেষ্ট সংযত ছিলেন। কথা বলার সময় তিনি হাত দুটিকে পিঠের পেছনে রেখেছিলেন এবং তার আচরণে কোনো ধরনের উত্তেজনা প্রকাশ পায়নি। এই বাদানুবাদের কারণে রেফারি মেসিকে কোনো কার্ড বা শাস্তি দেননি।

পর্তুগালের ভিলা নোভা ডি ফামালিকাও শহরে জন্ম নেওয়া জোয়াও পেড্রো পিনহেইরোর বয়স ৩৮ বছর। ইউরোপের সম্ভাবনাময় রেফারিদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাকে। ২০১৫ সালে পর্তুগালের শীর্ষ বিভাগে রেফারি হিসেবে তার অভিষেক হয় এবং এর মাত্র এক বছর পর ২০১৬ সালে তিনি ফিফার আন্তর্জাতিক রেফারির ব্যাজ লাভ করেন।

ইউরোপীয় ফুটবলে তার উত্থান ছিল বেশ ধারাবাহিক। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ, ইউরোপা লিগ এবং ২০২৫ উয়েফা সুপার কাপের মতো বড় বড় টুর্নামেন্টে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এই অভিজ্ঞতাই ২০২৬ বিশ্বকাপের বিশ্বমঞ্চে রেফারি হিসেবে তাকে জায়গা করে দিয়েছে।

## বেলিংহামের জোড়া গোলে

১৩ পৃষ্ঠার পর

গোলরক্ষক ওরিয়ান নাইল্যান্ড। তবে ফিরতি বলে সবার আগে পৌঁছে জোরালো শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন বেলিংহাম।

অতিরিক্ত সময়ে ইংল্যান্ডকে একটি পেনাল্টি দেওয়া হলেও ভিএআর পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্তটি বাতিল করা হয়।

শেষ দিকে সমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে নরওয়ে। আন্তোনিও নুসা ও অস্কার বব কয়েকটি বিপজ্জনক আক্রমণ গড়লেও ইংল্যান্ডের ডিফেন্স ভাঙতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান ধরে রেখে কঠিন জয় নিশ্চিত করে টমাস টুখেলের দল এবং জায়গা করে নেয় সেমিফাইনালে।

## মার্কিন কর্মকর্তা বললেন ইরানের সঙ্গে ‘কারিগরি আলোচনা’ চালিয়ে যাবে

৫ পৃষ্ঠার পর

কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখছেন। এর আগে তুরস্কের আঙ্কারায় ন্যাটো সম্মেলনে ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরানের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধবিরতি শেষ হয়ে গেছে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তা জানান, দুই দেশের মধ্যে গত মাসে সই হওয়া সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল। তার দাবি, ইরানের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড অগ্রহণযোগ্য মাত্রায় চুক্তি লঙ্ঘনের শামিল। তারপরও তেহরানের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

গত মাসে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বড় ধরনের চাপে পড়েছে। চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান উভয়েই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছে। ন্যাটো সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি আর তাদের (ইরান) নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।’

সম্মেলন শেষে ফেরার পথে ট্রাম্প দাবি করেন, সংঘাত বন্ধে নতুন একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে ইরানই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

তিনি বলেন, ‘তারা কিছুক্ষণ আগেই ফোন করেছে। তারা খুব করেই একটি চুক্তি করতে চায়। কিন্তু তারা আদৌ সেই চুক্তির যোগ্য কি না, আমি জানি না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, তারা চুক্তি মেনে চলবে কি না।’

অন্যদিকে ইরান অভিযোগ করেছে, যুক্তরাষ্ট্রই সমঝোতা স্মারকের শর্ত ভঙ্গ করেছে। তেহরানের দাবি, হরমুজ প্রণালিতে ইরানের নেওয়া পদক্ষেপে হস্তক্ষেপ, নতুন করে হামলার হুমকি এবং তেল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করে ওয়াশিংটন চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। হরমুজ প্রণালিতে তিনটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার জবাবে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়। পরে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ ইরানকে তেল বিক্রির সুযোগ দেওয়া একটি বিশেষ ছাড়ও প্রত্যাহার করে নেয়।

KARNAFULLY HOME CARE

# KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

## WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

## Our Services in New York Counties

**We Provide The Following Home Care Services**

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

### Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

**NYS Department of Health LHCSAs**

**Main Office**
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

**Jamaica Office**
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

**Mohammed Hasem, EA, MBA**
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

# ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কি

১৩ পৃষ্ঠার পর

মানুষ বাজি ধরেছে। এবার নজর ছিল রোনালদোর চোখের পানির দিকে। পর্তুগিজ মহাতারকার ক্যারিয়ারের ইতিহাস ঘেঁটে বাজিকররা কান্নার প্রমাণ খুঁজছিলেন। ২০২২ বিশ্বকাপে মরক্কোর কাছে হেরে মাঠ ছাড়ার সময় তাঁর ডুকরে কাঁদার দৃশ্য যেমন ছিল, তেমনি এ বছর সৌদিতে লিগ জেতার পর তাঁর আনন্দের অশ্রুও রেকর্ডে ছিল। ফলে এই সপ্তাহে বাজি ধরার হার ৭০ শতাংশেই ছিল কান্নার পক্ষে।

**ম্যাচ ও অমীমাংসিত বিতর্ক**

সোমবারের ম্যাচটি ছিল ৪১ বছর বয়সী রোনালদোর জন্য সম্ভবত শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচ। স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে পর্তুগালের বিদায়ের পর ফক্স স্পোর্টসের ধারাভাষ্যকার মন্তব্য করেন, রোনালদোকে এখানে খুব আবেগপ্রবণ দেখা যাচ্ছে। তাকে মুখ মুছে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। কিন্তু তিনি কি আসলেই কেঁদেছিলেন? এই নিয়েই শুরু হয় চুলচেরা বিশ্লেষণ। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর পলিমার্কেটের ডিসকর্ড চ্যানেলে ব্যবহারকারীরা রোনালদোর মুখের ছবি জুম করা ছবি ডাউনলোড করে পরীক্ষা শুরু করেন। কেউ তাঁর নাকের ও চোখের কোণে তীরের চিহ্ন দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে ওগুলো চোখের জল। বাজিকরদের এক পক্ষ দাবি করে, ওগুলো স্রেফ ঘাম আর চিকচিক করা চামড়া, তিনি কাঁদেননি।

অন্যপক্ষ পাল্টা যুক্তি দিয়ে বিবিসি ও ইএসপিএন-এর সংবাদ শিরোনাম তুলে ধরেন। বিবিসির শিরোনাম ছিল, রোনালদোর বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারের সমাপ্তি অশ্রুসিক্ত...। ইএসপিএন লিখেছিল, রোনালদো চোখ থেকে জল মুছছিলেন। বাজিকরদের দাবি, যে জল নেই, তা মোছা যায় না।

পলিমার্কেটের চূড়ান্ত রায়

পলিমার্কেট বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনার পর শেষ পর্যন্ত রায় দেয়-হ্যাঁ, রোনালদো কেঁদেছিলেন। তারা জানায়, গ্যালারি ও ভিডিও ফুটেজে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে ম্যাচ শেষে রোনালদোর মুখে দৃশ্যমান চোখের জল ছিল। এই রায়ের পর মুহূর্তের মধ্যেই লাখ লাখ ডলার এক হাত থেকে অন্য হাতে চলে যায়।

তবে পলিমার্কেট ঠিক কোন প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ ব্যবহারকারীরা মন্তব্য করেছেন, প্রমাণ কোথায়? কেউ কেউ ফিফা প্রধান জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর প্রসঙ্গ টেনে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটির পরিসংখ্যানের অধ্যাপক রন ইউরকো এই পুরো প্রক্রিয়াকে ওয়াইল্ড ওয়েস্ট বা নিয়ন্ত্রণহীন পরিবেশের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, তারা কোনো প্রমাণ না দিয়ে রায় দিচ্ছে, যা স্বচ্ছতার অভাবকে প্রকাশ করে। সাধারণ মানুষের এমন জায়গায় বাজি ধরার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত।

**বিশেষজ্ঞের মত**

কান্না নিয়ে গবেষণার জন্য বিশ্বখ্যাত নেদারল্যান্ডসের টিলবার্গ ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. অ্যাড ভিঙ্গারহোটস এই ফুটেজটি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, রোনালদো কান্নার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ছিলেন এবং তা চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন।

ড. ভিঙ্গারহোটস বলেন, যদি কান্নার মাপকাঠি হিসেবে কেবল তরল চোখের জল বের হওয়াকে ধরা হয়, তবে সিদ্ধান্ত হবে-তিনি কাঁদেননি। কিন্তু আবেগীয়ভাবে সংজ্ঞা দিলে, এটি নিশ্চিতভাবেই কান্না এবং তা দমনের এক লড়াই ছিল।

**বাজি যখন অর্থের লড়াই**

সাধারণত খেলার বাজি হয় জয়-হার বা গোল নিয়ে। কিন্তু বর্তমানের প্রেডিকশন মার্কেটগুলো এমন সব বিষয়ে বাজি ধরার সুযোগ দিচ্ছে যা আগে ভাবাও যেত না। যেমন-২০২৬ সালের মধ্যে যিশু খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন ঘটবে কি না, তা নিয়েও পলিমার্কেটে বাজি চলছে।

এর আগে সুপার বোলে র‍্যাপার কার্ডি বি পারফর্ম করবেন কি না তা নিয়ে ৫ মিলিয়ন ডলারের বাজি হয়েছিল। তিনি কেবল গানের তালে নেচেছিলেন কিন্তু গান গাননি। পারফরম্যান্স শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নিয়ে সে সময় দুই বাজিকর প্ল্যাটফর্ম ভিন্ন ভিন্ন রায় দিয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বাজারগুলো যত বিস্তৃত হচ্ছে, ততই এই ধরনের অস্পষ্ট পরিস্থিতি এবং বাজিকরদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়বে। কারণ এখানে অর্থের অংক বিশাল, আর প্রমাণের ভিত্তি কেবল স্রেফ দৃষ্টিভঙ্গি।

# ২৫০ বছরে আমেরিকা: একই সঙ্গে

১৮ পৃষ্ঠার পর

হাজারো নির্বোধ ভুল সত্ত্বেও- দেশটি বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার প্রধান নোঙর বা ভরসাস্থল হিসেবে টিকে ছিল। আমরা এমন সব আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন জারি রেখেছিলাম, যা পুরো বিশ্বকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল; আর আমাদের মিত্ররা যদি অনেক ক্ষেত্রে এর নিখরচায় সুবিধাবাদী অংশীদারও হয়ে থাকে, তবুও আমরা এমন এক জোয়ার তৈরি করতে পেরেছিলাম যা প্রায় সব তরীকেই ভাসিয়ে তুলেছিল।

তিনি বলেন, আমেরিকা এখনো বিশ্বকে মোহিত করে চলেছে, তবে এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমি গত সপ্তাহটি থাইল্যান্ডে কাটিয়েছি; যে দেশটি একসময় সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ের মধ্যে ঘূর্ণায়মান ছিল, সেটি এখন দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্বের মুখোমুখি- একদিকে পিছু হটতে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যদিকে উদীয়মান চীন। ব্যাংকক বিমানবন্দরে এখন চীনা পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়; আর মহাসড়কগুলোর পাশে চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ির বিজ্ঞাপনে ভরা বিলবোর্ডের সারি যেন এক বিশাল প্রাচীর তৈরি করে রেখেছে।

কনসাল্টিং ফার্ম কার্নি আয়োজিত একটি সম্মেলনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আমি বারবার বিদেশি বিশ্লেষকদের মুখে শুনছিলাম যে, আমেরিকা কীভাবে দিন দিন একটি অনির্ভরযোগ্য এবং কখনো কখনো নিপীড়ক অংশীদারে পরিণত হয়েছে। ব্রিটেন, ভারত ও মালয়েশিয়া থেকে আসা বক্তারা একমত হয়েছেন যে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন পুরনো বিশ্বব্যবস্থার অবসান ঘটেছে। এর পরিবর্তে যা উদীয়মান হচ্ছে, তা হলো এক চরম মেরুকরণ ও বিভাজন- মধ্যপ্রাচ্যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোতে এবং খোদ ইউরোপে।

দেখা গেছে, সেখানে উপস্থিত বক্তাদের মধ্যে একমাত্র একজন চীনা বক্তাই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনেপ্রাণে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "ট্রাম্প সবার জন্যই এক ওলটপালটকারী বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী চরিত্র হতে পারেন, তবে চীনের জন্য তিনি এক দারুণ সুসংবাদ।"ট্রাম্প এবং প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যেন ক্রমশ চীনের অনুকূলে এক বিন্দুতে এসে মিলছেন।

আমেরিকা হয়তো পিছু হটছে, কিন্তু বাকি বিশ্ব সেই শূন্যস্থান পূরণ করে নিচ্ছে। ট্রাম্প যখন একের পর এক নতুন শুল্ক আরোপ করছেন, অন্যান্য দেশগুলো তখন নতুন নতুন মুক্ত বাণিজ্য জোটে যোগ দিতে মরিয়া হয়ে ছুটছে। একজন বক্তা উল্লেখ করেছেন, বৈশ্বিক অর্থনীতির চেয়েও এখন বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি দ্রুত গতিতে ঘটছে। বিশ্বায়ন আসলে মরে যায়নি; বরং তা নিজেকে নতুন করে বিন্যস্ত করছে এবং পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। ট্রাম্প হয়তো প্রধান সংযোগের প্লাগটি টেনে খুলে দিয়েছেন, কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ বা শক্তি এখনো সচল রয়েছে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন ভবিষ্যৎ যেহেতু অনিশ্চিত, তাই করপোরেট কোম্পানিগুলো এখন বহুমুখী ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই তাদের পরিকল্পনা সাজাচ্ছে।

থাই নাগরিকরা আমাকে বলেছেন যে, তারা চীনের আধিপত্যবাদের অধীনে বাঁচতে চান না- সমগ্র এশিয়ার মানুষের মতোই তারাও চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ভয় পান। তবে তারা এখন আর আমেরিকাকেও বিশ্বাস করেন না। আমাদের আচরণ বড্ড বেশি খেয়ালি এবং স্বার্থপর। আমরা অন্য দেশগুলোর কাছ থেকে সম্মান দাবি করি বটে, কিন্তু সেই সম্মান আমরা অর্জন করতে পারি না। এই দিনগুলোতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় দেশ হলো জাপান- যারা আজ থেকে ৮০ বছর আগেও ছিল এক নৃশংস সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। অথচ আজ জাপানিদের দেখা হচ্ছে নির্ভরযোগ্য ও ধৈর্যশীল হিসেবে। এই অনিশ্চিত পৃথিবীতে তারা অন্তত পূর্বানুমানযোগ্য।

আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ৪ জুলাইয়ের আতশবাজিগুলো যথারীতি আকাশজুড়ে বিস্ফোরিত হবে ও আলো ছড়াবে (যদিও এর আগে রাষ্ট্রপতির দীর্ঘ ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষণ না থাকলেও আমার চলত)। এবারই প্রথম আমি আমার বাবাকে ছাড়া এই উৎসব উদযাপন করব, যিনি গত বছর ১০৫ বছর পূর্ণ হওয়ার মাত্র পাঁচ দিন আগে মারা গেছেন। প্রতি বছর তিনি ঘোষণা করতেন যে তিনি একটি "দেশপ্রেমমূলক ভাষণ" দিতে যাচ্ছেন এবং তারপরেই আমাদের রাস্তার নম্বর আর জিপ কোডটি সগর্বে উচ্চস্বরে আওড়াতেন। আমেরিকার এই গৌরবগাথা এখনো আমার চোখে পানি এনে দেয়, কারণ আমি একজন অতি-আবেগপ্রবণ মানুষ; একবার আমার এক সন্তান আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "বাবা, তুমি কি সব সিনেমা দেখার সময়ই এভাবে কাঁদো?"

আমেরিকান হিসেবে আমাদের উত্থান ঘটে, পতন ঘটে এবং আমরা আবারও জেগে উঠি। জেফার্সন নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যেন, এই দীর্ঘ যাত্রায় আমরা সবসময় উচ্চমার্গীয় কোনো কিছুর ওপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি। তিনি লিখেছিলেন, "তবে আমার সন্তানদের জন্য আমি চাইব যে, তারা যেন ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকা এই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরত্ব বজায় রাখে... যখন শহরগুলো সেই দানবের পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়বে, তখনও পাহাড়গুলো অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

চরম সংকটের সময়েও ক্রমাগত উপরে আরোহণের এক অদ্ভুত ও অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে এই জাতির। ২৫০ বছর আগের আমাদের "স্বাধীনতার ঘোষণা" ছিল মূলত একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের বহিঃপ্রকাশ। "সকল মানুষ সমানভাবে সৃষ্ট" এবং "জীবন, স্বাধীনতা ও সুখের অন্বেষণ" মানুষের সার্বজনীন অধিকার- এই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করতে আমরা আজও প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আমরা ভালো নেতা পেয়েছি, আবার ভয়াবহ রকমের খারাপ নেতাও পেয়েছি; কিন্তু প্রতি বছর, শত প্রতিকূলতার মাঝেও আমরা স্মরণ করি যে এই গল্পের মূল চেতনা আসলে কী ছিল। আর আমরা ভাবি যে, কতখানি ভাগ্যবান হলে আজ অবধি এই আমেরিকান ইতিহাসের একটি অংশ হওয়া যায়।

# ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসের বক্তব্যে

৫ পৃষ্ঠার পর

ইতিহাস' আখ্যা দেন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় পরিচয়ের পক্ষে অবস্থান নেন।

সংবাদমাধ্যম রয়টার্স, দ্য গার্ডিয়ান ও এপি বলছে, একই জাতীয় দিবস উপলক্ষে দেওয়া দুই নেতার ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে।

ট্রাম্পের বার্তা: দেশপ্রেম বনাম 'কমিউনিস্ট হুমকি'

স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকীর উদযাপনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ উপলক্ষে মাউন্ট রাশমোরে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের আদর্শ রক্ষা করতে হবে।' তিনি অভিযোগ করেন, দেশে নতুন করে 'কমিউনিস্ট হুমকি' মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটরা সেই আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছে।

ভাষণে অভিবাসন প্রসঙ্গও তোলেন ট্রাম্প।

'আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রে এসে কমিউনিজমের প্রচারণা চালান, তাহলে আপনাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করা উচিত', বলেন ট্রাম্প।

এই বক্তব্যে তিনি অভিবাসন প্রসঙ্গকে কমিউনিজমবিরোধী অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত করেন।

গতকাল শনিবার ওয়াশিংটনে বৃষ্টির কারণে বিলম্বিত ভাষণে ট্রাম্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কোরীয় যুদ্ধ ও ভিয়েতনামের যুদ্ধে অংশ নেওয়া সেনাদের বিশেষ প্রশংসা করেন।

তবে তিনি কোরিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধকে 'কমিউনিস্টদের' বিরুদ্ধে লড়াই আখ্যা দেন। শুক্রবারের বক্তব্যেও তিনি একই ধরনের বয়ান দিয়েছিলেন।

'আমাদের যোদ্ধারা বিশ্বজুড়ে, বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়েছেন, এটা দেখতে নয়, যে পেছনের দরজা দিয়ে সেই অশুভ শক্তি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আমরা সেটা হতে দেব না', যোগ করেন তিনি।

২০১৫ সালে প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার শুরুর পর থেকেই কমিউনিজম (সমাজতন্ত্র) ও অভিবাসনবিরোধী অবস্থান ট্রাম্পের রাজনৈতিক বক্তব্যের অন্যতম প্রধান বিষয়।

নির্বাচনী প্রচার এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ও অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার, গণহারে বহিষ্কারসহ নানা পদক্ষেপ ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

বিশ্লেষকদের মতে, মাউন্ট রাশমোরের ভাষণে ট্রাম্প সরাসরি সব অভিবাসীর সমালোচনা করেননি। তবে তিনি অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার বিষয়টিকে তাদের রাজনৈতিক ও আদর্শিক অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

ট্রাম্পের ভাষণে দেশপ্রেম, জাতীয় ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের উত্তরাধিকার রক্ষার ওপর জোর দেওয়া হলেও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণই ছিল প্রধান সুর।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনের আগে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে জেতাতে রিপাবলিকান প্রার্থী ও পরবর্তীতে মেয়র পদে বিজয়ী জোহরান মামদানিকেও 'কমিউনিস্ট' বলে গালাগাল করতে ছাড়েননি ট্রাম্প।

মামদানির বার্তা: যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসীদের দেশ

মাউন্ট রাশমোরে ট্রাম্পের ভাষণের কয়েক ঘণ্টা আগে নিউইয়র্ক সিটি হলে সদ্য নাগরিকত্ব পাওয়া অভিবাসীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন মেয়র জোহরান মামদানি।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি এসেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের অবদানের মাধ্যমে। আইরিশ, চীনা, ইহুদি, ইতালীয়, সিরীয়সহ বিভিন্ন অভিবাসী সম্প্রদায়ের অবদান তুলে ধরে তিনি বলেন, নতুন নাগরিকরাই যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন।

মামদানি বলেন, দেশপ্রেম মানে দেশের দুর্বলতাগুলো অস্বীকার করা নয়, বরং সেগুলো স্বীকার করে দেশকে আরও ভালো করার চেষ্টা করা।

তিনি আরও বলেন, এমন একটি ধারণা প্রচার করা হচ্ছে যে, আমেরিকা কেবল নির্দিষ্ট উচ্চারণ, বর্ণ বা পরিচয়ের মানুষের জন্য। এই ধারণা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

দুটি ভিন্ন আমেরিকার চিত্র

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একই জাতীয় দিবস উপলক্ষে দেওয়া এই দুটি ভাষণ বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের গভীর রাজনৈতিক বিভাজনের প্রতিচ্ছবি।

ট্রাম্পের বক্তব্যে জাতীয় পরিচয়কে নিরাপত্তা, আদর্শিক আনুগত্য ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্নে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বিপরীতে মামদানি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পরিচয় গড়ে উঠেছে অভিবাসন, বৈচিত্র্য ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে।

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস তাই কেবল ঐতিহাসিক উদযাপনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং দেশটির ভবিষ্যৎ পরিচয়, অভিবাসন এবং দেশপ্রেমের সংজ্ঞা নিয়ে চলমান রাজনৈতিক বিতর্কও নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে।

# বিশ্বে বসবাসের অযোগ্য শহরের

৫৬ পৃষ্ঠার পর

ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) প্রকাশিত 'গ্লোবাল লাইভেবিলিটি ইনডেক্স ২০২৬'-এ আবারও বিশ্বের সবচেয়ে কম বাসযোগ্য শহরগুলোর তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ১৭৩টি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান ১৭১তম, অর্থাৎ বিশ্বের তৃতীয় কম বাসযোগ্য শহর হিসেবে স্থান পেয়েছে রাজধানী।

৭ জুলাই প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে দেখা যায়, ঢাকার চেয়ে নিচে অবস্থান করছে শুধু লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক। তালিকার সর্বশেষ অবস্থানে রয়েছে দামেস্ক।

প্রতিবছরের মতো এবারও বিশ্বের বিভিন্ন শহরকে পাঁচটি প্রধান সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করেছে ইআইইউ। এগুলো হলো-স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা এবং অবকাঠামো। এসব সূচকের অধীনে ৩০টিরও বেশি বিষয় বিশ্লেষণ করে প্রতিটি শহরের বাসযোগ্যতার স্কোর নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইআইইউর মূল্যায়নে ঢাকার নিম্ন অবস্থানের পেছনে দুর্বল অবকাঠামো, দীর্ঘস্থায়ী যানজট, স্বাস্থ্যসেবার সীমাবদ্ধতা, বায়ুদূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং নগর ব্যবস্থাপনার নানা চ্যালেঞ্জকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবার ওপর বাড়তি চাপও রাজধানীর জীবনযাত্রার মানকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার শহরগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের করাচির অবস্থান ১৭০তম, যা ঢাকার এক ধাপ ওপরে। অন্যদিকে, বিশ্বের সবচেয়ে বাসযোগ্য শহরের তালিকায় শীর্ষস্থান অর্জন করেছে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা এবং তৃতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন।

ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের গ্লোবাল লাইভেবিলিটি ইনডেক্স আন্তর্জাতিকভাবে নগর জীবনের মান মূল্যায়নের অন্যতম গ্রহণযোগ্য সূচক হিসেবে পরিচিত। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশের সরকার বিদেশে কর্মী নিয়োগ, ঝুঁকি মূল্যায়ন, নগর পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণে এই সূচকের তথ্য ব্যবহার করে থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজধানীর গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কার্যকর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিত করা গেলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাসযোগ্যতা সূচকে ঢাকার অবস্থানের উন্নতি সম্ভব হতে পারে।

## গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খুবই

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রসঙ্গে রুটে সংযতভাবে ভিন্নমত প্রকাশ করেন।
এরপর ট্রাম্প আবারও যুক্তরাজ্যের সমালোচনা করে বলেন, ‘দুই সপ্তাহ ধরে তারা আমাদের দ্বীপটি ব্যবহার করতে দেয়নি।’ একইসঙ্গে তিনি ইতালিকেও ‘খুবই খারাপ’ বলে মন্তব্য করেন।
গ্রিনল্যান্ড প্রসঙ্গে রুটে বলেন, দাভোসে তাদের মধ্যে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর বিষয়ে সমঝোতা হয়েছিল। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, ‘ধাপে ধাপে সেই চুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।’
এরপর ট্রাম্প বলেন, ‘গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ডেনমার্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।’
এরপর তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ডেনমার্কে নাৎসি দখলের প্রসঙ্গ টেনে দীর্ঘ বক্তব্য দেন। পরে আবারও বলেন, তিনি ‘ন্যাটো নিয়ে খুবই অসন্তুষ্ট’। আলোচনার শেষদিকে রুটে ট্রাম্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘এই কারণেই আমি তাকে পছন্দ করি।’

## ওয়াশিংটন পোস্টের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের

৬ পৃষ্ঠার পর

আদালতে জমা দেওয়া নথিতে দ্য পোস্টের আইনজীবীরা উল্লেখ করেন, হারওয়েল বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান পরিচালনা করেন এবং এটা ‘প্রকাশের সময় এর নির্ভুলতা নিয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন’।
গত সপ্তাহে প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্ত ডকেট এন্ট্রিতে বিচারক বারবার দ্য পোস্টের পক্ষে রায় দেন। পরে তিনি পূর্ণাঙ্গ মতামত দেবেন বলেও জানান। মঙ্গলবার দ্য পোস্ট এই আইনি লড়াইয়ে বিজয়ের খবরটি প্রকাশ করে।
পত্রিকার একজন মুখপাত্র সিএনএনকে বলেন, ‘আদালতের সিদ্ধান্তে আমরা সন্তুষ্ট। লিখিত আদেশ প্রকাশের পর সেটি পর্যালোচনার অপেক্ষায় আছি।’ এ বিষয়ে ট্রাম্প মিডিয়ার মুখপাত্রের সঙ্গে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করে সাড়া পায়নি সিএনএন।
তবে ওয়াশিংটন পোস্টকে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ‘আমরা বিশ্বাস করি জুরিদের এ বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। গত সপ্তাহের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে কি না, সেটা আমরা যাচাইবাছাই করে দেখব। পাশাপাশি, আমরা সকল গণমাধ্যমকে জবাবদিহির আওতায় আনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখব।’
ট্রাম্পের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ট্রাম্প মিডিয়া নিজেদেরকে প্রথাগত প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের বিকল্প ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থাপন করে। তবে প্রতিষ্ঠানটির মূল পরিচয় হলো এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশালের কার্যক্রম পরিচালনা করে।
উল্লেখ্য, ব্যবহারের শর্তভঙ্গের অভিযোগে তৎকালীন টুইটার (বর্তমানে এক্স) থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দেওয়ার পর তিনি ট্রুথ সোশাল চালু করেন। পরবর্তীতে ধনকুবের ইলন মাস্ক টুইটার কিনে নিয়ে এর নামকরণ করেন ‘এক্স’ এবং ট্রাম্পের অ্যাকাউন্টের নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন।
তবে এখনো এক্সের চেয়ে ট্রুথ সোশালেই বেশি সরব প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এক রাতের ব্যবধানে ১৬০টি পোস্ট করারও নজির রেখেছেন তিনি। ২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত এই পোস্টগুলো করেন তিনি।
ট্রাম্প মিডিয়া কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই লোকসানে আছে।
এ বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রতিষ্ঠানটির রাজস্বের পরিমাণ ১০ লাখ ডলারেরও কম ছিল।
ওয়াশিংটন পোস্টের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় ট্রাম্প মিডিয়া দাবি করে, সংবাদমাধ্যমটি ট্রাম্প ও ট্রাম্পের প্রতিষ্ঠানের ‘ক্ষতি’ করার চেষ্টা করছে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে তারা তিন দশমিক আট বিলিয়ন ডলার দাবি করে। ট্রাম্প ও তার সহযোগী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ কয়েক বছর বড় বড় মামলা ঠুকে পত্রিকার খবরে এসেছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব মামলা খারিজ হয়ে গেছে।
এপ্রিলে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা খারিজ হয়ে যায়।
এছাড়া ট্রাম্প বিবিসি, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ও দে মোয়েন রেজিস্টারের বিরুদ্ধেও মামলা ঠুকেছেন।

## ফ্লোরিডার পাম বিচ বিমানবন্দরের

৬ পৃষ্ঠার পর

আগেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উঁচু উঁচু ভবনে নিজের নাম যুক্ত করেছেন।
এবার নিজ অঙ্গরাজ্যের বিমানবন্দরের নাম বদলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন ট্রাম্প।
ফ্লোরিডার পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই রিপাবলিকান দলের আধিপত্য। স্থানীয় কংগ্রেসে তাই সহজেই এই বিল পাস হয়।
প্রস্তাব মতে, পাম বিচ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম বদলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রাখা হবে। এক কালে ট্রাম্পের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচিত গভর্নর রন ডিস্যান্টিস শিগগির এই বিলে সই দেবেন বলে জানা গেছে। বিল সই হলেই তাই আইন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিমানবন্দরের নাম বদলে আর কোনো বাধা থাকবে না।
ফ্লোরিডায় ট্রাম্পের বিলাসবহুল বাড়ি মার-আ-লাগো থেকে কয়েক মিনিটের দূরত্বে অবস্থান পাম বিচ বিমানবন্দরের। বালুকাময় সমুদ্রতট ও বিলাসবহুল আবাসনের জন্য ফ্লোরিডার সুনাম আছে।
বিমানবন্দরের নাম বদলাতে কেন্দ্রীয় উড্ডয়ন সংস্থার অনুমোদনও প্রয়োজন হবে। তবে সেখানেও ট্রাম্পের প্রভাব কাজে লাগবে। এটাই ট্রাম্পের নামে ভবনের নামকরণ করার প্রথম নজির নয়।
প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডির নামে নির্মিত ওয়াশিংটনের ‘কেনেডি সেন্টার’-এর নাম বদলে ‘ট্রাম্প-কেনেডি সেন্টার’ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বরে ট্রাম্পের নিজের বেছে নেওয়া বোর্ড ওই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে।
পাশাপাশি নিউইয়র্কের পেন স্টেশন ও ওয়াশিংটনের ডুলস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নামের সঙ্গেও নিজের নাম জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ট্রাম্প। তবে উভয় ক্ষেত্রে তার উদ্যোগ ভেস্তে যায় বলে মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে।
অপরদিকে, মার্কিন ট্রেজারি দপ্তর নিশ্চিত করেছে, ট্রাম্পের ছবি সম্বলিত এক ডলারের স্মারক কয়েন বাজারে ছাড়া হবে।
তবে মজার বিষয় হলো, মার্কিন আইনে জীবিত বা ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের ছবি নোটে বা কয়েনে যুক্ত করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

## নেতানিয়াহুর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া

৬ পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি লেবাননে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) অভিযান সীমিত করতেও নেতানিয়াহুর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন ট্রাম্প। লেবাননের এই সংঘাত ইরান-আলোচনার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
এছাড়া দক্ষিণ লেবানন থেকে প্রাথমিকভাবে সেনা প্রত্যাহারের শর্তযুক্ত একটি রূপরেখা চুক্তিতে সই করার জন্যও নেতানিয়াহুকে তাগিদ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
অক্টোবরে ইসরায়েলের আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে নেতানিয়াহু যখন তার রাজনৈতিক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সাম্প্রতিক জনমত জরিপগুলোতে তিনি প্রতিপক্ষের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন।
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প অ্যাক্সিওসকে বলেন, ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ওপর তিনি কড়া নজর রাখছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন-ইসরায়েলি যৌথ হামলায় নিহত হন খামেনি।
ট্রাম্পের দাবি, ইরানিরা এখন চুক্তি করার জন্য অনুনয় করছে। তবে খামেনির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত উভয় পক্ষই আলোচনা থেকে সপ্তাহখানের সাময়িক বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই অন্তর্বর্তী সময়ে কোনো পক্ষই একে অপরের ওপর কোনো ধরনের আক্রমণ চালাবে না বলে উল্লেখ করেন তিনি।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ওরা সবাই এখন এক জায়গায় হাজির হয়েছে। মাত্র একটা আঘাত [আর তাতেই ওদের সবাইকে হত্যা করা সম্ভব], কিন্তু আমরা তা করছি না। কারণ সেটা করলে আলোচনার টেবিলে বসার মতো আর কাউকে খুঁজে পাব না।
খামেনির জানাজা ও শেষশ্রদ্ধা জানানোর অনুষ্ঠানে ইরানিদের অশ্রুপাত করতে দেখে বিস্ময় লুকাতে পারেননি তিনি।
ট্রাম্প বলেন, তার ধারণা ছিল খামেনিকে দেশের মানুষ ঘৃণা করত। কে জানে, ওগুলো হয়তো লোকদেখানো কান্না, যোগ করেন তিনি।

## খামেনির জানাজায় ইরানিদের শোক

৬ পৃষ্ঠার পর

বারাক রাভিডকে দেওয়া এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, তিনি চাইলে জানাজায় উপস্থিত সবাইকে নির্মূল করতে পারতেন। তবে এই হুমকি বাস্তবায়ন করলে আলোচনা করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকতো না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
ট্রাম্প অ্যাক্সিওসকে আরও জানান, খামেনির জানাজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র আলোচনায় বিরতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, জানাজা চলাকালে কোনো পক্ষই একে অপরের ওপর হামলা চালাবে না।

## ২০২৫ সালে বাংলাদেশে বিদেশি

১০ পৃষ্ঠার পর

জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাড-এর ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট ২০২৬-এ এই হতাশাজনক চিত্র উঠে এসেছে।
সোমবার (৭ জুলাই) প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে জানানো হয়, ২০২৫ সালে বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে মাত্র ১৮০ কোটি (১.৮ বিলিয়ন) ডলার। বিপরীতে আফ্রিকার দেশ উগান্ডা ৩৪০ কোটি ডলার এবং ঘানা ও ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (ডিআর কঙ্গো) প্রত্যেকে ১৯০ কোটি ডলার করে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আফ্রিকার এই তিন দেশ জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত বড় বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ পেয়ে লাভবান হলেও বাংলাদেশ তার ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ টানতে হিমশিম খাচ্ছে।

প্রবৃদ্ধিতে শীর্ষে থাকলেও তলানিতে অবদান

বিনিয়োগের পরিমাণে পিছিয়ে থাকলেও ২০২৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এফডিআই প্রবৃদ্ধিতে শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ। ২০২৪ সালের ১২৩ কোটি ডলারের তুলনায় ২০২৫ সালে বিনিয়োগ বেড়েছে ৪৫ শতাংশ। তবে এই ইতিবাচক প্রবৃদ্ধিও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য পর্যাপ্ত নয়। প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশের মোট স্থাবর মূলধন গঠনের (জিএফসিএফ) মাত্র ১.৪ শতাংশ আসছে বিদেশি বিনিয়োগ থেকে। এর অর্থ হলো, দেশের বিনিয়োগের বিশাল অংশ এখনো অভ্যন্তরীণ উৎসের ওপর নির্ভরশীল।
অন্যদিকে, নতুন বা স্ক্র্যাচ থেকে শুরু হওয়া গ্রিনফিল্ড প্রকল্পের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ২০২৪ সালে যেখানে গ্রিনফিল্ড প্রকল্পের মূল্য ছিল ১৭৩ কোটি ডলার, ২০২৫ সালে তা ২২.৯ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৩৩ কোটি ডলারে। এটি নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের অনাগ্রহের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
এদিকে, বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোর বিদেশে বিনিয়োগের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। ২০২৪ সালের ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার থেকে ৭২.৬ শতাংশ বেড়ে ২০২৫ সালে এটি দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট এফডিআই স্টকের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯.৬ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ৯.৯ শতাংশ বেশি। আঙ্কটাড-এর এই পরিসংখ্যানের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যের মিল পাওয়া গেছে।

কেন এগিয়ে যাচ্ছে আফ্রিকা?

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘানা, উগান্ডা এবং কঙ্গোর এই অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে রয়েছে বড় ধরনের নীতি সংস্কার।
২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর ঘানার প্রেসিডেন্ট জন মাহামা খরচ কমাতে এবং অভ্যন্তরীণ বাজার চাঙ্গা করতে বেশ কিছু কর বাতিল করেন। পাশাপাশি স্বর্ণ কেনার জন্য সরকারি সংস্থা গঠন করে দেশের রিজার্ভ শক্তিশালী করেন। ব্লুমবার্গের তথ্যমতে, দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি ২১ শতাংশ থেকে কমে ৩.৪ শতাংশে নেমেছে এবং রিজার্ভ ১১ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ঘানা ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অথরিটি (জিআইপিএ) অ্যাক্ট ২০২৬ পাস করে বিদেশি বিনিয়োগের ন্যূনতম মূলধনের শর্ত তুলে দিয়েছে এবং ডিজিটাল ও শিল্পায়ন প্রক্রিয়া সহজতর করেছে।
উগান্ডাও তাদের বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষকে ওয়ান স্টপ সেন্টারে রূপান্তর করেছে এবং শিল্প পার্কগুলোতে বিশেষ সুবিধা প্রদান করছে। অন্যদিকে ডিআর কঙ্গো অবকাঠামো, বিদ্যুৎ খাতের উদারীকরণ এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার মাধ্যমে কোটি কোটি ডলারের বিনিয়োগ টানছে।

বিশ্ব বিনিয়োগ পরিস্থিতি

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এশিয়া অঞ্চল বিনিয়োগের প্রধান গন্তব্য হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে। ২০২৫ সালে এই অঞ্চলে মোট ৬৪৪ বিলিয়ন ডলারের এফডিআই এসেছে। তবে বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার কারণে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখন ডিজিটাল অবকাঠামো, সেমিকন্ডাক্টর এবং উন্নত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের দিকে বেশি ঝুঁকছে।
বিশ্বজুড়ে এফডিআই ৬ শতাংশ বেড়ে ১.৬ ট্রিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত দুই বছরের পতন স্থগিতে ভূমিকা রেখেছে। তবে আঙ্কটাড সতর্ক করেছে যে, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, আঞ্চলিক সংঘাত এবং উচ্চ অর্থায়নের কারণে ২০২৬ সালের বৈশ্বিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি অনিশ্চিত হতে পারে।
বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (২৭৭ বিলিয়ন ডলার)। এরপর শীর্ষ তালিকায় রয়েছে যথাক্রমে সিঙ্গাপুর (১৫১ বিলিয়ন ডলার), হংকং (১১৭ বিলিয়ন ডলার), চীন (১০৫ বিলিয়ন ডলার) এবং ব্রাজিল (৭৭ বিলিয়ন ডলার)।

## আগের সরকারের রেখে যাওয়া পাহাড় পরিমাণ ঋণের বোঝা থেকে উত্তরণ খুব কঠিন

১০ পৃষ্ঠার পর

বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। কারণ আমাকে কিনতে হয়, কিনে বিক্রি করতে হয়, নাগরিক সেবা দিতে হয়। আর সেটা কেনার দাম যদি বেশি হয়ে যায়, আর আমি সেই দামই যদি নাগরিকের ওপর (চাপিয়ে) দিতে যাই, তাহলে আমার মনে হয় না যে নাগরিক তাতে সন্তুষ্ট হবে”
তিনি বলেন,“আমাদের বিদ্যুতের যে মাস্টার প্লান্ট ছিল, সেখানে পরিষ্কার বলা ছিল ৬৫ শতাংশ উৎপাদন থাকবে সরকারের হাতে। উৎপাদন মূল্য যদি সরকার নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে, তাহলে ভোক্তাকে সরকার সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ দিতে পারে না। সে জন্যই এটা করা হয়েছিল- ৩৫ শতাংশ বেসরকারিতে, ৬৫ শতাংশ সরকারের কাছে থাকবে। কিন্তু এখানে এখন উল্টো হয়ে গেছে”
তিনি আরও বলেন,“৮০ শতাংশ উৎপাদন প্রাইভেট এবং সেটা খুব উচ্চ মূল্যে কিনতে হয়েছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) সেটা কিনে ভোক্তা পর্যায়ে যে দামে বিদ্যুৎ দেয়, প্রতি মাসেই সরকারকে ভর্তুকি গুনতে হয়”
মন্ত্রী বলেন,“এই জিনিসটাকে হালনাগাদ করে দিয়ে যায়নি তারা (আওয়ামী লীগ)। ৫৬ হাজার কোটি টাকা বকেয়া হয়ে গেছে। এখন ৫৬ হাজার কোটি টাকা বকেয়া পরিশোধ করা, সেই সঙ্গে আমি বর্তমানে যে বিদ্যুৎ কিনছি সেই পয়সা শোধ করা, আর আমি যে দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করছি- এগুলোর মধ্যে বিরাট গ্যাপ আছে”
তিনি বলেন,“সরকারের ওপর দায় ৫৬ হাজার কোটি টাকা, আর প্রতি মাসে একটা দায় তৈরি হচ্ছে। সেটা আমাকে পরিশোধ করতে হবে। সব মিলিয়ে যে আর্থিক অব্যবস্থা সৃষ্টি করে গেছে গত সরকার, সেই আর্থিক অব্যবস্থাকে একটা পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে”
তিনি আরও বলেন,“আমরা যদি ঠিকমতো পেমেন্ট না করতে পারি, বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো জ্বালানি আমদানি করতে পারবে না। আর জ্বালানি আমদানি না করলে বিদ্যুৎকেন্দ্র চলে না। এ রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমাদেরকে রেখে যাওয়া হয়েছে। সেই জিনিসটাকে আমাদেরকে পরিচালনা করতে হচ্ছে এখনও”
বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন,“যেহেতু আমরা ভোটে জিতেছি। আমরা সরকার গঠন করেছি, সুতরাং দায়িত্বটা আমাদের। দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি, কিন্তু যে দায়টা আমরা নিয়েছি, সেই দায় পরিশোধ করার জন্য আমাকে তো কোথাও না কোথাও থেকে টাকাটা জোগাড় করতে হবে। বাইরে থেকে ঋণ করে এনে পরিশোধ করলে সেটাও আবার পরিশোধ করতে হবে। সে জন্য আমাদেরকে এখন জিনিসটাকে সমন্বয় করতে হচ্ছে”
তিনি বলেন,“আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বসছি। আমাদের অন্যান্য প্রকল্প থাকছে। প্রধানমন্ত্রী কিছু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের কাজ হাতে নিয়েছেন, যেটাতে প্রচুর টাকা লাগে। যেমন ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, হেলথ কার্ড- এটাতে প্রচুর টাকা লাগে”
তিনি আরও বলেন,“তারপর আবার এগুলো শোধ করতে হবে। সবই তো রেভিনিউ বাজেট থেকে দিতে হয়। খুবই কঠিন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা অতিবাহিত করছি”
বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন,“এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার জন্য আমরা একটা পথ দেখলাম যে, আমাদেরকে রিনিউয়েবল এনার্জিতে যেতে হবে। তাহলে জ্বালানি আমদানি কমবে, অর্থ সাশ্রয় হবে। এখান থেকে যেন আমরা আস্তে আস্তে বের হতে পারি”
তিনি বলেন,“আপনাদের জানা উচিত, বিগত সরকারের এমন একটি প্রকল্প নাই, যেটা জনগণকে সেবা করার জন্য”

# হাল্কা অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা বা গ্রিন কার্ডধারীদেরও আটক করছে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

এখন অভিবাসন দপ্তরের কড়াকড়ির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (ডিএইচএস) এবং আদালত সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম নিউজউইক এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডেটন আন্দ্রে লিন্ডসে মূলত জ্যামাইকার নাগরিক হলেও গত প্রায় তিন দশক ধরে বৈধ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট বা গ্রিন কার্ডধারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তিনি ইলিনয়ের জোলিয়েটে একটি ওয়ালমার্ট ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে কাজ করার পাশাপাশি স্থানীয় কয়েকটি রেস্তোরাঁয় শেফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ও তার স্ত্রী বেঞ্জি লিন্ডসে গত ছয় বছর ধরে বিবাহিত জীবন কাটাচ্ছেন এবং তাদের যৌথ পরিবারে ৫ সন্তান ও ৭ নাতি-নাতনি রয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে ও'হেয়ার বিমানবন্দরে নামার পর অভিবাসন কর্মকর্তারা লিন্ডসেকে আটকে দেন। মূলত ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদে অভিবাসন নীতি অত্যন্ত কঠোর করায় বিমানবন্দরে সাধারণ গ্রিন কার্ডধারীদের নথিপত্র এবং অতীত ইতিহাস পুনরায় নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আদালতের নথিপত্র পর্যালোচনা করে জানা গেছে, ২০১৪ সালে লিন্ডসের বিরুদ্ধে একটি পারিবারিক সাধারণ সহিংসতার (মিসডিমিনর ডোমেস্টিক ব্যাটারি) অভিযোগ এবং প্রায় ১০ বছর আগে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর (ডিইউআই) একটি ট্রাফিক মামলা ছিল।

স্থানীয় গণমাধ্যম ডব্লিউজিএন ৯ (ডএঘ ৯) জানায়, লিন্ডসে এর আগেও বহুবার কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে যাতায়াত করেছেন। আদালতের রায়ে বিচারক উল্লেখ করেছেন যে, লিন্ডসের অতীত অপরাধগুলো এককভাবে বিবেচনা করলে তেমন গুরুতর নয়, তবে একসঙ্গে দেখলে তা আইনের প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞার ইঙ্গিত দেয়। লিন্ডসে জামিন পাওয়ার যোগ্য হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে মুক্তি না দিয়ে কেন্টাকির হপকিন্স কাউন্টি জেলে বন্দি রাখা হয়েছে।

এই ঘটনার পর লিন্ডসের স্ত্রী বেঞ্জি লিন্ডসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, "তার বিরুদ্ধে কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নেই, কোনো গুরুতর অপরাধের রেকর্ডও নেই। সে শতভাগ বৈধ একজন মানুষ, তাও আইস তাকে অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে।" দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের কারণে পরিবারটি চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে। লিন্ডসের আইনজীবীরা গত জুন মাসে কেন্টাকির ফেডারেল আদালতে একটি 'হেবিয়াস কর্পাস' (অবৈধ আটকাদেশ চ্যালেঞ্জকারী রিট) পিটিশন দায়ের করেছেন।

প্রোপাবলিকার এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে আইসের এই ধরপাকড় চ্যালেঞ্জ করে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজারেরও বেশি হেবিয়াস কর্পাস পিটিশন দাখিল করা হয়েছে, যা বিগত তিনটি প্রশাসনের সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও বেশি। কেন্টাকির যে কেন্টাকি ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে লিন্ডসের মামলাটি বিচারাধীন, সেখানে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ৫০০টিরও বেশি রিট আবেদন জমা পড়েছে।

ইউসি বার্কলের 'ডিপোর্টেশন ডেটা প্রজেক্ট'-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রায় ৩ লাখ ৯০ হাজার মানুষকে আইস গ্রেপ্তার করেছে। জুন মাসের শেষ দিকে মাত্র ৫ দিনে ১০ হাজার মানুষকে আটক করা হয়। বর্তমানে আইসের ডিটেনশন সেন্টারগুলোতে বন্দির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৯ হাজার।

অভিবাসন আইনজীবীরা বলছেন, শুধু লিন্ডসে একাই নন, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির স্নাতক মাহমুদ খলিল এবং মিলওয়াকি ইসলামিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট সালাহ সারসুরের মতো দীর্ঘদিনের গ্রিন কার্ডধারীদেরও সাম্প্রতিক সময়ে কয়েক মাস করে আটকে রাখা হয়েছিল, যদিও পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে তারা মুক্তি পান। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের এক মুখপাত্র অবশ্য জানিয়েছেন, যারা অবৈধ বা নিয়মের বাইরে আছেন, তাদের নিজ খরচে চলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। লিন্ডসের পরিবার এখন আদালতের পরবর্তী শুনানির দিকে তাকিয়ে আছে। - সংবাদসুত্র নিউজউইক

# টিপিএস এর আওতায় থাকা কয়েক

৫৬ পৃষ্ঠার পর

নাগরিকদের জন্য থাকা টিপিএস সুরক্ষা সুবিধা বাতিলের ক্ষমতা ট্রাম্প প্রশাসনের হাতে বজায় রাখা হয়।

এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সংশ্লিষ্ট নাগরিকরা ডিপোর্টেশনের ঝুঁকিতে পড়বেন। এই কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩ লাখ ৩০ হাজার হাইতিয়ান এবং ৬ হাজার ১০০ সিরীয় নাগরিক বসবাস করছেন। প্রাকৃ তিক দুর্যোগ বা গৃহযুদ্ধের কারণে নাগরিকরা নিজ দেশে ফিরতে না পারলে, মার্কিন সরকার মানবিক বিবেচনায় এই বিশেষ মর্যাদা দেয়।

অ্যাডভোকেসি গ্রুপওন্যাশনাল ইমিগ্রেশন ফোরাম্ব-এর তথ্য অনুযায়ী, অন্য পাঁচটি দেশের আরও প্রায় ২০ হাজার মানুষ এই সুবিধার আওতায় রয়েছেন।

ইউএসসিআইএস অল্প সময়ের ব্যবধানে এই কাজের অনুমতির মেয়াদ বাড়াচ্ছিল। সংস্থাটি প্রথমে এই মেয়াদ ১ জুলাই পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিল। তবে গত সপ্তাহে সব দেশের নাগরিকদের জন্য তা বাড়িয়ে ১০ জুলাই করা হয়। এরপর গত শুক্রবার আবারও এই মেয়াদ বাড়ানো হলো।

কিন্তু এই বর্ধিত মেয়াদের নোটিশ পৌঁছানোর আগেই অনেক নিয়োগকর্তা কর্মীদের ছাঁটাই করে দেন। অন্যদিকে কিছু নিয়োগকর্তা এই ভেবে কর্মীদের পে-রোলে (বেতন তালিকায়) রেখে দিয়েছিলেন যে, এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকর হতে হয়তো আরও অন্তত ৩০ দিন সময় লাগবে।

আমেরিকান বিজনেস ইমিগ্রেশন কোয়ালিশন-এর আইনি উপদেষ্টা জ্যাকব মন্টি জানান, মেয়াদের তারিখ বারবার পরিবর্তন হওয়ায় অনেক নিয়োগকর্তাই বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তাদের আশঙ্কা ছিল, যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুপযুক্ত কাউকে চাকরিতে রাখার কারণে তারা হয়তো বড় কোনো শাস্তির মুখে পড়তে পারেন।

একটি সাক্ষাৎকারে মন্টি বলেন, আমাদের এখনো আইনের শাসন আছে এবং টিপিএস এখনো বাতিল হয়ে যায়নি। তিনি আরও বলেন, ইউএসসিআইএস বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে পারত। অনেক নিয়োগকর্তা এই অনিশ্চয়তার কারণে সময়ের আগেই কর্মীদের ছাঁটাই করে দিয়েছেন।

হাইতির হাজার হাজার টিপিএস সুবিধাভোগী যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা এবং বৃদ্ধাশ্রমে সেবাদাতা হিসেবে কাজ করেন। এ ছাড়া উৎপাদন, নির্মাণ ও পরিবহন শিল্পেও হাজার হাজার কর্মী এই কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মরত রয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের মামলায় থাকা হাইতি ও সিরিয়া ছাড়াও বাকি পাঁচটি দেশের কর্মীদের জন্য টিপিএস সুবিধা বন্ধের ইচ্ছা আগেই প্রকাশ করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। ফেডারেল আদালতের মামলার কারণে এত দিন এই সিদ্ধান্ত আটকে ছিল। তবে সুপ্রিম কোর্টের এই নতুন রায় একটি বড় নজির তৈরি করল। এর ফলে নিম্ন আদালতগুলোও এখন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার অনুমতি দেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নিয়োগকর্তাদের দেওয়া সরকারি নোটিশে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়, ফেডারেল আদালতগুলোও এখন উচ্চ আদালতের পথ অনুসরণ করে প্রশাসনের পক্ষেই রায় দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে হাইতি ও সিরিয়ার নাগরিকদের আইনজীবীদের দাবি, এই টিপিএস সুবিধা বাতিল করার সিদ্ধান্তটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, পূর্বপরিকল্পিত এবং জাতিগত বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ।

মার্কিন সরকার সম্প্রতি লেবাননের নাগরিকদের জন্য এই মানবিক সুবিধা বাড়ালেও, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রেও এটি বাতিলের প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করবে। যেমন-আগামী সেপ্টেম্বরের শুরুতে এল সালভাদরের প্রায় ২ লাখ নাগরিকের এই সুরক্ষা সুবিধা বাতিল হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

১৯৯০ সাল থেকে এই মানবিক কর্মসূচিটি চালু রয়েছে। তবে ট্রাম্প প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরেই এটিকে একটি স্থায়ী অভিবাসন প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করে আসছিল। কারণ আগের প্রশাসনগুলো বারবার মেয়াদ বাড়ানোর ফলে বহু মানুষ বছরের পর বছর ধরে এই সুবিধার আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

অভিবাসী অধিকার কর্মীরা ট্রাম্প প্রশাসনের এই উদ্যোগের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তারা জোর দিয়ে বলেছেন, সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি দেশের পরিস্থিতি এখনো অত্যন্ত নাজুক।- সংবাদসুত্র দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

# যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের পর খেলাপি

৫ পৃষ্ঠার পর

ঋণের হার ২ দশমিক ২ শতাংশ। এ ছাড়া ভুটানে এ হার ৪ দশমিক ৫ শতাংশ, মালদ্বীপে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ, নেপালে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, পাকিস্তানে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কায় ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। এসব পরিসংখ্যান বাংলাদেশের ঋণ শৃঙ্খলা ও ঋণ ব্যবস্থাপনার গুরুতর অবনতির দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ব্যাংকার ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ঋণ দেওয়া, নিয়ন্ত্রক দুর্বলতা এবং কার্যকর আইনি প্রয়োগের অভাবই খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ (স্ট্রেসড অ্যাসেট) মোট ঋণের ৬০ শতাংশ ছাড়িয়েছে সরকারি এক উপস্থাপনায় দেখা যায়, দেশের ব্যাংক খাতে বর্তমানে মোট ঋণের স্থিতি ১৮ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা খেলাপিতে পরিণত হয়েছে।

এতে খেলাপি ঋণের হার দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ২৬ শতাংশ।

পুনঃতফসিল করা ঋণ ও স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্টস যুক্ত করলে ব্যাংক খাতের ঝুঁকির মাত্রা আরও বেশি। এসব ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণ স্থিতির প্রায় ৬১ শতাংশ। এতে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাপি হিসেবে শ্রেণীকৃত ঋণের বাইরেও ব্যাপক পরিশোধ বা রিপেমেন্ট ঝুঁকির ইঙ্গিত মিলছে।

ব্যাংকাররা বলছেন, রাজনৈতিক প্রভাবে ঋণ অনুমোদনের কারণে ঋণমান দুর্বল হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার পরিশোধ সক্ষমতার পরিবর্তে সম্পর্ক ও প্রভাবের ভিত্তিতে ঋণ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

হার্ভার্ড কেনেডি স্কুল ও সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের গবেষণাতেও দুর্বল প্রতিষ্ঠান, তথ্যের অসমতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবকে বাংলাদেশে ঋণ পরিবেশের অবনতির বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, করপোরেট সুশাসনের দুর্বলতা, হিসাব-নিকাশে কৃত্রিমতা এবং আইনি প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতার কারণেও নিয়মিত খেলাপিরা সময়মতো ঋণ পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এতে ঋণ আদায় ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে।

**মূলধন অনুপাত কমে ঋণাত্মক ২ দশমিক ৬৪ শতাংশে**

মূলধন পর্যাপ্ততার দিক থেকেও দেশের ব্যাংক খাত ঋণাত্মক অবস্থানে নেমে গেছে। ২০২৫ সালের শেষে ব্যাংক খাতের মূলধন থেকে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাত বা সিআরএআর দাঁড়িয়েছে ঋণাত্মক ২ দশমিক ৬৪ শতাংশে, যা এক বছর আগেও ছিল ৩ দশমিক ০৮ শতাংশ। এতে রাষ্ট্রায়ত্ত, বিশেষায়িত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে তীব্র মূলধন ঘাটতির চিত্র উঠে এসেছে।

সিআরএআর হলো ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি সামাল দেওয়ার সক্ষমতা পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক সূচক। এতে ব্যাংকের মূলধনকে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী, ব্যাংকগুলোর ন্যূনতম সিআরএআর ১২ দশমিক ৫ শতাংশ বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ব্যাংক খাত উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশে সিআরএআর ঋণাত্মক হলেও পাকিস্তানের ব্যাংক খাতে এ অনুপাত ২০ দশমিক ৮ শতাংশ। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কায় সিআরএআর ১৯ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ভারতে ১৭ দশমিক ২ শতাংশ, যা এসব দেশের ব্যাংক খাতের তুলনামূলক শক্তিশালী মূলধন অবস্থান ও আর্থিক সক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের শেষে ১৯টি ব্যাংক ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলছেন, দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ খেলাপি ঋণ সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর বড় চাপ তৈরি করছে। বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণের কারণে ব্যাংকগুলোকে বেশি প্রভিশন রাখতে হচ্ছে, মামলা পরিচালনার ব্যয় বাড়ছে এবং মুনাফা কমছে। এর ফলে উৎপাদনশীল খাতে নতুন ঋণ দেওয়ার সক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ছে। ব্যাংকের সম্পদের মান খারাপ হতে থাকলে তাদের মূলধনও দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে নতুন ঋণ দেওয়ার সক্ষমতা কমে যায়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**ঋণ ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে যেসব দেশ**

বাংলাদেশ যখন ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের চাপে রয়েছে, তখন শক্তিশালী সুশাসন ও নিয়ন্ত্রক তদারকির মাধ্যমে বেশ কয়েকটি উন্নত অর্থনীতি খেলাপি ঋণের হার অত্যন্ত কম রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্বে সবচেয়ে কম খেলাপি ঋণের হার তাইওয়ানে, মাত্র শূন্য দশমিক ১ শতাংশ। এরপর বেলজিয়াম, সুইডেন ও এস্তোনিয়ায় এ হার শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ করে। নরওয়েতে খেলাপি ঋণের হার শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ এবং কানাডায় শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ।

আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শক্তিশালী তদারকি, বিচক্ষণ ঋণমানদণ্ড এবং কার্যকর আইনি কাঠামো থাকলে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব-এসব দেশের অভিজ্ঞতা অন্তত সেটিই ইঙ্গিত করে।

কাঠামোগত সংস্কারের আহ্বান বিশেষজ্ঞদের

এনআরবিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. তৌহিদুল আলম খান টিবিএসকে বলেন, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা ধারাবাহিকভাবে মূলধন সুরক্ষিত রেখে তাদের ব্যাংক খাতকে শক্তিশালী করেছে।

তিনি বলেন, এর সম্পূর্ণ বিপরীতে বাংলাদেশে বড় ধরনের বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে, প্রতিবেশী অর্থনীতিগুলো কঠোর সামষ্টিক বিচক্ষণতামূলক শৃঙ্খলার মাধ্যমে তাদের ব্যাংক খাতকে সুরক্ষা দিয়েছে; আর আমাদের ব্যাংক খাত বারবার করপোরেট ও ঋণজনিত ধাক্কার চাপ বহন করে চলেছে।

ঋণাত্মক সিআরএআর স্পষ্টভাবে দেখায়, নিয়ন্ত্রণহীন খেলাপি ঋণ এবং ধারাবাহিক প্রভিশন ঘাটতি পুরো ব্যাংক খাতের মূলধন ভিত্তি ক্ষয় করেছে। এ অবস্থায় সাময়িক ছাড় নয়, অবিলম্বে কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন,চ যোগ করেন তিনি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) মহাপরিচালক মো. এজাজুল ইসলাম টিবিএসকে বলেন, ২০২৫ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করা শুরু করেছে। ঋণ শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে বকেয়া থাকার সময়সীমা ছয় মাস থেকে কমিয়ে তিন মাস করায় খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে।

এ ছাড়া ২০২৫ সালের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চালু করা পুনঃতফসিল সুবিধাও অনেক প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে,চ বলেন তিনি।

১৮ মাসের কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে জুলাই-ডিসেম্বর সময়ের মুদ্রানীতি ঘোষণার সময় গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান ১৮ মাসের একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করেন।

এ কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বিদ্যমান নিয়মভিত্তিক প্রভিশনিং ব্যবস্থা থেকে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ডের আওতায় এক্সপেক্টেড ক্রেডিট লস বা সম্ভাব্য ঋণ ক্ষতি কাঠামোয় রূপান্তর। ২০২৭ সাল থেকে এটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

এক্সপেক্টেড ক্রেডিট লস হলো সম্ভাব্য ঋণ ক্ষতি আগাম হিসাব করার একটি উন্নত পদ্ধতি। প্রচলিত ইনকার্ড লস মডেলে ক্ষতি কেবল সংঘটিত হওয়ার পরই হিসাব করা হয়।

সংস্কারের পরবর্তী ধাপ হিসেবে সরকার ছয় মাসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে নতুন ঋণ আদালত আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা করছে। পাশাপাশি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বা দুর্দশাগ্রস্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের প্রস্তুতিও চলছে।

গভর্নর বলেন, শেষ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোকে তাদের ব্যালান্স শিটে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ ধরে রাখার পরিবর্তে এর একটি অংশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

# জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন ফোরামে জলবায়ু সহনশীলতা ও উদ্ভাবননির্ভর প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে জলবায়ু সহনশীলতা, পানি নিরাপত্তা, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং উদ্ভাবনভিত্তিক শিল্পায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে বাংলাদেশ।

ফোরামে বক্তব্য প্রদানকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজিবিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক অধ্যাপক

ড. এস এম আবদুল আউয়াল জলবায়ু অভিযোজন ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অগ্রাধিকার তুলে ধরেন। তিনি জানান, সেচব্যবস্থা জোরদার, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পুনরুদ্ধার এবং গ্রামীণ ও শহরে জনগণের জন্য নিরাপদ পানীয়জল নিশ্চিত করতে সরকার আগামী পাঁচ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খননের পরিকল্পনা নিয়েছে। একইসঙ্গে তিনি তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পসহ আন্তঃসীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

এসডিজি-৯ বিষয়ক পৃথক এক সেশনে ড. আউয়াল বলেন, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের প্রাক্কালে বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলের মূলভিত্তি হিসেবে সহনশীল অবকাঠামো, টেকসই শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের জন্য তরুণ প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে সরকার দক্ষতা ও জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, ডিজিটাল অবকাঠামো এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিনিয়োগ জোরদার করছে।

পাশাপাশি, তিনি বাংলাদেশের কৃষি, জৈবপ্রযুক্তি, ওষুধশিল্প, চামড়াশিল্প, ডিজিটাল এবং সৃজনশীল শিল্পখাতেবিনিয়োগের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিও আহ্বানজানান। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্যগণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে একটি স্থিতিশীল, স্বচ্ছ ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ এখন বিদেশি বিনিয়োগের জন্য আরও আকর্ষণীয় গন্তব্যেপরিণত হয়েছে এবং টেকসই ও পারস্পরিক লাভজনকঅংশীদারিত্ব গড়ে তোলার অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

অধ্যাপক আউয়াল উল্লেখ করেন, এসব উদ্যোগ বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে আরও সুসংহত করবে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং একটি সহনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# বৈশ্বিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আধুনিক ও সময়োপযোগী জাতিসংঘ পুলিশ গঠনের আহ্বান বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

**পরিচয় ডেস্ক:** ক্রমবর্ধমান জটিল বৈশ্বিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও সময়োপযোগী জাতিসংঘ পুলিশ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। গত ৮ জুলাই নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ইউনাইটেড নেশনস চিফস অব পুলিশ সামিট (আনকপস ২০২৬)-এ বক্তব্য প্রদানকালে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, আগামী দিনের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ গতানুগতিক সক্ষমতা দিয়ে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তিনি উল্লেখ করেন, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ চক্রের ক্রমবর্ধমান বিস্তার ও জটিলতা মোকাবিলায় উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন জনবল, বিশেষায়িত সক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী পদ্ধতির উন্নয়ন ও প্রয়োগে আরও বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সক্রিয় অবদানের কথা তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আগামীর নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশ ইউনিটগুলোকে আরও সক্ষম ও প্রস্তুত করে তুলতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তিনি সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা ও উত্তম অনুশীলনের আদান-প্রদান জোরদারে একটি 'জাতিসংঘ পুলিশ নলেজ অ্যান্ড ইনোভেশন নেটওয়ার্ক' গঠনের প্রস্তাব দেন। জলবায়ু পরিবর্তনকে উদীয়মান বৈশ্বিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রস্তুতি জোরদারে একটি বার্ষিক 'এনভায়রনমেন্ট পুলিশিং কনফারেন্স' আয়োজনেরও প্রস্তাব দেন। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# নিউইয়র্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যস্ত কূটনীতি: পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও জাতিসংঘ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক

পরিচয় ডেস্ক : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ গত ৭ জুলাই নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র ও মাদক নিয়ন্ত্রণবিষয়ক ফেডারেল মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন নকভি, ভিয়েতনামের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী সিনিয়র লেফটেন্যান্ট জেনারেল নগুয়েন ভ্যান লং এবংজাতিসংঘের রাজনৈতিক ও শান্তিনির্মাণবিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল রোজমেরি এ. ডি-কার্লোর সঙ্গে পৃথক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন।

পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন নকভির সঙ্গে বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এবং সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা সহযোগিতা আরও জোরদারের ওপ্র গুরুত্বারোপ করেন।তিনি পাকিস্তানে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পাকিস্তানি নাগরিকদের ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড প্রাপ্তিতে সম্মুখীন মানবিক জটিলতার বিষয়টিও উত্থাপন করেন। বৈঠকে দুই মন্ত্রী চলমান মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা, বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর সম্ভাব্য প্রভাবসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন। তাঁরা উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়েও আলোচনা করেন।

ভিয়েতনামের উপমন্ত্রী নগুয়েন ভ্যান লংয়ের সঙ্গে বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, কনসুলার সহযোগিতা জোরদার, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং মানবপাচার ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ দমনে সহযোগিতার বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

ভিয়েতনামের উপমন্ত্রী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা ও শান্তিনির্মাণ কার্যক্রমে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ দমন এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সম্পৃক্ততা অব্যাহত রাখার বিষয়ে ও গুরুত্বারোপ করেন। আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল রোজমেরি এ. ডি-কার্লোর সঙ্গে বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শান্তিরক্ষা ও শান্তিনির্মাণে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার তুলে ধরেন। তিনি রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের টেকসই ও জোরালো সহায়তার আহ্বান জানান। ডি-কার্লো জাতিসংঘে বাংলাদেশের গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশের অব্যাহত অবদানের প্রশংসা করেন।

# জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অধিকতর বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী মোতায়েনের আহ্বান জানালেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

**পরিচয় ডেস্ক :** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী ও পুলিশ সদস্যদের অধিকতর মোতায়েন, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের জন্য আরও নেতৃত্বস্থানীয় পদে নিয়োগ এবং বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট পাঠানোর ক্ষেত্রে জোরালো জাতিসংঘ সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন।

গত ৬ জুলাই নিউইয়র্কে জাতিসংঘের দুই জন আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেলের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে তিনি বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের শান্তিরক্ষা অবদান, পেশাগত সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির কথা তুলে ধরে এ আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমবিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল জ্যঁ-পিয়েরে ল্যাক্রোয়ার সঙ্গে বৈঠকে তিনি পিসকিপিং ক্যাপাবিলিটি রেডিনেস সিস্টেমের আওতায় বাংলাদেশের একটি ফর্মড পুলিশ ইউনিটকে (এফপিইউ)র‍্যাপিড ডিপ্লয়ম্যান্ট লেভেল এ উন্নীত করণ, আরও বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি অফিসারদের মোতায়েন এবং বর্তমান বাতবিষ্যৎ শান্তিরক্ষা মিশনে একটি বাংলাদেশি এফপিইউ বিবেচনার অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে তিনি জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও ফিল্ড মিশনে বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের জন্য আরও নেতৃত্বস্থানীয় ও পেশাগত পদে নিয়োগের আহ্বান জানান।

আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল জ্যঁ-পিয়েরে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ধারাবাহিক অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রশিক্ষিত ও দক্ষ পুলিশ সদস্য পাঠাতে বাংলাদেশের প্রস্তুতিকে স্বাগত জানান। তিনি বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে বাংলাদেশের সক্রিয় ও গঠনমূলক ভূমিকারও প্রশংসা করেন।

পৃথক বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জাতিসংঘের অপারেশনাল সাপোর্টবিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল অতুল খারের সঙ্গে হাইতিতে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটমোতায়েন, সরঞ্জাম, পরিবহন, রি-ইম্বার্সমেন্ট, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার এবং নারী শান্তিরক্ষীদের জন্য সহায়কঅবকাঠামো এবং লজিস্টিক সহায়তা নিয়ে আলোচনা করেন।

অতুল খারে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষা মিশনের জন্যপ্রয়োজনীয় অপারেশনাল সহায়তা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেটর সিনেটর টবি অ্যান স্টাভিস্কির সাথে ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট দুলাল বেহেদুর বৈঠক

**পরিচয় ডেস্ক:** কমিউনিটি উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক কার্যক্রম ও উন্নয়নমূলক উদ্যোগে তরুণদের সম্পৃক্ত করার উপায় চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ফ্লাশিং এ নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেটর সিনেটর টবি অ্যান স্টাভিস্কির সাথে বৈঠক করেছেন ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের আসন্ন নির্বাচনে সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু।

# জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হচ্ছেন আইরিন খান

**পরিচয় ডেস্ক:** আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানবাধিকারকর্মী আইরিন খানকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম স্বাক্ষরিত আধা-সরকারি পত্র (ডিও লেটার) থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ওই পত্র অনুযায়ী, সরকার আইরিন খানকে সরকারের সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা ও বেতন-ভাতায় দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেবে। সূত্র জানায়, এ নিয়োগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রীও সম্মতি দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘের মতামত ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষাবিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ডিও লেটারে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মানবাধিকার, সুশাসন ও আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আইরিন খান অত্যন্ত সুপরিচিত। তার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে দক্ষতা বহুপাক্ষিক ফোরামে বাংলাদেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে।

এতে আরও বলা হয়, বৈশ্বিক বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান কার্যকরভাবে তুলে ধরা এবং দেশের কূটনৈতিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে আইরিন খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে মনে করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

পত্রে তার নিয়োগ-সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে।

আইরিন খান ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড ল্ স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে তিনি জেনেভার গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে শিক্ষকতা করছেন।

২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব ছিলেন। তিনি সংস্থাটির প্রথম নারী, প্রথম এশীয় এবং প্রথম মুসলিম মহাসচিব। তার নেতৃত্বেই নারী ও কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বৈশ্বিক প্রচারণা শুরু করে।

এর আগে ২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ল অর্গানাইজেশনের (আইডিএলও) মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। মানবাধিকারে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০০৬ সালে সিডনি পিস প্রাইজসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মাননায় ভূষিত হন।

# অননুমোদিত অভিবাসনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ির দাম ও ভাড়া বেড়েছে, গবেষণায় জানা গেছে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষণাটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব ডালাস -এর অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল জে উইলসন এবং জিয়াওকিং জো প্রস্তুত করেছেন। তবে এটি এখনও একটি প্রাথমিক যাচাই, অর্থাৎ চূড়ান্ত গবেষণা নয় এবং এতে প্রকাশিত মতামত ডালাস ফেডের আনুষ্ঠানিক অবস্থানও নয়।

গবেষণার মূল ফলাফল অনুযায়ী:

* ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে গড়ে একটি মেট্রো এলাকায় বাড়ির দাম ৬.৬% এবং ভাড়া ৪.৩% বেড়েছে, যার সঙ্গে অননুমোদিত অভিবাসনের সম্পর্ক পাওয়া গেছে।
* একই সময়ে সামগ্রিকভাবে বাড়ির দাম ২২.৪% এবং ভাড়া ২২.৬% বেড়েছে।
* গবেষকদের হিসাব অনুযায়ী, বাড়ির দামের মোট বৃদ্ধির প্রায় ৩০% এবং ভাড়া বৃদ্ধির প্রায় ২০% এই অভিবাসনজনিত অতিরিক্ত চাহিদা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট উড়হধষফ ঞৎঁসঢ় এই গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে দাবি করেন যে অবৈধ অভিবাসনের কারণে বাড়ির দাম ৩০% বেড়েছে। তবে গবেষণাটি আসলে তা বলেনি। গবেষণায় বলা হয়েছে, মোট মূল্যবৃদ্ধির প্রায় ৩০% অভিবাসনের কারণে হয়েছে, কিন্তু বাড়ির দাম ৩০% বেড়েছে এমন দাবি করা হয়নি।

গবেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭ মিলিয়ন অননুমোদিত অভিবাসীর আগমনে এমন সময়ে আবাসনের চাহিদা বেড়ে যায়, যখন নতুন বাড়ি নির্মাণ দ্রুত বাড়ানো সম্ভব ছিল না। ফলে সীমিত সরবরাহের কারণে দাম ও ভাড়া বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, গবেষণায় আরও বলা হয়েছে যে এই অভিবাসীরা স্থানীয় শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানও বাড়িয়েছে এবং মজুরির ওপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অর্থনীতিবিদ জ্যাক কিমেল বলেন, অর্থনীতির সাধারণ ডিমান্ড-সাপ্লাই কিংবা চাহিদা-সরবরাহের নিয়ম অনুযায়ী, স্বল্প সময়ে জনসংখ্যা বাড়লে এবং নতুন আবাসন দ্রুত তৈরি না হলে বাড়ির দাম বাড়া স্বাভাবিক। তবে দীর্ঘমেয়াদে যদি পর্যাপ্ত নতুন বাড়ি নির্মাণ হয়, তাহলে এই প্রভাব কমে যেতে পারে।

সবশেষে তিনি উল্লেখ করেন, গবেষণাটি দেখায় যে অভিবাসন বাড়ির দামে কিছুটা প্রভাব ফেলেছে, কিন্তু বাড়ির মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ এটি একাই নয়। সুদের হার, আবাসনের ঘাটতি, নির্মাণ ব্যয় এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

# ২০ বছরের আইনি লড়াই শেষে নিউইয়র্কে ট্যাক্সি-উবার চালকদের ঐতিহাসিক জয়

৫৬ পৃষ্ঠার পর

লাইসেন্স স্থগিত করে দিত। অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ পরে খারিজ হয়ে যেত বা মামলার গুরুত্ব কমে যেত। কিন্তু ততদিনে চালকরা কাজ হারাতেন, আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যেত এবং পরিবারের ওপর নেমে আসত চরম আর্থিক সংকট।

চালকদের অভিযোগ ছিল, লাইসেন্স স্থগিতের আগে বা পরে তাদের ন্যায্য শুনানির সুযোগ দেওয়া হতো না। অর্থাৎ, আদালতের রায়ের আগেই তাদের কার্যত দোষী হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

## ২০০৬ সালে শুরু, ২০২৫-এ বড় জয়

এই মামলার সূচনা হয় ২০০৬ সালে। ম্যানহাটনের আইনজীবী ড্যানিয়েল অ্যাকম্যান প্রথম মামলাটি দায়ের করেন। তিনি বলেন, "কোনো মামলা এত দীর্ঘ হওয়া উচিত নয় যে সেটি কলেজে পড়ার বয়সে পৌঁছে যায়। কিন্তু এই মামলায় সেটাই হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, বছরের পর বছর টিএলসি এমন একটি নীতি অনুসরণ করেছে, যা অসাংবিধানিক বলে তারা শুরু থেকেই দাবি করে আসছিলেন।

## একজন চালকের লড়াই থেকে হাজারো মানুষের ন্যায়বিচার

মামলার প্রথম বাদী ছিলেন কুইন্সের ট্যাক্সিচালক জনাথন নেবে। ১৯৯২ সাল থেকে তিনি ট্যাক্সি চালাতেন। একদিন দুই যাত্রী ভাড়া না দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর উল্টো তার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তার লাইসেন্স স্থগিত করা হয়।

পরবর্তীতে জানা যায়, এমন ঘটনার শিকার শুধু তিনি নন; একই ধরনের পরিস্থিতিতে হাজার হাজার চালকের লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে।

## কারা ক্ষতিপূরণ পাবেন?

আদালতের অনুমোদিত সমঝোতা অনুযায়ী, ২০০৩ সালের ২৮ জুন থেকে ২০২০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যেসব টিএলসি লাইসেন্সধারী চালকের লাইসেন্স গ্রেফতারের কারণে স্থগিত করা হয়েছিল, তারা এই ক্ষতিপূরণের আওতায় আসবেন।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সবার জন্য এক হবে না। কার লাইসেন্স কতদিন স্থগিত ছিল এবং তিনি ক্ষতিপূরণের শুনানির আবেদন করেছিলেন কি না-এসব বিষয় বিবেচনায় অর্থ নির্ধারণ করা হবে।

কিছু চালক সর্বোচ্চ ৩৬ হাজার ডলার পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। আর মামলার নামভুক্ত মূল বাদীরা অতিরিক্ত ১৫ হাজার ডলার পাবেন।

## আইনজীবীদের পারিশ্রমিক

১৪০ মিলিয়ন ডলারের এই তহবিলের ২৫ শতাংশ, অর্থাৎ ৩৫ মিলিয়ন ডলার, মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবীদের পারিশ্রমিক হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে। যদিও নিউইয়র্ক সিটি এই অর্থ কমানোর আবেদন করেছিল, আদালত তা নাকচ করে দেন।

## টিএলসি কী বলছে?

নিউইয়র্ক সিটির টিএলসি জানিয়েছে, এই মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা নীতিটি তারা অনেক আগেই বাতিল করেছে। ২০২০ সালে লাইসেন্স স্থগিতের পুরো প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা হয়েছে, যাতে চালকদের ন্যায্য শুনানি ও আইনি অধিকার নিশ্চিত করা যায়।

## ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্সের প্রতিক্রিয়া

নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্সের নির্বাহী পরিচালক ভৈরবী দেশাই বলেন, "এটি শুধু একটি আইনি বিজয় নয়; এটি হাজারো চালকের মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের স্বীকৃতি। তবে প্রকৃত স্বস্তি তখনই আসবে, যখন ক্ষতিপূরণের চেক চালকদের হাতে পৌঁছাবে। হারিয়ে যাওয়া সময় বা ক্ষতির পূরণ কখনোই সম্ভব নয়, কিন্তু এই অর্থ অন্তত তাদের ভবিষ্যৎকে কিছুটা নিরাপদ করবে।"

দীর্ঘ দুই দশকের আইনি লড়াই শেষে এই রায়কে নিউইয়র্কের টিএলসি লাইসেন্সধারী চালকদের জন্য এক ঐতিহাসিক বিজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশি, দক্ষিণ এশীয় এবং অন্যান্য অভিবাসী চালকদের একটি বড় অংশ এই ক্ষতিপূরণের আওতায় আসতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

# প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমির মনোরম পরিবেশে নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ-র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

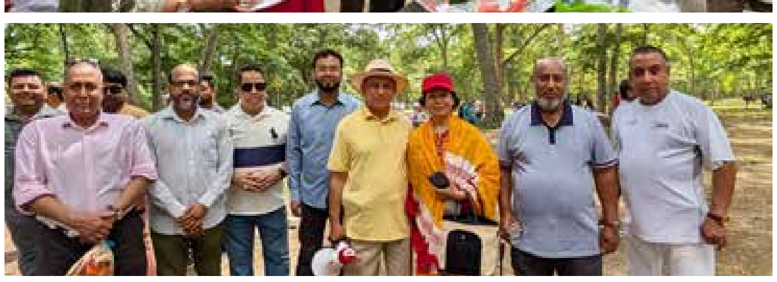

**পরিচয় ডেস্ক:** গত ২৮ জুন রবিবার লং আইল্যান্ডের বেথপেজ স্টেট পার্কে সবুজ শ্যামল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমির মনোরম পরিবেশে নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ-র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিপুল সংখ্যক নবাবগঞ্জবাসী সহ নিউ ইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মানুষ এবারের বনভোজনে অংশগ্রহণ করেন।

সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল বিপুল ও সাধারণ সম্পাদক গণেশ কীর্তনিয়ার সাবিক তত্ত্বাবধানে এবারের বনভোজনের আহ্বায়ক আমিন মেহেদী বাবু, সদস্য সচিব মজিবর রহমান, প্রধান পৃষ্ঠপোষক মোহাম্মদ জাহিদ আলম, প্রধান সমন্বয়ক বদরুল ইসলাম খান বাদল, যুগ্ম আহ্বায়ক এস মিয়া তৌহিদ, সমন্বয়কারী বাবুল দেওয়ান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিলন মোল্লার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এবং সংগঠনের অপর একজন সাবেক সাধারণ সম্পাদক বি এইচ এম সাইফুরের সার্বিক পরিকল্পনায় বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ফ্লোরিডা থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, নবাবগঞ্জের কৃতিসন্তান আবু তাহের মৃধা বাদল। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি একটি সুন্দর ও উপভোগ্য বনভোজন আয়োজনের জন্য সংগঠনের সকল কমকর্তা ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে সংগঠনের প্রতি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

বনভোজনের আরো বক্তব্য রাখেন গেস্ট অব অনার, যুক্তরাষ্ট্রের মুলধারার রাজনিতিবিদ, বাংলাদেশের বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ, এবারের বনভোজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, সাপ্তাহিক ইনকিলাব এর সম্পাদক ও প্রকাশক মোহাম্মদ জাহিদ আলম, বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এম বাসেত রহমান, ও সাবেক অপর একজন সভাপতি আরিফ আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ। এবারের বনভোজনে অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল ছোটদের খেলাধুলা, বড়দের ফুটবল খেলা, মহিলাদের বালিশ খেলা।

বনভোজনের শুরুতে সকালের নাস্তা পরিবেশনের পর ছিল ফুসকা, চটপটি, আমের ভর্তা। এরপর ছিল অনেক আইটেম সমৃদ্ধ সুস্বাদু দুপুরের খাবার।

এবারের বনভোজনে আরো একটি বিশেষ দিক ছিল রাফেল ড্র। ১ম পুরস্কার স্বর্ণালঙ্কারসহ ছিল মোট ১০টি পুরস্কার।

বনভোজনে সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী মেহজাবীন নেহা।

সবশেষে সফল একটি বনভোজন আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল বিপুল ও সাধারণ সম্পাদক গণেশ কীর্তনিয়া। নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অফ এবারের সফল ও উপভোগ্য বনভোজন আয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মনসুর আলম, সাংস্কৃতিক পর্ব পরিচালনায় সোহেলা পারভিন বেবী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঝর্ণা বিথী, অর্থ সম্পাদক শফিক খান, আপ্যায়নে মোঃ শাহরিয়ার, খেলাধুলা অনুষ্ঠান পরিচালনায় আসিফুল ইসলাম শাওন প্রমুখ।

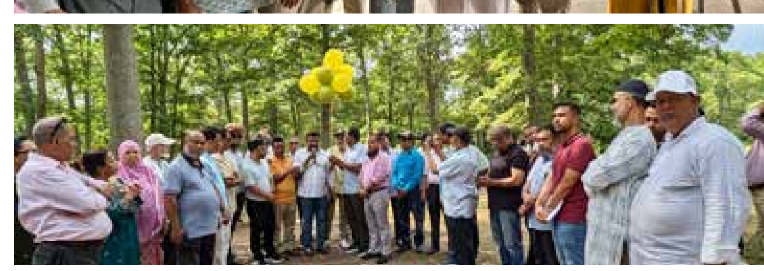

# নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে আসন্ন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে কুনু-ফিরোজ পরিষদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

**পরিচয় ডেস্ক;** নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে আসন্ন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে কুনু-ফিরোজ পরিষদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার ৯ জুলাই সন্ধ্যায় পার্কচেস্টার বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী খসরু।

বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের আগামী অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী ও সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক বাবুল চৌধুরী সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী তোফায়েল, অধ্যাপক আব্দুল বাসিত প্রমুখ।

সভায় ব্রঙ্কস এলাকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

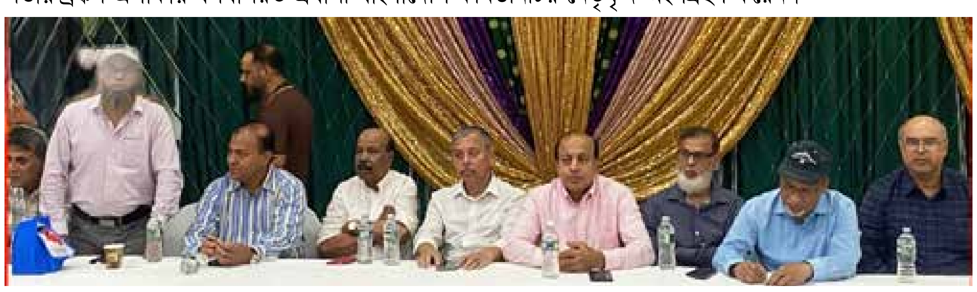

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফুল মিয়া, মাইনউদ্দিন নটু, বেলাল উদ্দিন ফকরু, মামুন ইসলাম, কাজী হাসান, সৈয়দ মোহাম্মদ আনসার আলী, সুমন, কামাল আজাদ, মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, বাহারুল ইসলাম শামীম, রাজ্জাক মুন্না, জালাল উদ্দিন, সৈয়দ পাভেল, নুরুল আলম জিকু, জুয়েল খান, মোশাহিদ চৌধুরী, জগলুল চৌধুরী, শেখ শফিকুর রহমান, হাজী লেইছ চৌধুরী, সুলায়মান, তুষার মোল্লা, আখতারুজ্জামান হ্যাপি, মীর মাহফুজ উল্লা সুমন, সিদ্দিক মিশরী, সিদ্দিক, মোস্তাকুর রহমান লিটন, মোজাফ্ফর, ফাহিম, ফকরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা উল্লেখ করেন বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কমিটি নির্বাচনে তাদের দেওয়া ইশতেহার অনুযায়ী কোনো কাজ করতে পারেনি। তারা বাংলাদেশীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। তাই ভোটারদের কাছে তাদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# ফিলাডেলফিয়ায় ফুড ডেলিভারিতে গিয়ে আর ফেরা হলো না বাংলাদেশি চক্ষু চিকিৎসকের

## জানাজা সম্পন্ন, দাফন হবে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে

**পরিচয় ডেস্ক:** ফিলাডেলফিয়ায় গুলিতে নিহত ডা. মাহফুজুল হক এর জানাজা সম্পন্ন, দাফন হবে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে। জীবিকার তাগিদে ডোরড্যাশে কাজ, এক রাতেই শেষ হয়ে গেল সব স্বপ্ন; নিরাপত্তাহীনতায় আতঙ্কিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা জীবন বাঁচাতে নয়, জীবিকার তাগিদে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। হাতে ছিল একটি খাবারের অর্ডার। কয়েক মিনিট পরই সেই যাত্রা পরিণত হয় মৃত্যুমিছিলে। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় ডোরড্যাশ এপস এর মাধ্যমে খাবার সরবরাহ করতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার ভেড়িবাজারের কৃতী সন্তান, গোমস্তাপুর খোশালপাড়া নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষক মরহুম মোজাম্মেল হক (বাঘু মাস্টার) স্যারের একমাত্র ছেলে, বাংলাদেশি চক্ষু চিকিৎসক ও কানাডার নাগরিক ডা. মো. মাহফুজুল হক (৪৩)। গত ৭ জুলাই মঙ্গলবার রাতে ফিলাডেলফিয়ার কিংসেসিং এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, রাত সাড়ে ৯টার দিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনাস্থল থেকে তাঁর গাড়ি, উড়ড়ৎউধংয-এর ডেলিভারি ব্যাগ এবং রাইফেলের দুটি ব্যবহৃত খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারীরা ঘটনাটিকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছেন। হত্যাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশে একজন চক্ষু চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন গড়ে তোলা ডা. মাহফুজুল হক উন্নত ভবিষ্যতের আশায় উত্তর আমেরিকায় পাড়ি জমান। কানাডার নাগরিক হলেও পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে বিভিন্ন পেশার পাশাপাশি ডোরড্যাশে খাবার সরবরাহের কাজও করছিলেন। তাঁর স্ত্রীও একজন চিকিৎসক। যিনি মাত্র আট মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁদের ১৪ বছর বয়সী এক সন্তান রয়েছে।

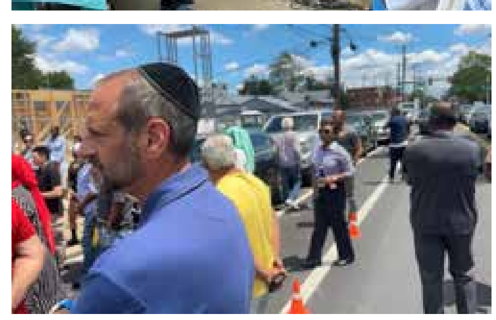

স্বজনদের ভাষ্য, পরিবারকে আরও নিরাপদ ও সুন্দর জীবন উপহার দিতেই অতিরিক্ত সময় কাজ করতেন ডা. মাহফুজুল হক। কিন্তু সেই সংগ্রামই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণ কেড়ে নিল। তাঁর মৃত্যুতে শুধু একটি পরিবার নয়, শোকাহত হয়েছে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে বসবাসরত স্বজনরা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি কমিউনিটি।

দীর্ঘদিন তিনি আল-শাম উইলো গ্রোভ রেস্টুরেন্টে কর্মরত ছিলেন। সহকর্মী ও পরিচিতজনদের কাছে তিনি ছিলেন বিনয়ী, সৎ, পরিশ্রমী এবং মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন একজন মানুষ। তাঁর অকাল মৃত্যুতে স্বজনদের মাঝে শোকের বন্যা বইছে। বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও কমিউনিটি সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

গত বৃহস্পতিবার ৯ জুলাই নর্থইস্ট ফিলাডেলফিয়ার টাইসন মসজিদে বাদ যোহর তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। শত শত বাংলাদেশি জানাজায় অংশ নিয়ে শেষ বিদায় জানান। পরে তাঁর মরদেহ দাফনের জন্য কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে পাঠানো হয়। সেখানেই পরিবারের সদস্যদের পাশে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হবে।

এদিকে, এ হত্যাকাণ্ডের পর স্থানীয় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে রাতের বেলায় খাবার ও পণ্য সরবরাহকারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে। কমিউনিটির নেতারা দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

একজন চিকিৎসক, একজন স্নেহময় বাবা, একজন স্বামী এবং একজন সংগ্রামী বাংলাদেশী-কানাডিয়ান এর এমন মর্মান্তিক মৃত্যু আবারও মনে করিয়ে দিল-স্বপ্নের দেশে জীবিকার সন্ধানে বের হওয়া অনেক মানুষের জীবন কতটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছে। - ফিলাডেলফিয়া থেকে মোহাম্মদ ইসলাম প্রেরিত

# নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল এর সদস্য শাহানা হানিফের সঙ্গে সন্দ্বীপ স্পোর্টিং ক্লাব ইউএসএ এর প্রতিনিধিবৃন্দের সৌজন্য সাক্ষাৎ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি তরুণ প্রজন্মকে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং খেলাধুলার উন্নয়নে নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে, নিউইয়র্ক

সিটি কাউন্সিলর শাহানা হানিফের সঙ্গে সম্প্রতি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সন্দ্বীপ স্পোর্টিং ক্লাব ইউ.এস.এ. এর প্রতিনিধিবৃন্দ।

সাক্ষাৎকালে কমিউনিটির তরুণদের জন্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, সিটি সুবিধার যথাযথ ব্যবহার, ভবিষ্যতে বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং একটি সুস্থ, সচেতন ও ইতিবাচক প্রজন্ম গড়ে তোলার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

# কেন বাংলাদেশিদের অভিবাসী ভিসা স্থগিত, ব্যাখ্যা দিল যুক্তরাষ্ট্র

৫৬ পৃষ্ঠার পর

নাগরিকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়।

তবে দূতাবাস জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র অভিবাসী ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পর্যটন, শিক্ষার্থী, ব্যবসা বা অন্যান্য অস্থায়ী ভিসা অর্থাৎ নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদনকারীদের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না।

দূতাবাসের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ভিসাসংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইন, নীতি ও জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করেই নেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট নীতিমালা পর্যালোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিবাসী ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে।

# আটলান্টিক মহাসমারোহে সিটিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি স্টেট এর আটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে রথযাত্রা। ইসকন অব সেন্ট্রাল নিউজার্সির উদ্যোগে গত ২৮ জুন, রবিবার দুপুরে আটলান্টিক সিটির বিখ্যাত বোর্ডওয়াকে অনুষ্ঠিত রথযাত্রার বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল জগন্নাথ দেবের পূজার্চনা, হরিনাম সংকীর্তন, বিশ্বশান্তি ও মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা, নৃত্য ইত্যাদি।

ওইদিন সকাল থেকেই ভক্তকুলের পদচারণায় মুখরিত হতে থাকে সিটির ঐতিহাসিক বোর্ড ওয়ার্ক।

আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ধেয়ে আসা উর্মিমালার শব্দ তরঙ্গকে ছাপিয়ে ইথারে ভেসে আসে হরিনাম সংকীর্তনের সুললিত সুর 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম'। অদ্ভুত এক ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মন-প্রাণ। আর এসবের উপলক্ষ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা।

মেঘে মেঘে বেলা বাড়ে, পায়ে-পায়ে বাড়ে ভক্তকুলের ভিড়। রথের দড়িতে ভক্তকুলের হাতের আলগা টান পড়তেই সচল হয় রথের চাকা। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল-খোল, মৃদঙ্গের আওয়াজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাজারো কণ্ঠের সম্মিলিত কোরাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম। আর তা অপূর্ব এক সুর মূর্ছনার সৃষ্টি করে।

বোর্ডওয়াকের মিশিগান অ্যাভিনিউ থেকে শুরু হওয়া রথের গন্তব্যস্থল ছিল নিউজার্সি অ্যাভিনিউ। ধীর গতিতে রথ এগিয়ে চলে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভক্তদের কাফেলা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। বোর্ড ওয়ার্কে বেড়াতে আসা মার্কিনীরাসহ ভিনদেশি পর্যটকেরা নান্দনিক এই আয়োজনে অভিভূত হয়ে পড়েন। তাদের চলার গতি যায় থেমে।

আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কেউ কেউ শরিক হন রথের কাফেলার সঙ্গে। শুদ্ধ-অশুদ্ধ উচ্চারণের সংমিশ্রণে তারা হরিনাম সংকীর্তনে কণ্ঠ মেলান। আবেগে-উচ্ছ্বাসে-আনন্দে ভক্তকুল নেচে-গেয়ে একাকার হয়ে যায়। রথ টানতে টানতে কাফেলার মাঝে বিতরণ হতে থাকে হরেক পদের ফল-ফলাদি, মিষ্টিসহ হরেক রকমের উপাদেয় প্রসাদ। পথ চলতি বিদেশিরাও তা থেকে বাদ পড়েন না। রথের চাকা ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তা এসে থামে নিউ জার্সি এভিনিউতে,যেখানে আগে থেকেই চলছিল অন্যরকম এক মহাযজ্ঞ। উন্মুক্ত মঞ্চে হরিনাম সংকীর্তন, ধর্মীয় সংগীত পরিবেশনের পাশাপাশি চলছিল মহাপ্রসাদ বিতরণ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এই অনুষ্ঠান উপভোগ করে ও সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে উদরপূর্তিও করে। বিদেশিদেরও দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে ও তৃপ্তির ঢেকুর তুলতেও দেখা যায়। বিদেশিদের অনেককে আগ্রহভরে এই রথযাত্রা সম্পর্কে ধারণা নিতে এবং মন্ত্র জপতেও দেখা যায়। উল্লেখ্য,আটলান্টিক সিটিতে ২০০৬ সাল থেকে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দিনে দিনে এর কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে।মেঘে মেঘে বেলা বাড়ে। আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম দিগন্তে দিবাকর হেলতেই সাঙ্গ হয় রথযাত্রার মহাযজ্ঞ। রথযাত্রার টুকরো টুকরো অনেক হিরণ্ময় ছবির কোলাজ অন্তরে ধারণ করে ভক্তকুল ফিরে যায় আপন নীড়ে। - আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

## যুক্তরাষ্ট্রে বেকার ভাতার আবেদনের সংখ্যা সামান্য কমেছে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

লেবার ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, গত ৪ জুলাই শেষ হওয়া সপ্তাহে বেকার ভাতার আবেদন ২,০০০টি কমে ২ লাখ ১৫ হাজারে নেমে এসেছে। তথ্য-বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান 'ফ্যাক্টসেট' (FactSet)-এর জরিপ অনুযায়ী বিশ্লেষকরা ২ লাখ ২০ হাজার নতুন আবেদনের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। বেকার ভাতার সাপ্তাহিক আবেদনগুলোকে কর্মী ছাঁটাইয়ের একটি পরোক্ষ সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারের পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক বা হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরে। গত সপ্তাহে প্রকাশিত জুনের বিস্তারিত কর্মসংস্থান প্রতিবেদনে সরকার জানিয়েছে যে, জুন মাসে নিয়োগের গতি কমেছে এবং মাত্র ৫৭ হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এই সংখ্যাটি আগের মাসের মোট কর্মসংস্থানের অর্ধেকেরও কম এবং এটি ইঙ্গিত দেয় যে কোম্পানিগুলো এখনও সতর্ক অবস্থান বজায় রেখেছে। সংবাদসূত্র এসোসিয়েটেড প্রেস

# দাওয়াতী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মুনা'র জ্যামাইকা ওয়েষ্ট চ্যাপ্টারের বারবিকিউ পার্টি অনুষ্ঠিত

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপনের পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা-মুনা'র দাওয়াতী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মুনা'র জ্যামাইকা ওয়েস্ট চ্যাপ্টার বারবিকিউ পার্টির আয়োজন করেছে। রোববার (৫ জুলাই) জ্যামাইকাস্থ মুনা'র কোরআন একাডেমী ফর ইয়ং স্কলার্স মিলনায়তনে বেলা ২টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। এতে দেশী-বিদেশী, মুসলিম-নন মুসলিম বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. মাহমুদুর রহমান, মুনা'র এসিস্ট্যান্স ফাইন্যান্স ডিরেক্টর অধ্যাপক জালাল উদ্দিন, মুনা সোস্যাল সার্ভিসের অপারেশন ডিরেক্টর ড. জাহাঙ্গীর কবীর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও ডীন অধ্যাপক ড. আব্দুল

করীম, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন, মুনা'র নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার ও সহ সভাপতি মাওলানা তোয়া আমীন খান, আমার সিলেট.কম-এর সম্পদক এমদাদ চৌধুরী দীপু প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুনা'র জ্যামাইকা ওয়েস্ট চ্যাপ্টার সেক্রেটারী মাহফুজুর রহমান ও আনিসুর রহমান। উল্লেখ্য, মুনা একটি অলাভজনক দাওয়াহ ভিত্তিক সমাজ সেবামূলক জাতীয় সংগঠন হিসেবে ১৯৯০ সালে নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুনা প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত, নৈতিক ও মানুষের জীবনের সামাজিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গ রাজ্যে মুনা'র কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করেছে। মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয় ও নাগরিক জীবনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি কমিউনিটির সেবায় নিয়োজিত করতে মুনা মুসলমানদের সুসংগঠিত করতে সদা সচেষ্ট। মুনা মুসলমানদেরকে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলাম চর্চার আহবান জানিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে চেষ্টা করে। এছাড়া আমেরিকায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সাথে মুনা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে জড়িত।

চলতি বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬ ঘিরে মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা) দুই মাসব্যাপী বিশেষ দাওয়াতী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। গত ১ জুন থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচী চলবে জুলাই পর্যন্ত। এই কর্মসূচীর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যে মানুষের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া হবে। এজন্য নতুন প্রজন্মকে টার্গেট পিপল হিসেবে বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। খবর ও ছবি: ইউএনএ

## আবারও ইরান যুদ্ধ শুরু করে রাজনৈতিক সংকটেই

৫ পৃষ্ঠার পর

এই সংঘাতের কারণে জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে তার চড়া মূল্য দিতে হতে পারে আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে। এখন সেই যুদ্ধবিরতির চুক্তি ভেস্তে যাওয়ায়, রিপাবলিকানদের এমন একটি যুদ্ধ মাথায় নিয়ে নির্বাচনে নামতে হচ্ছে-যা অধিকাংশ মার্কিন ভোটারই সমর্থন করেন না। তারা এই যুদ্ধ শেষও করতে পারছেন না, আবার এই যুদ্ধ শুরু করা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও চান না। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন করে সংঘাতের ঘটনায়, বুধবার বিশ্ববাজারে তেলের দাম এক লাফে বেড়ে গেছে, পুঁজিবাজারেও ধস নেমেছে। সেদিনের শেষভাগে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর নতুন করে হামলা চালায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক বিবৃতিতে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে নৌযান চলাচলের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার ক্ষেত্রে ইরানের সক্ষমতা আরও গুঁড়িয়ে দিতে এই হামলা চালানো হয়েছে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনী এলাকাগুলোতে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের সমর্থনকারী সংগঠন রিপাবলিকান মেইন স্ট্রিট পার্টনারশিপ-এর প্রেসিডেন্ট সারাহ চেম্বারলেইন বলেন, নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়া নিশ্চিতভাবেই আমাদের একটি বড় মাথাব্যথার কারণ।

চেম্বারলেইন বলেন, ট্রাম্পকে সমর্থন দিতে গিয়ে রিপাবলিকান ভোটাররা গত কয়েক মাস ধরে তেলের বাড়তি দাম মুখ বুজে সহ্য করছিলেন।

# বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের সকল জাতীয় দিবস গুরুত্তের সাথে পালনের উপর গুরুত্বারোপ

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশী আমেরিকান্স অব নিউইয়র্ক আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের সকল জাতীয় দিবস গুরুত্তের সাথে পালনের উপর গুরুত্বারোপ দ।

তারা বলেন , বাংলাদেশ সহ ভারত উপমহাদেশের দেশগুলোর স্বাধীনতার সাথে আমেরিকার স্বাধীনতার মিল রয়েছে। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যেমন স্বাধীন হয়েছে, তেমনী ২৫০ বছর আগে বৃটিশদেও কাছ থেকে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। আর যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দ্বিতীয় বাসস্থান হিসেবে দেশের মতোই এই দেশকে ভালবাসতে হবে, এই দেশের সকল জাতীয় দিবস গুরুত্বের সাথে পালন করা উচিৎ। কেননা, দেশটির নাগরিক হিসেবে যেশন সকল সুযোগ-সুবিধা আমরা ভোগ করছি, ঠিক তেমনি এই দেশের মানুষ হিসেবে আমাদেরকে বাংলাদেশী-আমেরিকান হতে হবে।

গত ৪ জুলাই ছিলো যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস। নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী নানা আয়োজনে এদিন ২৫০তম স্বাধীনতার বার্ষিকী পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভার বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন।

সভাপতি বিহীন ব্যতিক্রমী এই আলোচনা সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভার অন্যতম আয়োজক সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক সাঈদ তারেক। সিনিয়র সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত আলোচনা পর্বে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সভার অন্যতম আয়োজক আজিজুল হক মুন্না ও সাঈদ তারেক।

সভায় সত্তুর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে আগমনের ইতিহাস এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশীদের ঘাঁটি হওয়ার ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরেন জ্যামাইকার কলাম্বাস নামে পরিচিত প্রবীন প্রবাসী নাসির আলী খান পল।

সভায় আরো আলোচনায় অংশ নেন নজরুল একাডেমী ইউএসএ'র সভাপতি ও সভার অপর আয়োজক কিউ জামান, সিনিয়র সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের , বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক একেএম ফজলে রাব্বী, কবি-লেখক এবিএম সালেউদ্দীন, বঙ্গভবনের সাবেক কর্মকর্তা ও লেখক আজিজুর রহমান, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দীন সাগর ও সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর কার্যকরী পরিষদের সাবেক সদস্য ওসমান চৌধুরী, জামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন (জেবিএ)-এর সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আনিসুল কবীর জাসীর, সন্দ্বীপ সোসাইটি অব ইউএসএ'র সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক জ্যাইকা শাখার কর্মকর্তা মনিউর রহমান, মিডিয়া কর্মী রাশিদা আকতার, জ্যামাইকা থিয়েটার-এর সভাপতি শেখ হায়দার আলী, নিউজার্সী থেকে আগত অ্যাক্টিভিষ্ট একে আলম মনির প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি সেলিনা আকতার।

সভায় কোন কোন বক্তা বলেন, বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি হলেও নানা কারণে আমাদের আর স্থায়ীভাবে দেশে ফেরা হবে না। তাই আমাদেরকে আমেরিকান হয়েই এদেশে বসবাস করতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, অভিবাসীদের দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের বাংলাদেশী-আমেরিকান হিসেবে বসবাস করতে হবে। সেই সাথে আমাদের সন্তানদের বাংলাদেশী শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যেই গড়ে তুলতে হবে এবং দেশপ্রেম জাগ্রত করে সততার সাথে বসবাস করতে হবে। এই দেশের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। সম্মিলিতভাবে গড়ে তুলতে হবে সমৃদ্ধ কমিউনিটি। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সোসাইটি সহ আঞ্চলিক সংগঠনগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে বলে বক্তারা মন্তব্য করেন।

সভা শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস ও সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক সাঈদ তারেক-এর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়। উপস্থিত অতিথিদের সাথে নিয়ে তিনি কেক কাটেন। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। খবর ইউএনএ'র।

# নিউইয়র্কে বাংলাদেশের "জুলাই বিপ্লবের" দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক স্মরণানুষ্ঠানের ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদা, আন্তর্জাতিক সংহতি এবং গণতান্ত্রিক চেতনার আলোকে উদযাপনের লক্ষ্যে গত বুধবার (৮ জুলাই ২০২৬) সন্ধ্যায় প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ এর উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ (Patriots of Bangladesh) এবং বাংলাদেশি-আমেরিকান প্যাট্রিয়টস (Bangladeshi-American Patriots)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন এ. কে. আব্দুল কাদের।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. শেখ মিজান-কে প্রধান করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন ড. আবিদ বাহার, ডা. জুনুন চৌধুরী, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, রহমত উল্লাহ, হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন, এমদাদ চৌধুরী দীপু, মিসবাহ উদ্দিন আহমদ, এ. কে. আব্দুল কাদের, আবুল কালাম আজাদ, রেজাউল করিম, নূরুল হক চৌধুরী, জাবেদ আহমদ, আব্দুল আলীম এবং দীপন গাজী।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়, যা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নতুন এক দিগন্তের সূচনা করেছে। শহীদদের আত্মত্যাগ এবং আহত সংগ্রামীদের অবদানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বক্তারা বলেন, দ্বিতীয় বার্ষিকীকে কেবল একটি স্মরণানুষ্ঠান নয়, বরং নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাস, মানবিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে পৌঁছে দেওয়ার একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

# ইরানের কাছ থেকে হরমুজে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা

৭ পৃষ্ঠার পর

চুক্তির লঙ্ঘন। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির দাবি, তার দেশ যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি দাবি করেন, বরং চুক্তি ভঙ্গ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

গত জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই করে, যার অংশ হিসেবে ইরান বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সিবিএস নিউজকে যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা জানান, ইরানের ভাষ্য অনুযায়ী, কট্টরপন্থিদের একটি বিচ্যুত গোষ্ঠী আলোচনাকে ভণ্ডুল করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক জাহাজে গুলি চালিয়েছিল। এক মার্কিন কর্মকর্তা সিবিএসকে বলেন, ইরান আবার আলোচনায় ফিরে এসে বলেছে, আমরা ভুল করেছি। এটা আমাদের ভুল ছিল। চলুন, আলোচনা চালিয়ে যাই।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার শনিবারের মধ্যে ওমানে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

একই সময়ে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচিও ওমানে অবস্থান করছেন এবং দেশটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

এর আগের দফার আলোচনাগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান পাকিস্তান বা কাতারের মধ্যস্থতায় পরোক্ষভাবে আলোচনা চালিয়েছিল।

শুক্রবার সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে তেহরানের নেতৃত্বের কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে। সেখানে ইরানকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে যে হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত থাকবে এবং তারা আর বাণিজ্যিক জাহাজে গুলি চালাবে না।

# আনন্দঘন সোহার্দপূর্ণ পরিবেশে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক'র বনভোজন সম্পন্ন, চাঁদপুরবাসীর জন্য বিনামুল্যে কবর প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক'র বার্ষিক বনভোজন গত ৫ জুলাই রোববার নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডের হ্যাক শেয়ার স্টেট পার্কে আনন্দঘন, সোহার্দপূর্ণ উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। চমৎকার এই বনভোজনে কম্যুনিটির সর্বস্তরের, শ্রেণীপেশার মানুষ, চাঁদপুরবাসিসহ নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার বাসিন্দারাও অংশগ্রহণ করেন।শীতল ছায়ায় মনোরম পরিবেশে সানুষের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ছিলো এবারের বনভোজনে।

সংগঠনের সভাপতি মোঃ মাহাবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বনভোজন কমিটির আহবায়ক মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম এর পরিচালনায় বনভোজনের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়।

এবারের বনভোজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নিউ ইয়র্কে বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী। বনভোজনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ডা: এনামুল হক।

বনভোজনে আগত সুধীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সোহেল, সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির, বনভোজন কমিটির সদস্য সচিব ফরহাদ প্রদান।

এরপর চলে শিশু কিশোরদের নানা প্রতিযোগিতা, পুরুষদের ফুটবল ও মহিলাদের বালিশ খেলা।

এর পর পরিবেশিত হয় জামাইকার আশা রেস্টুরেন্ট এর শেফ জালাল এর রান্না করা সুস্বাদু মধ্যাহ্ন ভোজ ।

এবারের বনভোজনটি উপভোগ্য করে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন কমিটির সদস্যবৃন্দ। বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন আমিন খান জাকির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে অন্যতম উপদেষ্টা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনক, এর বতর্মান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুঁইয়া রুমি, সহ সাধারণ সম্পাদক আবুল কামাল ভুঁইয়া, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক, এর সভাপতি দুলাল বেহেদু সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনের সদস্য মিয়া মোঃ দুলাল, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির নওশাদ হোসেন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তব্য প্রদানকালে সংগঠনের সাবেক সভাপতি মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম বলেন, চাঁদাপুরবাসীদের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে কবরের জায়গা দেওয়া হবে।

এবার  রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক'র বনভোজনের গ্র্যান্ড স্পনসর ছিলেন বারী গ্রুপ এর  আসেফ বারী টুটুল ও মুনমুন হাসিনা বারী,, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সংগঠনের উপদেষ্টা জসিম রাসেল, আর এল বি গ্রুপ এর চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন বাদল, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ডঃ এনামুল হক, সেরাফিনা টাইম স্কোয়ার এর সিইও বিলকিস খান, সেবা হোল্ডিং লিমিটেড বাংলাদেশ। স্পনসর হিসাবে ছিলেন হোসেন মেডিকেল কেয়ার এর ডা: মোহাম্মদ হোসাইন, মহিউদ্দিন দেওয়ান, জুয়েল অটো রিপেয়ার এন্ড বডি শপ, কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস এর মো: হাশেম, মোঃ ফারুকুল ইসলাম বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বিডি অটো রিপেয়ার এন্ড কলিউশন, আলমগীর হোসাইন, মফিজুল ইসলাম ভুঁইয়া রুমি, আবুল কামাল ভুঁইয়া, দুলাল বেহেদু ফরহাদ হোসাইন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, আলমগীর হোসাইন, মুরাদ হোসাইন,  মেইন স্ট্রিম কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলায়মান, সংগঠনের উপদেষ্টা ইকবাল হারুন লিটন ও নাজমুল এ ফারুক, প্রবাসী মতলব সমিতি ইনক, মদিনা ড্রাইভিং স্কুল এর নাজমুল করিম,নওশাদ হায়দার ডিউক খান।

রাফেল ড্র পুরস্কার এর স্পন্সর ছিলেন প্রথম পুরস্কার: কামরুজ্জামান কামরুল খামারবাড়ি। দ্বিতীয় পুরস্কার: নিলুফার ইয়াসমিন মিতু, স্বর্ণের চেইন, তৃ তীয় পুরস্কার: আফতাবুজ্জামান শিমুল, লিবার্টি ব্রোকারেজ, ল্যাপটপ, চতুর্থ পুরস্কার মাহফুজা রুপা ল্যাপটপ, পঞ্চম পুরস্কার আব্দুল হাকিম ল্যাপটপ, ষষ্ঠ পুরস্কার মনির হোসেন টিভি, সপ্তম পুরস্কার আশরাফুল আলম জঙ্গি টিভি, অষ্টম পুরস্কার মোবারক হোসাইন ফোন, নবম পুরস্কার নুরুল ইসলাম মিলন ফোন, দশম পুরস্কার বিসমিল্লাহ পল্ট্রি গিফট কার্ড, ১১তম পুরস্কার রুনা, ডিনার সেট, ১২ তম পুরস্কার মো: আনোয়ার হোসাইন ইউ ওয়ারলেস, ১৩তম পুরস্কার: অবকাশ ডিনার সেট, ১৪ তম পুরস্কার: নুর অটো, ১৫ তম পুরস্কার আমিন খান জাকির ডিনার সেট, ১৬ তম পুরস্কার আক্তার হামিদ, ১৭ তম পুরস্কার: তরিকুল ইসলাম বাদল, ১৮তম পুরস্কার: ফাতেমা আক্তার।  দিনব্যাপী আড্ডা, গল্প, খেলাধুলায় শেষ হয় চাঁদপুরবাসীর একটি নিটোল আনন্দের দিন।

পরিশেষে সভাপতি মোঃ মাহবুবুর রহমান উপদেষ্টা পরিষদ, কমিটির সদস্যবৃন্দ আগত মেহমান এবং সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বনভোজনের কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

# ০৯ আগস্ট রবিবার জ্যাকসন হাইটসে নিউইয়র্কে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হবে ‘সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’

**পরিচয় ডেস্ক:** বহুজাতিক সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে আগামী ৯ আগস্ট নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ৩৭ এভিনিউর উপর প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’।

এ উপলক্ষে ০৭ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুইন্সের উডসাইডে গুলশান টেরেসে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্যারেড এর আয়োজক বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের পক্ষে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার এর প্রধান নির্বাহী এম শাহ নেওয়াজ জানান, আগামী ৯ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসে এই বর্ণাঢ্য প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। এতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটানসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বাসিন্দাদের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো পারস্পরিক সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং বহুজাতিক সমাজে দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা।

এসময় জনাব শাহ নেওয়াজ এর সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য কাজী আজহারুল হক মিলন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আলী, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হারুন ভূঁইয়া, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর প্রেসিডেন্ট শাকিল মিয়া, মো: আলম নমি, চিটাগাং এসোসিয়েশনের মাকসুদ এইচ চৌধুরী, নবগঠিত “সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড” নামক সংগঠনের পক্ষে শাহ শহীদুল হক।

১ম ‘সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’এর কনভেনর এর দায়িত্ব পালন করবেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান এবং চীফ কো-অর্ডিনেটর এর দায়িত্বে থাকবেন নবগঠিত “সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড” নামক সংগঠনের শাহ শহীদুল হক। সদস্য সচিব এর নাম পরবর্তীতে জানানো হবে ।

সংবাদ সম্মেলনে প্যারেড এর আয়োজক এবং সংশ্লিষ্টরা আরো জানান, প্যারেডে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী এবং কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। বর্ণিল সাজসজ্জা, নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, সংগীত ও সংস্কৃতির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার বৈচিত্র্য তুলে ধরা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন কমিউনিটি নেতা, সংগঠক ও অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এই উদ্যোগকে নিউইয়র্কে দক্ষিণ এশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে নিউইয়র্কের সব কমিউনিটির মানুষকে আগামী ৯ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিতব্য সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেডে অংশ নিয়ে এই আয়োজনকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

# নিউ ইয়র্ক সিটি হেলথ কোড অমান্য করায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন ও উডসাইডের রুমাস কিচেন সাময়িক বন্ধ ঘোষণা স্বাস্থ্য বিভাগের

**পরিচয় ডেস্ক:** নিউ ইয়র্ক সিটি হেলথ কোড অমান্য করায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট ও উডসাইডের “রুমাস কিচেন” সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করেছে নিউ ইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য বিভাগ।

প্রসঙ্গত অসংখ্য খাবারের দোকানের কার্যক্রম তদারকি করতে নিউ ইয়র্ক সিটি স্বাস্থ্য বিভাগ বছরে অন্তত একবার কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই পরিদর্শনের আয়োজন করে থাকে।

সাধারণত পরিদর্শনের পরেই গ্রেড নির্ধারণ করা হয়, তবে যেসব রেস্তোরাঁ বারবার নিয়ম লঙ্ঘন করে, সেগুলো বন্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতির মুখে পড়তে পারে। গত ১লা জুলাই  বন্ধ করে দেওয়া হয় রুমা’স কিচেন (Ruma’s Kitchen), ৩৭-০১ ৬১তম স্ট্রিট, কুইন্স, ১১৩৭৭।

কারণ হচ্ছে:

* খাদ্য বা খাদ্য-বহির্ভূত এলাকায় ইঁদুরের উপস্থিতি বা জীবন্ত ইঁদুর দেখা গেছে।
* পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই অথবা তা ত্রুটিপূর্ণ, অপর্যাপ্ত বা অনুমোদনহীন।

এরপর ৭ই জুলাই বন্ধ করে হয় নবান্ন (Nabanno), ৩৭-২২ ৭৩তম স্ট্রিট, কুইন্স, ১১৩৭২।

কারণ হচ্ছে:

* খাদ্য বা খাদ্য-বহির্ভূত এলাকায় ইঁদুরের উপস্থিতি বা জীবন্ত ইঁদুর দেখা গেছে।
* ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা অপর্যাপ্ত। বাইরের পোশাকে সম্ভাব্য দূষক পদার্থের দাগ রয়েছে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে চুল ঢেকে রাখার কার্যকর ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়নি। হাতে বা বাহুতে গয়না পরা হয়েছে। নখে পলিশ লাগানো রয়েছে অথবা নখ পরিষ্কার ও ছোট করে কাটা নেই।

## আইস (ICE)-এর সঙ্গে সহযোগিতায় প্রস্তুত নিউইয়র্কের

৫৬ পৃষ্ঠার পর

নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

আইসিই (ICE)-এর সাথে ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগে অংশীদারিত্ব শেষ করার জন্য নিউ ইয়র্ক স্টেট স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে আগামী ২৫ আগস্ট পর্যন্ত সময় দিয়েছে।

তবে সবাই তা মেনে চলার পরিকল্পনা করছে না।

“নাগরিক অভিবাসন” সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিউ ইয়র্ক স্টেট ও স্থানীয় সংস্থাগুলোর সহায়তা প্রদান বন্ধের লক্ষ্যে প্রণীত একটি নতুন আইন ২৫ আগস্ট থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে।

তবে সময়সীমা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে কিছু সংস্থা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তারা আইনটি পুরোপুরি মেনে চলবে না; কেউ কেউ ‘ইউ.এস. ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট’ (ICE)-কে সহায়তা অব্যাহত রাখার উপায় খুঁজছে, আবার অন্যরা সরাসরি আইন অমান্য করার ঘোষণা দিচ্ছে।

চলতি বছরের নিউ ইয়র্ক স্টেট এর বাজেট পাসের অংশ হিসেবে গত মে মাসে স্টেটের  আইনসভায় পাস হওয়া ‘লোকাল কপস, লোকাল ক্রাইমস অ্যাক্ট’ (Local Cops, Local Crimes Act)-

এর আওতায় A-নাগরিকদের জন্য নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এই আইন স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ‘২৮৭(জি)’ [২৮৭(ম)] চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে ।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সাল থেকে চালু এই ‘২৮৭(জি)’ [২৮৭(ম)] চুক্তির আওতায় স্থানীয় কর্মকর্তারা ফেডারেল সরকারের অর্থায়নের বিনিময়ে ICE-এর তত্ত্বাবধানে অভিবাসন সংক্রান্ত কিছু দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

এছাড়া, এই আইনে ‘ইমিগ্রেশন ইন্টারগভর্নমেন্টাল সার্ভিস এগ্রিমেন্ট’ (Immigration Intergovernmental Service Agreements)-

এর মতো অন্যান্য চুক্তির ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, যা শুধুমাত্র নাগরিক অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের দায়ে আটক ব্যক্তিদের রাখার জন্য স্থানীয় কারাগার ব্যবহারের অনুমতি দিত।

## ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরব,

৫ পৃষ্ঠার পর

নেতারা স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে আসতে চান। আদালতে আত্মসমর্পণ করে তারা দেখতে চান, তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শুরু হয়ে শুক্রবার পর্যন্ত গড়ানো প্রায় ঘণ্টাব্যাপী টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ৭৮ বছর বয়সি হাসিনা বলেন,ও দেশে ফেরার পর ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে, এমনকি মেরেও ফেলতে পারে। তবু আমাকে যেতেই হবে।

তিনি আরও বলেন, আমার দলের নেতাকর্মীদের ওপর চরম দমন-পীড়ন চলছে। যদি মৃত্যুও আসে, আমি চাই সেটা আমার নিজের মাটিতেই হোক-যে মাটিতে আমার বাবা-মা শায়িত আছেন, যেখানে তাদের রক্ত ঝরেছে।

টানা কয়েক মেয়াদ মিলিয়ে দীর্ঘ ২০ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকার পর ২০২৪ সালের নজিরবিহীন গণবিক্ষোভের মুখে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন হাসিনা। ছাত্র-জনতার সেই অভ্যুত্থান দমনে প্রাণঘাতী দমন-পীড়ন চালানোর নির্দেশ দেওয়ার দায়ে গত বছরের নভেম্বরে দেশের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। নির্বাসনে থাকা হাসিনা অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।

নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসে যখন বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার কাজ করছে, তখন হাসিনার প্রত্যাবর্তনে রাজনৈতিক বিভাজন উসকে দেওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে তাকে ফিরিয়ে দিলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের তলানিতে ঠেকা সম্পর্কের কিছুটা উন্নতিও হতে পারে। কারণ নয়াদিল্লি হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকেই দুই প্রতিবেশীর সম্পর্কে তীব্র টানাপোড়েন শুরু হয়।

হাসিনাকে ফিরিয়ে দিতে বারবার ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে বাংলাদেশ।

নির্বাসিত জীবনে এর আগে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের লিখিত প্রশ্নের জবাব দিলেও কখনো সরাসরি কোনো সাক্ষাৎকার দেননি হাসিনা। তিনি বলেন, কবে বা কীভাবে দেশে ফিরবেন-সে বিষয়ে কোনো বিদেশি সরকারের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেননি।

এই প্রথম দেশে ফেরার সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিলেন হাসিনা। পাশাপাশি নিজের ও নির্বাসিত অন্য আওয়ামী লীগ নেতাদের আত্মসমর্পণের পরিকল্পনার কথাও এই প্রথম প্রকাশ্যে আনলেন তিনি।

হাসিনার সঙ্গীদের মধ্যে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালও মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত। তবে আওয়ামী লীগের অন্য কোনো নেতার সঙ্গে রয়টার্স যোগাযোগ করতে পারেনি। এমনকি তারা বর্তমানে কোথায় আত্মগোপন করে আছেন, তা-ও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষও আমাকে দেশে ফেরাতে চায়, আমাকে ফেরত পাঠানোর জন্য তারা ভারতকে একের পর এক চিঠি দিচ্ছে। আমি নিজেই যাব।

হাসিনার এই মন্তব্যের বিষয়ে রয়টার্সের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তারা সাড়া দেননি।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তবে গত এপ্রিলেই দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছিল, হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে বাংলাদেশের অনুরোধ তারা খতিয়ে দেখছে। পাশাপাশি তারা বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে গঠনমূলকভাবে কাজ করতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে আগ্রহী বলেও জানিয়েছিল।

রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছিলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু দীর্ঘ শাসনকালে বিরোধী ও ভিন্নমত এবং গণতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট ধ্বংস করেছে তার সরকার। তিনি অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

জাতিসংঘের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, যে রক্তক্ষয়ী জুলাই অভ্যুত্থানে তার পতন ঘটে, তাতে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ।

দিল্লির গোপন আশ্রয় থেকে রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হাসিনা বলেন, ওআমাদের প্রায় সব নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে, অনেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাই আমি বলেছি, এবার আমি দেশে ফিরছি। একদিন আপনারাও সবাই চলে আসুন। সবাই একসঙ্গে আমরা আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করব৵

তবে কবে নাগাদ তিনি দেশে ফিরবেন, কিংবা ঠিক কোন আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন-সেই সুনির্দিষ্ট তারিখ বা তথ্য জানাতে রাজি হননি তিনি।

তিনি বলেনওআমি বিচারে বিশ্বাস করি। আমার ধারণা, আইনি প্রক্রিয়া শুরু হলে মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে এই আদালত কতটা প্রহসনের-আর আমি সেটাই প্রমাণ করতে চাই।

দেশে ফেরার এই পরিকল্পনা নিয়ে ঢাকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়েছে কি না-জানতে চাইলে হাসিনা বলেনওগণতন্ত্র, ভোটাধিকার, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অধিকার আর ন্যায়বিচার-এসব গোপন আলোচনার বিষয় নয়। জেলে যাওয়ার ভয় তার নেই দাবি করে তিনি বলেন, এর আগেও কয়েকবার তিনি গ্রেপ্তার করা হয়েছেন। ১৯৭৫ সালে বাবার হত্যাকাণ্ডের পর নির্বাসন কাটিয়ে ১৯৮১ সালে দেশে ফেরার পর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার তিনি আটক হয়েছিলেন। এরপর ২০০৭ সালে তৎকালীন সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও দুর্নীতির অভিযোগে তাকে কারাগারে পাঠায়। পরে মুক্তি পেয়ে ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হন তিনি।

কিন্তু এবার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। বিক্ষুব্ধ জনতা যখন তার বাসভবনের দিকে আসছিল, তখন প্রাণনাশের হুমকি থাকার কারণেই দেশ ছেড়েছিলেন বলে হাসিনা।

তিনি বলেন, একটা সরকার যখন দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে, তখন ভুলত্রুটি হতেই পারে-কোনো সরকারই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু একটা সরকারের ভালো-মন্দ, ঠিক-ভুল বিচার করার অধিকার একমাত্র জনগণের। আমি সেই বিচারের ভার জনগণের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

# আনন্দঘন পরিবেশে গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ ইংক্ এর বনভোজন ও আনন্দমেলা- ২০২৬ অনুষ্ঠিত

**পরিচয় ডেস্কঃ** আনন্দঘন পরিবেশে গত ৪ঠা জুলাই শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসের দিনে নিউইর্য়ক সিটি থেকে ৪২ মাইল দূরে ওয়েস্টচেষ্টার কাউন্টির ক্রোটনপয়েন্ট পার্কের প্যাভিলিয়ন - অ তে ছায়াঘেরা মনোরম পরিবেশে বিশাল আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ ইংক্ এর বার্ষিক বনভোজন ও আনন্দমেলা - ২০২৬।

প্রচন্ড তাপদাহের মধ্যে ঠিক সকাল ১০ টায় সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ খন্দকার মাসুদুর রহমান সোসাইটির সকল কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে ফিতা কেটে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এরপর সারাদিন খুলনাবাসী ও আগত অতিথিবৃন্দ নেচেগেয়ে, গল্পগুজবে এবং খেলাধুলার মাধ্যমে অনাবিল আনন্দ অবগাহন করে একটি সুন্দর দিন কাটিয়ে দেন।

দিনব্যাপী এই উৎসবে ছিল সকলে চা-নাস্তার ব্যবস্থা, তরমুজ ও স্নাক্স , বাচ্চাদের জন্য জুস ও চিপস, দুপুরে ছিল সুস্বাদু মুখরোচক বাহারি খাবারের চমৎকার পরিবেশনা। খাবারের পর ডেজার্ট হিসাবে রসগোল্লা ও পায়েসে উপস্থিত অতিথিদের আকৃষ্ট করে।

আর পড়ন্ত বিকেলে ছিল ঝালমুড়ির ব্যাবস্থা। এছাড়াও অতিথিদের বিনোদনের জন্য ছিল নিউইয়র্কের স্থানীয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশনা।

বনভোজনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, র‍্যাফেল ড্রর প্রথম পুরস্কার নিউইর্যক-ঢাকা-নিউইর্যক এয়ার টিকিটের স্পন্সর, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি এ বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর আসন্ন নির্বাচনে সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু, বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ও আসন্ন নির্বাচনেও কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কাজী তোফায়েল ইসলাম, সন্দীপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর সদস্য কাজী আজম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সমিতির প্রধান উপদেষ্টা জনাব আব্দুল বাছির প্রমুখ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে রাফেল ড্র এর পর
সংগঠনের সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন বনভোজনে উপস্থিতির জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বনভোজনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এবারের বনভোজন আয়োজনে আহ্বায়ক ছিলেন ইসমত জাহান পলি, সদস্য সচিব এম এ মুরাদ হোসেইন ও প্রধান সমন্বয়কারী শেখ আল আমিন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মোঃ শাহ নেওয়াজ, হোসনে বানু, পারভীন সুলতানা রত্না, মুরারী মোহন দাস, সৈয়দ এনায়েত আলী, শেখ নওশাদ আখতার, শাহীনুর হোসেন, ঈদ ই আমিন , শামছুদ্দিন নান্টু . শেখ ফারুকুল ইসলাম, শেখ কামাল হোসেন, শেখ হাসান আলী, শেখ আনোয়ার হোসেন শেখ সবুর, মোঃ আনারুল হক মাহবুবর রহমান, জাবেদ ইকবাল, আরিফ শাহরিয়ার, মোঃ উজ্জ্বল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক হাওলাদার শাহীনুল ইসলাম।

পরিচয় PARICHOY PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1688
Saturday, July 11, 2026

# ২০ বছরের আইনি লড়াই শেষে নিউইয়র্কে ট্যাক্সি-উবার চালকদের ঐতিহাসিক জয়

## ১৪০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার রায় অনুমোদন

**পরিচয় ডেস্ক:** দীর্ঘ ২০ বছরের আইনি লড়াই শেষে নিউইয়র্ক সিটির ট্যাক্সি, লিভারি, ব্ল্যাক কার, উবার ও লিফটসহ টিএলসি (Taxi and Limousine Commission) লাইসেন্সধারী চালকদের জন্য এসেছে বড় সুখবর। যুক্তরাষ্ট্রের সেকেন্ড সার্কিট কোর্ট অব আপিলস প্রায় ১৯ হাজার ৫০০ চালকের জন্য সর্বোচ্চ ১৪০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ চুক্তির অনুমোদন দিয়েছে।

এই রায়কে নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে 'ডিউ প্রসেস' বা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় সমঝোতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন আদালত।

গত ৩০ জুন বিচারপতি রিচার্ড জে. সুলিভান এই সমঝোতা অনুমোদন করেন। আদালতের ভাষ্য অনুযায়ী, এটি শুধু নিউইয়র্ক নয়, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ সাংবিধানিক অধিকার-সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ চুক্তি।

কেন এই মামলা?

মামলার মূল অভিযোগ ছিল, কোনো চালক গ্রেফতার হলেই-দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই-নিউইয়র্ক সিটির টিএলসি তার *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

### যুক্তরাষ্ট্রে বেকার ভাতার আবেদনের সংখ্যা সামান্য কমেছে

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রে কর্মী ছাঁটাইয়ের হার ঐতিহাসিকভাবে কম থাকায় গত সপ্তাহে বেকার ভাতার জন্য আবেদনকারী আমেরিকানদের সংখ্যা সামান্য কমেছে।

গত ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

### ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতি

## হাল্কা অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা বা গ্রিন কার্ডধারীদেরও আটক করছে ICE

**পরিচয় ডেস্ক:** ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতি, যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা বা গ্রিন কার্ডধারীদেরও আটক করছে ICE।

যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে বৈধভাবে বসবাসের পরও ডেটন আন্দ্রে লিন্ডসে নামের এক গ্রিন কার্ডধারীকে আটক করেছে অভিবাসন ও কাস্টমস প্রয়োগকারী সংস্থা (আইস)। জ্যামাইকায় ছুটি কাটিয়ে শিকাগোর ও'হেয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন অভিবাসন আইন কঠোর করার পর থেকে লিন্ডসের মতো বহু বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাদেরও *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

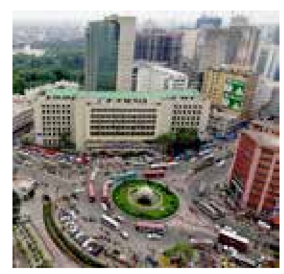

### বিশ্বে বসবাসের অযোগ্য শহরের তালিকায় তৃতীয় স্থানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা

**পরিচয় ডেস্ক:** বিশ্বের বিভিন্ন শহরের জীবনযাত্রার মান নিয়ে যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

## কেন বাংলাদেশিদের অভিবাসী ভিসা স্থগিত, ব্যাখ্যা দিল যুক্তরাষ্ট্র

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী (ইমিগ্র্যান্ট) ভিসা স্থগিতের কারণ ব্যাখ্যা করেছে ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কল্যাণমূলক সুবিধা ব্যবহারের হার তুলনামূলক বেশি হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দূতাবাস।

শনিবার (১১ জুলাই) এক বিবৃতিতে ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের প্রতি সরকারের দায়িত্ব হলো, অভিবাসীরা যেন অবৈধভাবে সরকারি সহায়তা গ্রহণ না করেন এবং দীর্ঘমেয়াদে সরকারি সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হয়ে না পড়েন, তা নিশ্চিত করা।

বিবৃতিতে বলা হয়, চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া এই স্থগিতাদেশের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা যাচাই-বাছাই নীতি ও প্রক্রিয়াগুলো পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো, এসব প্রক্রিয়া যেন যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

## টিপিএস এর আওতায় থাকা কয়েক লাখ অভিবাসী কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নির্দেশ দিল যুক্তরাষ্ট্র

**পরিচয় ডেস্ক:** টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস- টিপিএস নামক মানবিক কর্মসূচির অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা কয়েক লাখ বিদেশি কর্মীকে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ছাঁটাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার দেশটির ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি নিয়োগকর্তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। উল্লেখ্য, ট্রাম্প প্রশাসন আগে থেকেই এই কর্মসূচিটি বন্ধ করার চেষ্টা করছিল। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন বিষয়ক সংস্থার (ইউএসসিআইএস) নোটিশ অনুযায়ী, টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস (টিপিএস) থাকা হাইতির নাগরিকদের কাজের অনুমতি শেষ হবে আগামী ২৪ জুলাই। এ ছাড়া ইথিওপিয়া, মিয়ানমার, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সিরিয়া এবং ইয়েমেনের নাগরিকদের জন্য এই সময়সীমা ১৭ জুলাই পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের পরই এই নির্দেশনা এল। ওই রায়ে হাইতি ও সিরিয়ার *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

## অননুমোদিত অভিবাসনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ির দাম ও ভাড়া বেড়েছে, গবেষণায় জানা গেছে

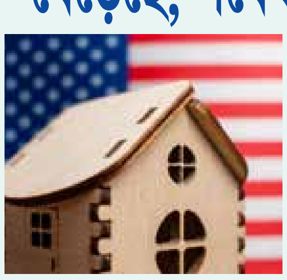

**পরিচয় ডেস্ক:** সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এর আমলে (২০২১-২০২৪) যুক্তরাষ্ট্রে আনডকুমেন্টেড অথাৎ বৈধভাব বসবাসের জন্য অননুমোদিত অভিবাসন বৃদ্ধির ফলে দেশের বিভিন্ন শহরে বাড়ির দাম ও ভাড়া বেড়েছে বলে একটি নতুন *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

## আইস (ICE)-এর সঙ্গে সহযোগিতায় প্রস্তুত নিউইয়র্কের কয়েকটি আইনশৃঙ্খলা সংস্থা

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন আইন কার্যকর করার অন্যতম সংস্থা ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইস (ICE)-এর সাথে সহযোগিতার ওপর নিউ ইয়র্ক স্টেট এর আইনী নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার প্রাক্কালে, নিউ ইয়র্কেরই কয়েকটি "আইন প্রয়োগকারী" সংস্থা তা অমান্য করার প্রস্তুতি *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*